ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সচিত্র মামলা

manupatra®

AWAAZ

JUSTICE adda

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক আইন, পরিবেশ আইন, শ্রম সংস্কার, লিঙ্গ ও যৌনতা, জনসাধারণের দায়িত্বের সমস্যা, শিশু অধিকার এবং আরও অনেক কিছুর ক্ষেত্রে কিছু যুগান্তকারী রায় দিয়েছে।এই রায়গুলি জনসাধারণের বক্তৃতাকে প্রভাবিত করেছে, আইনজীবী, সংস্কারক এবং কর্মীদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং শেষ ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার অধিকরণের অবদান রেখেছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় মামলার সারসংক্ষেপ তৈরী করে অনুবাদ করা যাতে এই রায়গুলি নাগরিকদের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এবং সমস্যাগুলিকে সমর্থন করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা করে। বিখ্যাত মামলার এই সংকলনটি মনুপাত্র এবং জাস্টিস আড্ডা দ্বারা ২০১৯ সালে ইংরেজি ভাষায় ধারণা করা হয়েছিল এবং প্রকাশিত হয়েছিল, ন্যায়বিচারের অধিকরণ প্রক্রিয়াকে আরও সক্ষম করার জন্য একটি পদক্ষেপ হিসাবে।

এটি “awaaz” উদ্যোগের সহযোগিতায় হিন্দি, বাংলা, উর্দু, মারাঠি এবং মালায়লাম আরও ৫ টি ভাষার অধীনে পুনরায় তৈরী করা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়ও এর প্রসার ঘটবে। এই সংকলনটি সরলীকৃত পাঠ্য এবং চিত্রণের দ্বারা একটি সিরিজের মাধ্যমে মূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে , এই আশায় যে আদালতের ভাষা এমন একটিতে রূপান্তরিত হতে পারে যা তাদের মাতৃভাষায় তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নাগরিকদের জন্য বোধগম্য এবং প্রয়োজনীয় হতে পারে। সরকার এবং সর্বোচ্চ আদালত উভয়ের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা এই সংগ্রহের মাধ্যমে আইনি বক্তৃতা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার আশা করি।

সম্পাদনা, লেখা এবং চিত্রণে সহযোগকারী দল

মামলার এই সিরিজটি লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন এবং চিত্রিত করেছেন সিদ্ধার্থ পিটার ডি সুজা, শেফালি কর্ডেইরো, রিয়া লোপেজ, অপর্ণা মেহরোত্রা এবং ভাতসালা পান্ডে। আমরা রচিত শর্মাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় ডিজাইন সমর্থনে আমাদের সহায়তা করার জন্য।

ভাষা অনুবাদকারী দল

বাংলা ভাষার এই সংকলনটি রিয়া গুপ্তা(ভাষা সমন্বয়ক), সপ্তপর্নী রাহা এবং সুপর্ণা চক্রবর্তী সহ একটি অসাধারণ দলের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলা ভাষা সংকলন পর্যালোচনায় সহায়তা করার জন্য।আমরা প্রোগ্রাম সুপারভাইজার হওয়ার জন্য এবং অনুবাদ কাজের সমন্বয় করার জন্য রোহিত শর্মাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

জাস্টিস আড্ডার পরিচয়

জাস্টিস আড্ডা হল একটি আইনি ডিজাইনের সামাজিক উদ্যোগ যা বিশ্ববিদ্যালয়, আইনী প্রকাশক, মানবাধিকার প্রচারক এবং আইনি প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করে, যাতে তারা বিষয়বস্তু, ডিজাইন এবং প্রযুক্তি সমাধান প্রদান করে আইন বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

মনুপাত্রর পরিচয়

মনুপাত্র একটি আইনী তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা , যেটি ২০০০ সাল থেকে আইন ও প্রযুক্তির সংযোগস্থল উদ্ভাবন করছে, এবং প্রযুক্তি পণ্য ডিজাইন এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় যা আইনজীবী, আইন সংস্থা এবং আইনি বিভাগগুলির ক্রিয়াকলাপকে প্রবাহিত করে। মনুপাত্র হল ভারতের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন আইনি গবেষণা প্ল্যাটফর্ম যা একটি ব্যাপক আইনি তথ্য সমষ্টির প্রচার সহ স্বজ্ঞাত এবং বুদ্ধিমান আইনি বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে আইনি গবেষণাকে নতুন করে উদ্ভাবন করেছে।

আওয়াজ উদ্যোগের পরিচয়

আওয়াজ উদ্যোগ হল ভারতীয় আইন আঞ্চলিক ভাষায় নাগরিকদের কাছে প্রচার করার জন্য করার জন্য রোহিত শর্মার উদ্যোগে তৈরী হওয়া একটি প্রকল্প। এটির লক্ষ্য আঞ্চলিক ভাষায় সামাজিক-আইনি বক্তৃতা গণতান্ত্রিক করা এবং আইন প্রণেতা ও নাগরিকদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতার ব্যবধান পূরণ করা। আমরা প্রয়াত অধ্যাপক শামনাদ বশীরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে আইনি শিক্ষার প্রচারকে উন্নত করার উপায় দেখানোর জন্য।

স্বীকৃতি

আমরা বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কা, উর্বশী অগ্রবাল এবং সমগ্র মনুপাত্র দলকে তাদের অটল সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা সমস্ত সমর্থনের জন্য জাস্টিস আড্ডা টিমের নাওমি জোসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং প্রচারে সহায়তার জন্য lawctopus টিমের তনুজ খালিয়া এবং YouthkiAwaaz টিমের আনশুল তেওয়ারিকে যিনি আমাদের উদ্যোগ শুরু করার পর থেকে আওয়াজ উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন।

পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া

এই সংকলনটি আঞ্চলিক ভাষায় আইনি জ্ঞানকে আরও সহজলভ্য করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে। আমরা বুঝি যে এই ই-বুকের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, জটিল আইনি পরিভাষা এখনও ব্যবহার করা হতে পারে কারণ সেই শব্দগুলি সাধারণ নাগরিকদের জন্য সেই আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত প্রচারযোগ্য পরিভাষা নাও থাকতে পারে। আপনি যদি কোন ত্রুটির সম্মুখীন হন বা ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে পরামর্শ পান বা অন্য কোন ভাষার জন্য কাজ করতে চান তবে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে awaaz@youthkiawaaz.com এবং thejusticeadda@gmail.com এ নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন। আমরা এই সংকলনের আসন্ন সংস্করণগুলিতে আপনার প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব।

সূচিপত্র

1..এ কে গোপালন বনাম মাদ্রাজ 6

2.আই.সি গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য 10

3.এইচ.এইচ.মহারাজাধিরাজ মাধবরাও বনাম ভারত ইউনিয়ন 14

4.কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাষ্ট্র 18

5.এডিগা আনাম্মা বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য 22

6.শ্রীমতি ইন্দিরা নেহেরু গান্ধী বনাম শ্রী রাজ নারায়ণ 26

7.মানেকা গান্ধি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 30

8.নন্দিনী সৎপথী বনাম পিএল দানি 34

9.হুসেইনারা খাতুন বনাম হোম সচিব, বিহার রাজ্য 37

10.সুনীল বতরা বনাম দিল্লি প্রশাসন 40

11.মিনার্ভা মিল বনাম ভারতের ইউনিয়ন 45

12.বচ্চন সিং বনাম স্টেট অফ পাঞ্জাব 49

13.এস. পি. গুপ্তা বনাম ভারতের ইউনিয়ন 53

14.বন্ধুআমুক্তি মোর্চা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 56

15.শীলা বর্ষে বনাম মহারাষ্ট্র 60

16.ওলগা টেলিস এবং অন্যান্য বনাম বম্বে নগর প্রশাসন 64

17.মোহাম্মদ আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম এবং অন্যান্য 68

18.রুরাল লিটিগেশন এবং এন্টাইটেলমেন্ট কেন্দ্র বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য 71

19.মেরি রয় বনাম কেরল রাজ্য 74

20.ইন্দ্রা সাহানি এবং অন্যান্য বনাম ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্র 78

21.উমাকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য 82

22.এস.আর. বোম্মাই বনাম ভারতের ইউনিয়ন 85

23.সরলা মুদগল বনাম ভারতের ইউনিয়ন 89

24.শ্রী বোধিসত্ত্ব গৌতম বনাম মিস সুভ্রা চক্রবর্তী 92

25.ডি.কে. বাসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলা 96

26.এল. চন্দ্র কুমার বনাম ভারত সংঘ 101

27.বিশাকা বনাম রাজস্থান রাজ্য 105

28.সামথা বনাম আন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য 108

29.বিনীত নারায়ণ বনাম ভারত সংঘ 110

30.চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড বনাম চাঁদ্রিমা দাস 114

31.নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বনাম ভারতের ইউনিয়ন 118

সূচিপত্র

32. এম.সি মেহতা বনাম কমল নাথ 125
33.ভারতের ইউনিয়ন বনাম অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম 130
34.অপ-ক্যাপ্টেন হরিশ উপাল বনাম ভারত সংঘ 133
35.পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য 137
36.রামেশ্বর প্রসাদ ও ওআরএস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আনর 141
37.স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বনম রাজ্য মহারাষ্ট্র 145
38.সেলভি বনাম কর্নাটক রাজ্য 147
39.অরুণা রামচন্দ্র শানবগ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 150
40.সোসাইটি ফর আনেইডেড প্রাইভেট স্কুলস অফ রাজস্থান বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 155
41.নভার্টিজ এ.জি বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 157
42.লিলি থমাস বনাম ভারতের ইউনিয়ন 159
43.মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 163
44.পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিস এবং ন্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য 166
45.অভয় সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য 168
46.শত্রুঘ্ন চৌহান বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন 170
47.ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউওআই) এবং অন্যাদি 173
48.কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 176
49.শ্রেয়া সিংহাল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া 180
50.সুপ্রিম কোর্ট এডভোকেটদের রেকর্ড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 185

manupatra®

JUSTICE adda

এ কে গোপালন বনাম মাদ্রাজ

মনু/এস.সি./০০১২/১৯৫০

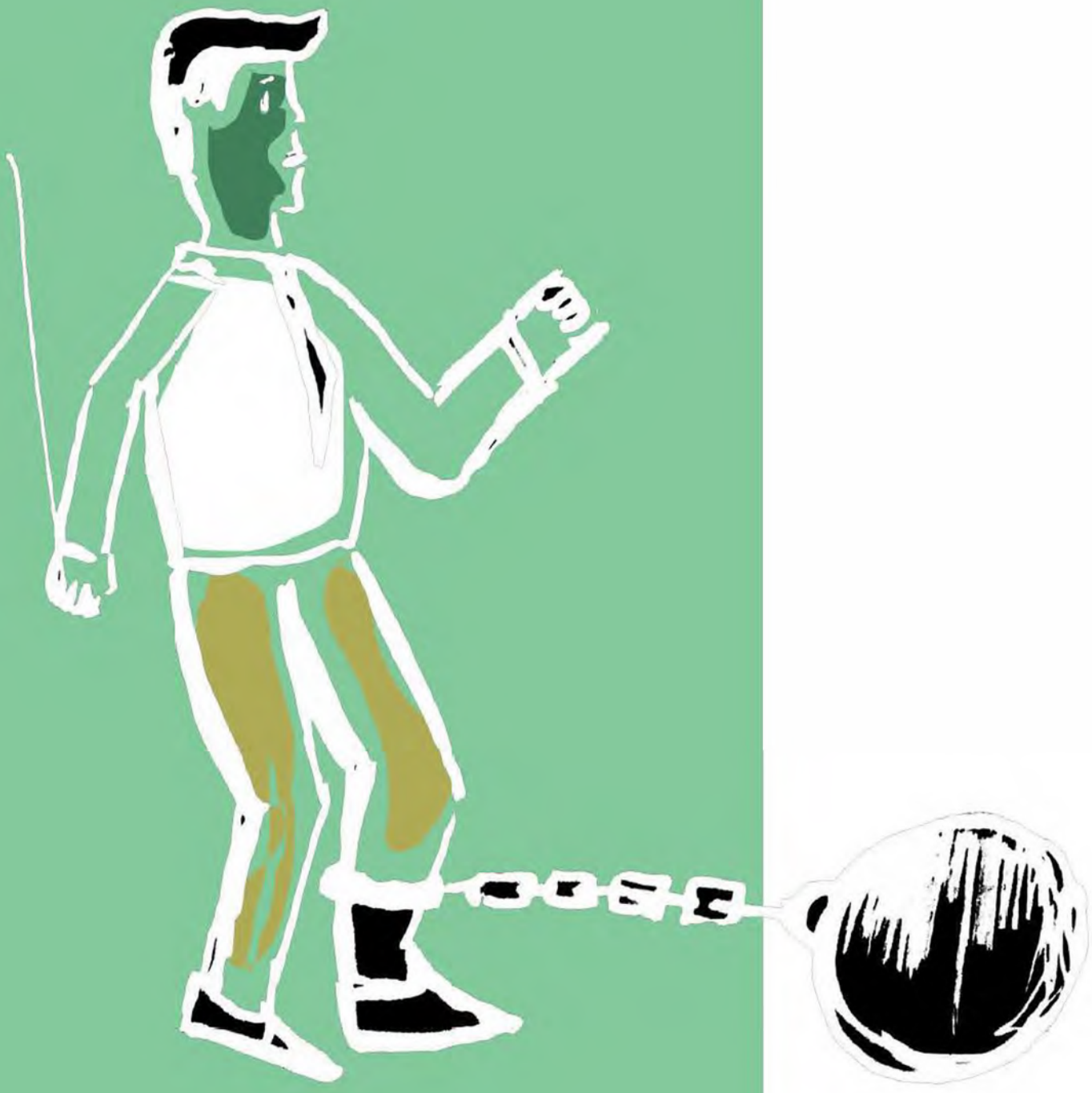

পটভূমি

- এটি মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত যেখানে আদালত রায় দিয়েছে যে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে ভারতীয় আদালতকে আইনের মানদণ্ডের যথাযথ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। এই মামলায় আবেদনকারীকে নিবর্তনমূলক আটক আইনের (আইন ৪, ১৯৫০) অধীনে আটক করা হয়েছিলো।

- এই আইনের অধীনে কোনো সম্ভাব্য অপরাধকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, অর্থাৎ কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ মূলককাজের সাথে যুক্ত রয়েছে তাহলে এই আইন সেই ব্যক্তিকে আটকে রেখে, তার অপরাধ মূলক কাজকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

- আবেদনকারী ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে একটি আবেদনপত্র দায়ের করেছিলেন। যেই ভিত্তিতে গোপালনকে আটক করা হয়েছিলো সেগুলো সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩, ১৯ , ২১, এবং ২২ লঙ্ঘন করেছে, অতএব এটি নিয়মবিরুদ্ধ এবং সম্পূর্নরূপে অবৈধ।

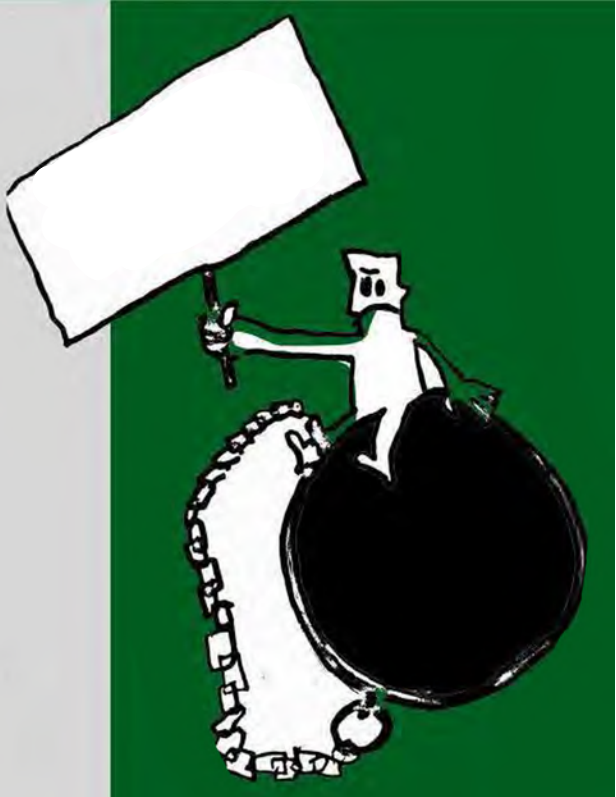

বিচার্য বিষয়

এখন বিচার্য বিষয় হলো যে, নিবর্তন মূলক প্রতিরোধ আইন, ১৯৫০ নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার গুলিকে লঙ্ঘন করে কিনা:

- ১৩: মৌলিক অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা অবমাননাকারী আইন
- ১৯: বাক স্বাধীনতা,
- ২১: বাঁচার অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,
- ২২: কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রেফতার এবং আটক থাকার বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

বিচার

- মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছেন যে, নিবর্তনমূলক আইন ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ এর বিধান অনুযায়ী কোনো বন্দী বাক স্বাধীনতাকে রদ করেনা।

- অনুচ্ছেদ ১৯ কে অনুচ্ছেদ ২১ থেকে সংযোগচ্যুত করে মাননীয় আদালত জানিয়েছেন যে অনুচ্ছেদ ২১ প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৯ শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী,অনুচ্ছেদ ২১ এ উল্লিখিত নীতি "আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি", "আইনানুসারে" নীতি থেকে ভিন্ন ।

৩. মাননীয় আদালত এটাও জানিয়েছেন যে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২ সংসদকে "নিবর্তন মূলক আটক" বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করতে এক বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২২ এর অধীনস্থ ধারা ৪ এবং ৭ "নিবর্তন মূলক আটক" বিষয়ক আইনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সীমাবন্ধতা প্রদান করেছে।

কোনো বৈধ আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি "অকার্যকর" বলে গণ্য করা যাবেনা ততক্ষণ, যতক্ষণনা সেটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২(৪) থেকে (৭) এর সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে।

সবশেষে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অনুচ্ছেদ ১৯, ২১, এবং ২২ পারস্পরিক ভাবে স্বতন্ত্র এবং অনুচ্ছেদ ১৯ সেই আইনে প্রয়োগ করা যাবেনা যেটা অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনস্থ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে।

যেই আইন "বাঁচার অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" কে প্রভাবিত করে সেই আইনকে অসাংবিধানিক বলে গণ্য করা যাবেনা শুধু এই কারণে যে সেটা সংবিধানের নীতি "আইনানুসারে" অনুসরণ করেনা কিংবা "আইনানুগ বিচার" এর নীতি লঙ্ঘন করছে , এর অর্থ এই যে অনুচ্ছেদ 21, উপযুক্ত আইনী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোন সুরক্ষা প্রদান করা হয়নি ।

আই.সি গোলকনাথ
বনাম
পাঞ্জাব রাজ্য

মনু/এস.সি./০০২৯/১৯৬৭

পটভূমি

পাঞ্জাবে গোলকনাথ পরিবারের ৫০০ একর কৃষিজমি ছিলো। ১৯৫৩ সালে সরকার "পাঞ্জাব নিরাপত্তা এবং জমির মেয়াদ" আইনের অধীনে জানিয়েছিলো যে তারা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি তাদের কাছে রাখতে পারবে। এরপর তারা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে একটি অবেদনপত্র দায়ের করেছিলো যে এটি তাদের অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে "সম্পত্তি অর্জনের মৌলিক অধিকার, " এবং "কোনো বৃত্তি, উপজীবিকা, ব্যবসা বা কারবার করার স্বতন্ত্রতা" কে অস্বীকার করে এবং তফসিলে থাকা সংশোধনী পাঞ্জাব আইনকে "নিয়মবিরুদ্ধ" ঘোষণা করেছিলো।

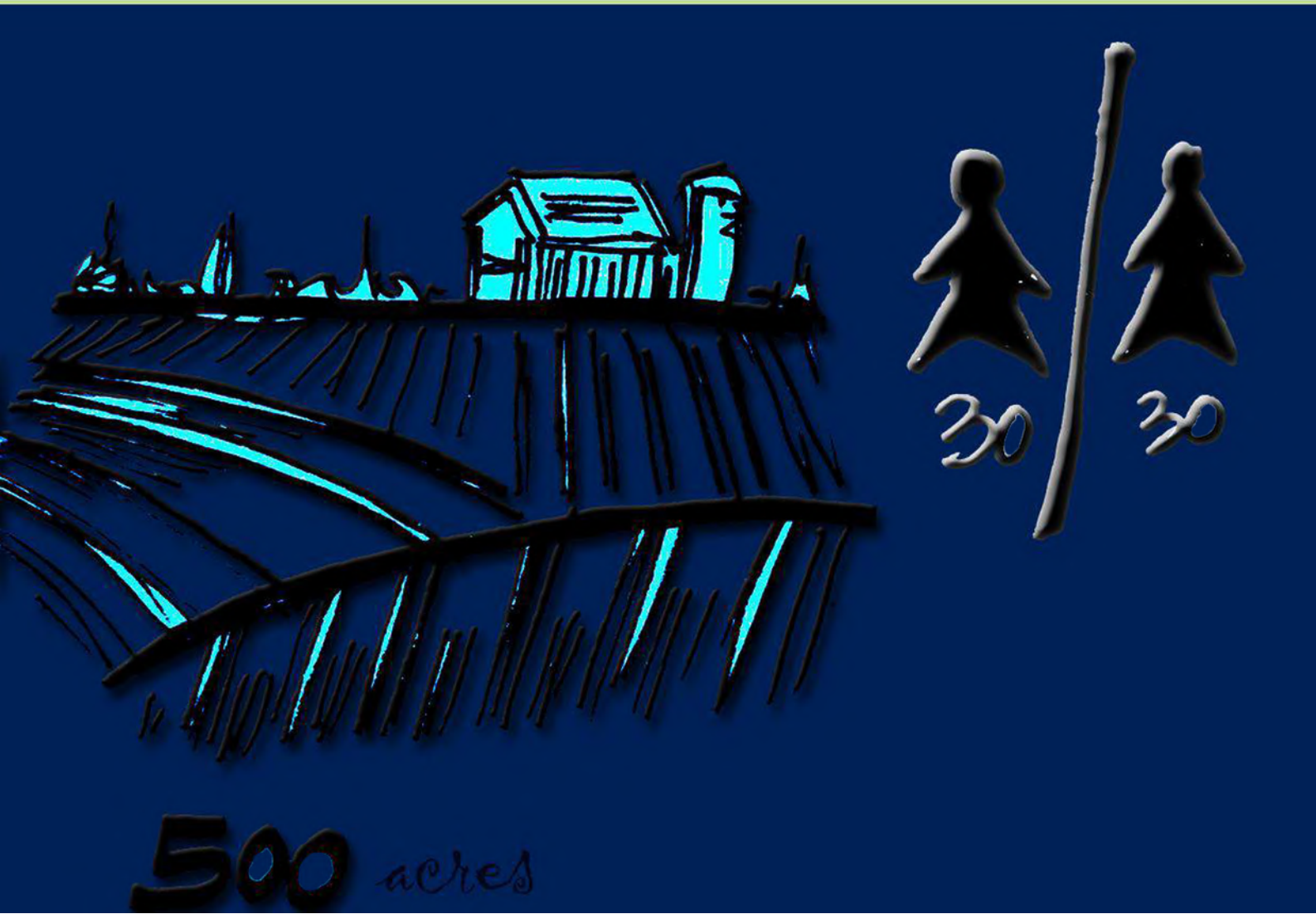

বিচার্য বিষয়

- অনুচ্ছেদ ১৩(২) এর অধীনস্থ "সংশধনী" কে একটি আইন হিসেবে গণ্য করা যাবে কী?
- মৌলিক অধিকার সংশোধন করা যাবে কী?

বিচার

সবিধনের অনুচ্ছেদ ৩৬৮ এর অধীনে শুধুমাত্র সংশোধনী প্রক্রিয়া জানানো হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ২৪৫, ২৪৬,এবং ২৪৮ সংসদকে একটি আইন সংশোধন করার একটি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে ।

প্রতিটি সংশোধনী একটি আইন এবং প্রতিটি আইনকে অনুচ্ছেদ ১৩(২) এর অধীনস্থ "বৈধতার পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হতে হবে। যদি কোনো সংশোধনী আইন সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেই আইনকে তাকে "অকার্যকর" বলে গণ্য করা হবে ।

মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত জানান যে মৌলিক অধিকার হলো আমাদের প্রারম্ভিক অধিকার যেটা সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকার মানুষের জীবনকে এক অনন্য রূপ দেয়, যাতে সে তার জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারে। আমাদের সংবিধানে সংখ্যালঘু এবং অস্পৃশ্য দের জন্যও বিশেষ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আদালত এটাও জানিয়েছেন আমাদের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী, যদি কোনো আইন মৌলিক অধিকারকে অমান্য করে তাহলে সেই আইন "অকার্যকর" হিসেবে ঘোষিত হবে। যেমনটি আমরা আগেই বলেছি সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার একমাত্র সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা জনগণের স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" হিসাবে কাজ করে এবং এটি একটি বৈধ আইন হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে মৌলিক অধিকারগুলোকে আমাদের সংবিধানে এক বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সংসদের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

এইচ.এইচ.মহারাজাধিরাজ মাধবরাও বনাম ভারত ইউনিয়ন

মনু/এস.সি./০০৫০/১৯৭০

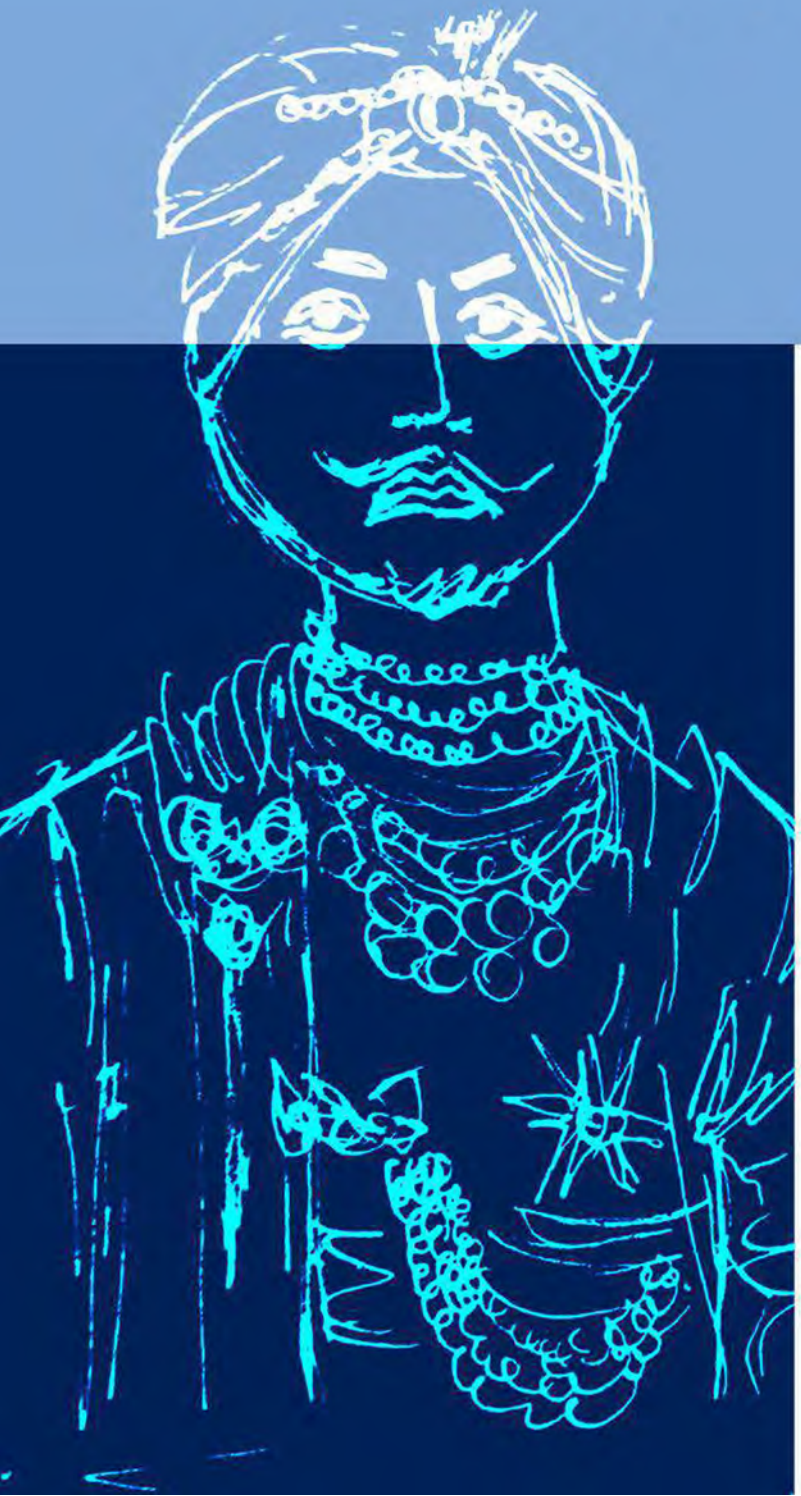

পটভূমি

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের ৪৮ শতাংশেরও বেশি এলাকা এবং জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ ছিল দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে গঠিত। স্বাধীনতার পরে এই রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্তানের অংশ হতে বা স্বাধীন থাকতে বলা হয়েছিল। ভারতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিনিময়ে তৎকালীন রাজাদের একটি প্রিভি পার্স প্রদান করা হয়েছিল।

প্রিভি পার্স বাতিল করার প্রস্তাব এবং শিরোনামের সরকারী স্বীকৃতি ১৯৭০ ০ সালে সংসদে আনা হয়েছিল। এটি লোকসভায় পাস হয়েছিল কিন্তু রাজ্যসভায় এক ভোটে পরাজিত হয়েছিল।

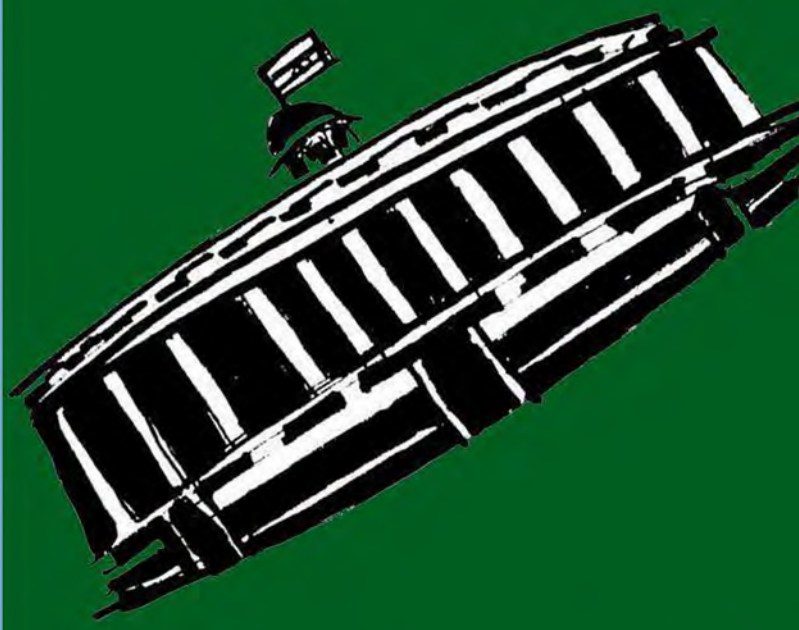

এর প্রায় কয়েক ঘণ্টা পরে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি সকল শাসকের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে একটি দলিল স্বাক্ষর করেন। এই আদেশ ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়, যেটা রাষ্ট্রপতির আদেশকে প্রশ্নের মুখে ফেলে এবং মাননীয় আদালতকে অনুরোধ জানানো হয় যাতে প্রিভি পার্সেসকে বাতিল করার প্রজ্ঞাপন "অকার্যকর" হিসেবে গণ্য করা হয়।

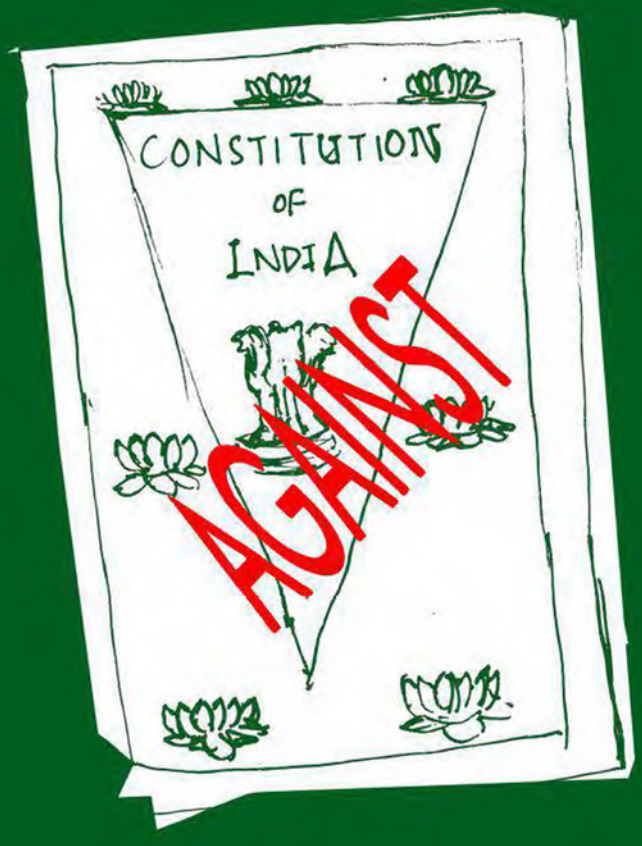

আবেদনকারী জানায় যে প্রিভি পার্সেসকে বাতিল করার প্রজ্ঞাপন তাদের সম্পত্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। সরকার "বিশ্বস্ত দায়িত্ব" নীতি লঙ্ঘন করেছে।

বিচার্য বিষয়

- রাষ্ট্রপতির আদেশ বৈধ কিনা?
- সরকার কী তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে কাজ করেছে এবং এবং এটি অনুচ্ছেদ ৩৬৩ এর অধীনে মাননীয় আদালতকে " ত্রান" প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে কিনা।

বিচার

ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে কোনো সার্বভৌমত্ব থাকতে পারেনা,এবং শাসকরা আজ আগের মতো ক্ষমতাবান নয়, তারা অন্যান্য নাগরিকদের মতোই ভারতীয় নাগরিক। যদিও তাদের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা এবং প্রিভি পার্স রয়েছে। এটি ভারতীয় ইতিহাসে একটি দুর্ঘটনা এবং তাদের অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই সাংবিধানিক এবং অন্যান্য আইনের অধীনে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যেটা সার্বভৌমত্বের "নেবুলাউস " মতবাদকে আহ্বান করবেনা।

রাষ্ট্রপতির দেওয়া আদেশ এর বিষয় কথা বলতে গিয়ে আদালত জানান যে সেই আদেশ ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম বিরুদ্ধ এবং এই মামলায় সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে অস্বীকার করেছে। নির্বাহী কর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সংবিধান সংশোধন করতে পারেনা। সংসদের কথা অমান্য করে অনুচ্ছেদ ২৯১,৩৬২ এবং ৩৬৬(২২) অপসারণ করার যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে সেটা আইনানুগ বিচার নীতির বিরুদ্ধ।

সংবিধানের আধিপত্য বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আদালত জানিয়েছেন যে "রাষ্ট্রপতির সংবিধানকে অতিক্রান্ত করে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই যেটা তিনি নাগরিকদের পক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির সংবিধান থেকেই সমস্ত ক্ষমতা উত্থাপিত হয়"।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাষ্ট্র

মনু/এস.সি./০৪৪৫/৭৯৭৩

তথ্যসমূহ

স্বামী শ্রী এইচ.এইচ কেশবানন্দ ভারতী, "এডনিয়ার মুট" এর প্রধান, কেরল সরকারের ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইনের উপর সীমাবদ্ধতা যোগ করার চ্যালেঞ্জ করেন। প্রধানত, জমি সংশোধন আইনের আওতায় ধর্মীয় জমির পরিচালনা করার অধিকারের জন্যে আর্টিকেল ২৬ অধীনে একটি আবেদন জমা করেন তিনি।

১৯৭১-৭২ সালে সংবিধানটি সংশোধিত হয় এবং এর ফলে নবম তালিকায় নিম্নলিখিত আইনগুলি যোগ করা হয়েছেঃ

- কেরল ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (কেরল আইন ৩৫, ১৯৬৯ এর সংশোধন)।
- কেরল ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন, ১৯৭১ (কেরল আইন ২৫, ১৯৭১ এর সংশোধন)।

তারপর আবেদনকারী সংবিধানিক সংশোধনের বিরুদ্ধে আরও অন্য ধারাতে কে মামলা দায়ের করেন সংশোধনগুলি কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য।

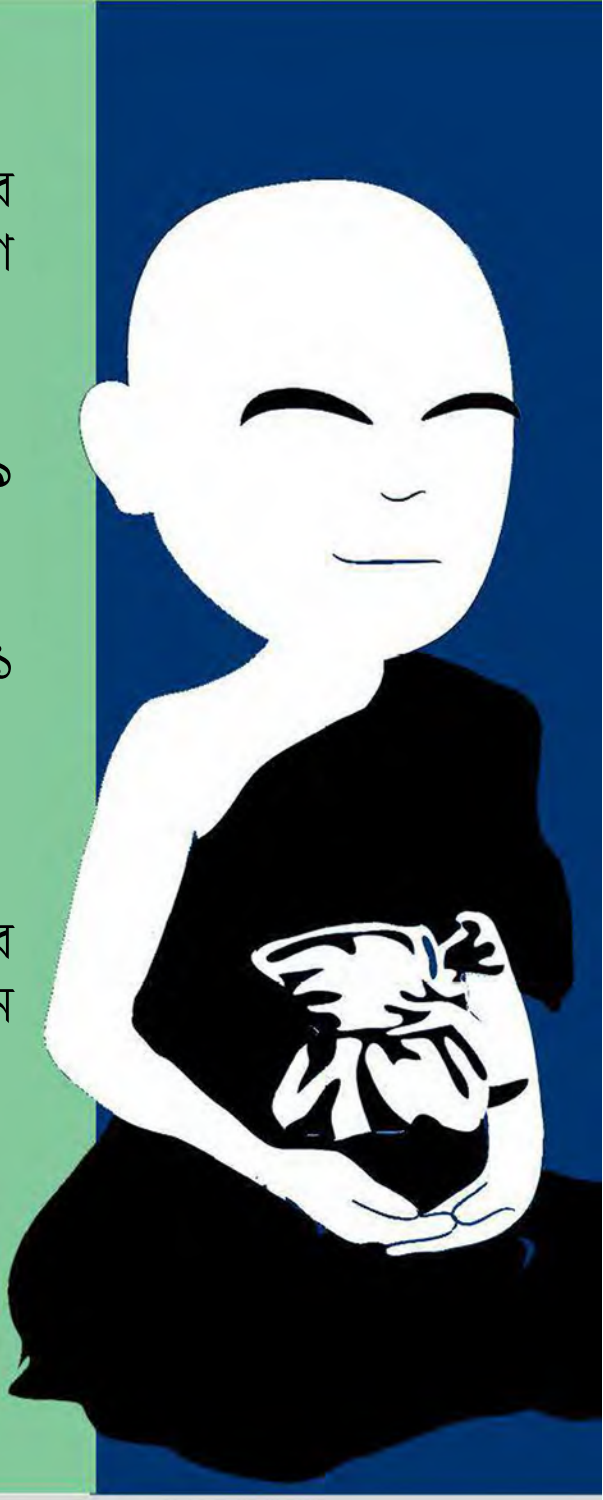

আইনের প্রশ্ন

সংবিধানের ধারা ৩৬৮ দ্বারা প্রদত্ত সংশোধনী ক্ষমতার কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা, সংবিধানিক ধারার ১৩ (২) র মাধ্যমে জানা যায় (এ ধারা রাষ্ট্রকে কোনও আইন তৈরি করতে বাধা প্রদান করে যা অধিবাসী দের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষতি করতে পারে)।

বিচার

সুপ্রিম কোর্ট গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র মামলার রায় পর্যালোচনা করে এবং ২৪তম, ২৫তম, ২৬তম এবং ২৯তম সংশোধনীগুলির বৈধতা পর্যালোচনা করে। মামলাটি একটি সংবিধানিক বেঞ্চের ১৩জন বিচারকগনের দ্বারা শুনানি হয়। একটি তীব্র ভাবে বিভক্ত রায়ে, ৭-৬ অংশে, আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে সংসদ ভবনের কাছে "প্রশাসনিক" ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এমন ক্ষমতা নেই যে সংবিধানের মৌলিক উপাদান গুলিকে বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করা যায়।

- সুপ্রিম কোর্ট গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র মামলার রায় পর্যালোচনা করে এবং ২৪তম, ২৫তম, ২৬তম এবং ২৯তম সংশোধনীগুলির বৈধতা পর্যালোচনা করে। মামলাটি একটি সংবিধানিক বেঞ্চের ১৩জন বিচারকগনের দ্বারা শুনানি হয়। একটি তীব্র ভাবে বিভক্ত রায়ে, ৭-৬ অংশে, আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে সৎসদ ভবনের কাছে "প্রশাসনিক" ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এই ক্ষমতা নেই যে সংবিধানের মৌলিক উপাদান গুলিকে বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করা যায়।

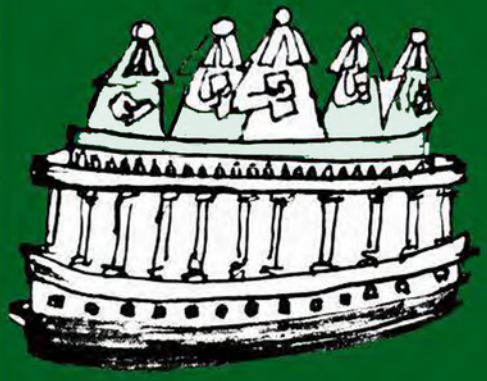

- গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র, এয়ার ১৯৬৭ এস.সি. ১৬৪৩ (যেখানে ঘোষণা হয়েছিল যে মৌলিক অধিকারগুলি পার্লামেন্টের সংশোধনী ক্ষমতার বাইরে থাকে) র রায় পরিবর্তন করা হয়েছিল। সংবিধান (চব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১ (যা পার্লামেন্টের কাছে সংবিধানের যে কোনও অংশ সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করে) কে বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। সংশোধিত রূপে সংস্থান ৩৬৮ বৈধ ছিল, কিন্তু এটি পার্লামেন্টের কাছে কোনও ক্ষমতা প্রদান করেনি যে সংবিধানের মৌলিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোকে পরিবর্তন করা যাবে। তবে, আদালত কোনও পূর্ণব্যাখ্যার মাধ্যমে জানায় নি যে মৌলিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বোঝায়, একইভাবে কিছু বিচারকরা কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন। সংশোধনী আইন ৩১সি-র সাংবিধানিক অবৈধতা ঘোষণা হয়েছিল।

এইচ আর খান্না, বিচারপতি:

"সংবিধান একটি গেট নয়, বরং একটি পথ। সংবিধানের নিম্নলিখিত প্রস্তুতকরণের মধ্যে বোধগম্য যে জিনিসগুলি স্থান থামা নয়, বরং চলতে থাকে, জীবনের একটি প্রগতিশীল জাতির, যেমন একজন ব্যক্তি স্থানমত স্থায়ী এবং বন্ধনগ্রস্ত নয়, বরং গতিশীল এবং চটকপূর্ণ। একটি সংবিধান তাহলে প্রশাসনের কাজে প্রয়োগ এবং পরীক্ষার জন্য যথার্থ সুযোগ ব্যবস্থা করতে পারে। একটি সংবিধান, এটি কল্পিত ভাষাব্যাকরণের জন্য নয়, বরং জনগণের জীবনের আদেশ সাধনের মাধ্যম।"

এস.এম. সিকরি, প্রধান বিচারপতি মো:

"সংবিধানের প্রতিটি বিধান সংশোধন করা যাতে সংসদের মৌলিক বিভাগ এবং গঠন যথেষ্ট থাকূ সম্ভব। মৌলিক গঠন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পরিস্ত্রিত করা যেতে পারে:

• সংবিধানের প্রধানতা;
• গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রিক সরকারের গঠন;
• ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সুচনা;
• সংসদ, কার্যপালিকা এবং বিচারবিভাগ মধ্যে বিভাজন;
• সংবিধানের ফেডারেল স্বরূপ।

উপরোক্ত গঠনটি মৌলিক ভিত্তি উপর নির্মিত, অর্থাৎ ব্যক্তির মর্যাদা এবং স্বাধীনতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোনও সংশোধনের মাধ্যমে নষ্ট করা যায় না।"

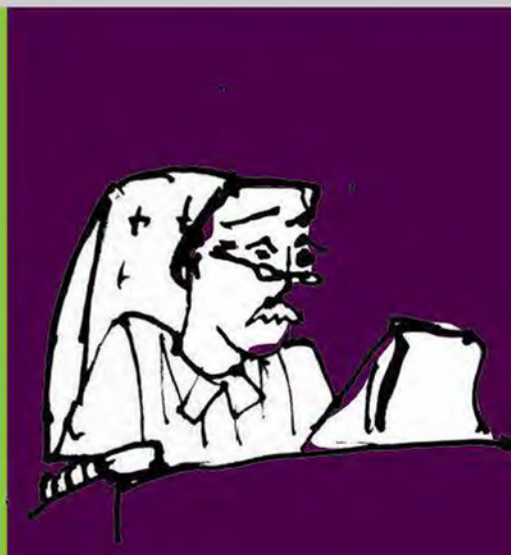

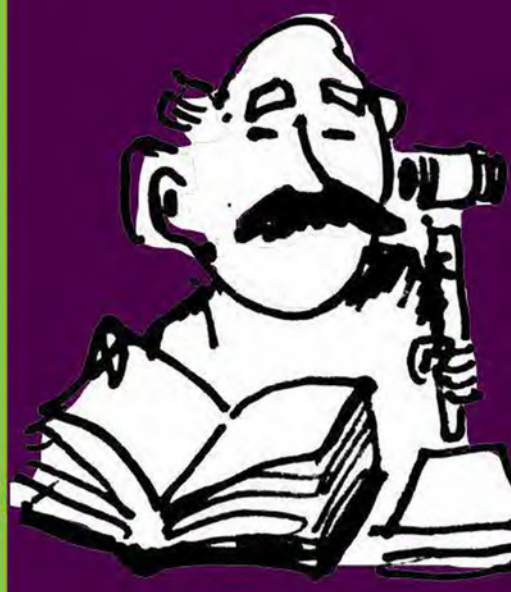

এডিগা আনাম্মা
বনাম
অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য

মনু/এস.সি./০৭২৮/৭৯৭৪

তথ্য

এই মামলায় আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এক নারী ও তার শিশু হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

স্বীকৃত তথ্য অনুসারে, আপীলকারীর একজন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল যিনি মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের সাথে জড়িত ছিলেন।

বিষয়টি জানতে পেরে আপিলকারী ওই নারী ও তার মেয়েকে হত্যা করেন। ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, যা পরবর্তীতে অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টে একটি ফৌজদারি আপিল করা হয়েছিল।

আইনের প্রশ্ন

বর্তমান মামলায় প্রশ্নটি ছিল নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে এবং মামলা সংক্রান্ত কোনো সাধারণ সামাজিক চাপ কম শাস্তির পক্ষে ছিল কিনা।

অনুষ্ঠিত/ বিচার

আপিলকারীর সাজা বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত বলেছে যে যে কোনো শাস্তির সংস্কারমূলক এবং প্রতিরোধমূলক ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দোষী ব্যক্তি সম্পর্কিত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কারণগুলি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করে, আদালত স্বীকার করেছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আরও মানবিক শাস্তি।

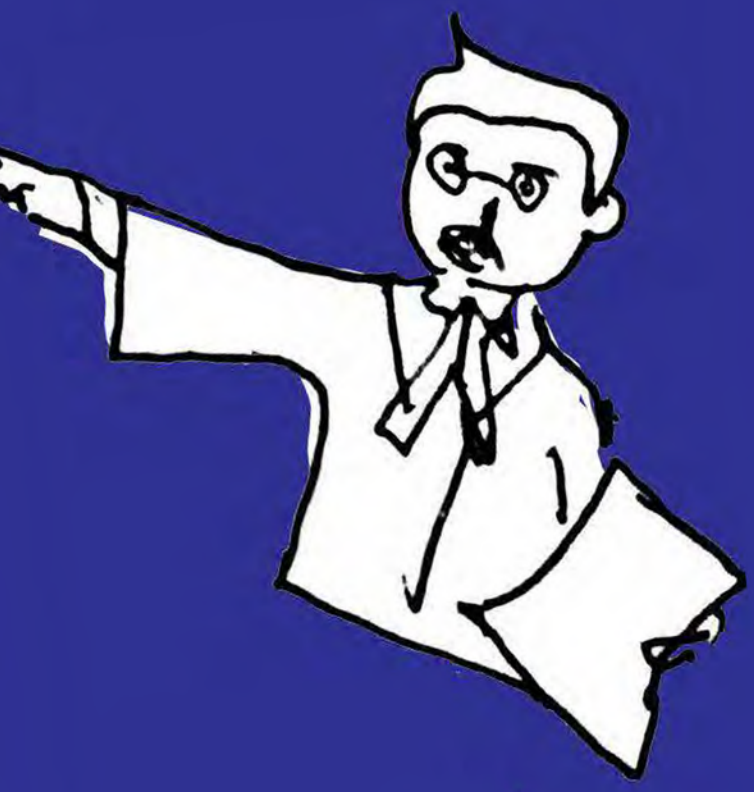

প্রশমনের কারণগুলি, সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হবে:

• অভিযুক্ত ব্যক্তি খুব অল্প বয়স্ক বা খুব বৃদ্ধ কিনা।

• অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্থ-সামাজিক, মানসিক বাধ্যবাধকতার অধীনে কাজ করেছে, যা আইনগত ব্যতিক্রমকে আকর্ষণ করে না বা অপরাধটিকে একটি ছোট অপরাধে রূপান্তরিত করে না।

• কেস সম্পর্কিত কোনো সাধারণ সামাজিক চাপ কম শাস্তির পক্ষে ছিল কিনা।

• সহ-অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কম সাজা দেওয়া হয়েছে কিনা

•অভিযুক্ত ব্যক্তি প্ররোচনায় এবং পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ কাজ করেছিল কিনা।

বর্তমান মামলায়, আদালত আপীলকারীর লিঙ্গ এবং তরুণ বয়সকে প্রশমনকারী পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং এই সত্যটি যে তিনি একটি অল্প বয়স্ক ছেলের মা ছিলেন এবং তাকে তার দাম্পত্য বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আদালত বলেছিল যে, এই কারণগুলি পৃথকভাবে সিদ্ধান্তহীন ছিল, যখন একসাথে বিবেচনা করা হয়, তখন উচ আদালত মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্তন করার আদেশ করেন। আদালত আপিলকারীর মৃত্যুদণ্ড কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করেন।

manupatra®

JUSTICE adda

শ্রীমতি ইন্দিরা নেহেরু গান্ধী
বনাম
শ্রী রাজ নারায়ণ

মনু/এস.সি./০৩০৪/৭৯৭৫

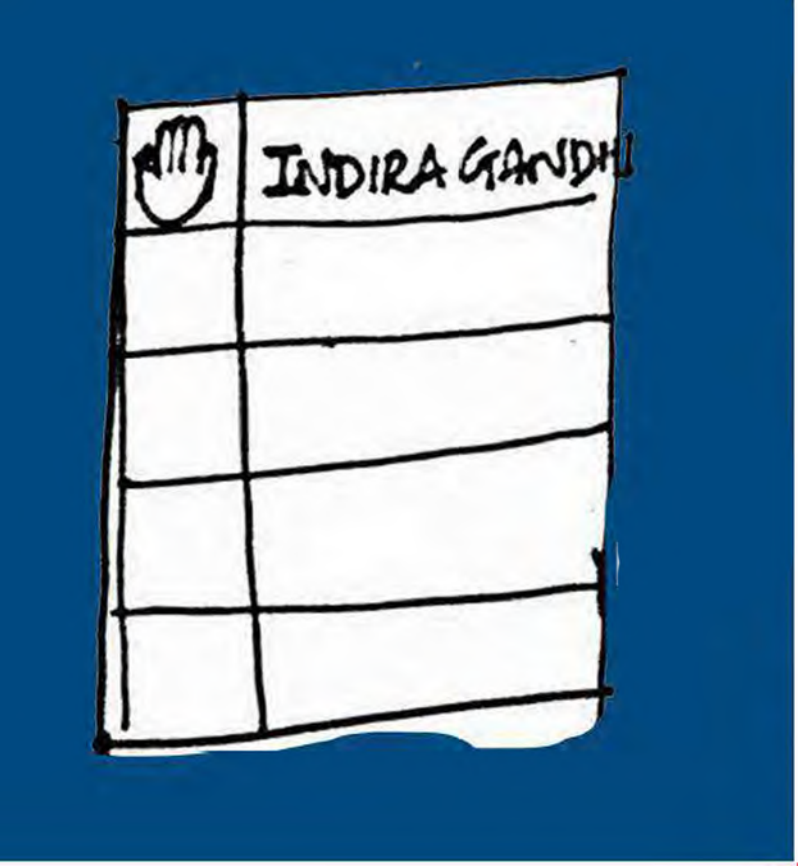

তথ্য

এই মামলাটি এলাহাবাদ হাইকোর্টের শ্রীমতিকে অবৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল সংক্রান্ত। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই সময়ে, সংসদ ৩৯ তম সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করে, যা ভারতের সংবিধানে একটি নতুন ৩২৯ত্র ধারা যুক্ত করে।

অনুচ্ছেদ ৩২৯ ত্র (অনুচ্ছেদ ৪) বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকার নির্বাচনকে দেশের কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। বরং এটি সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটির সামনে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।

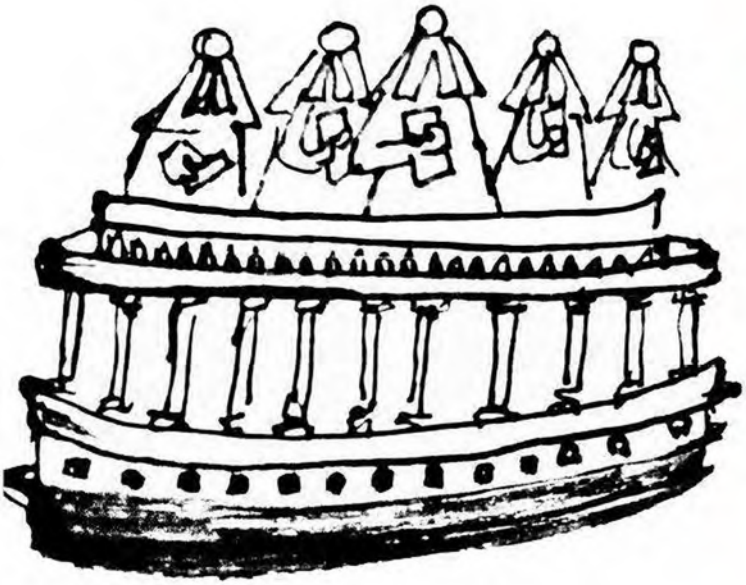

আইনের প্রশ্ন

মামলার সাথে জড়িত মূল প্রশ্নটি ছিল ৩২৯ ত্র ধারার ৪ অনুচ্ছেদটি বৈধতা। প্রশ্ন ছিল উল্লিখিত অনুচ্ছেদের ধারা (৪) সংবিধানে কল্পনা করা সমতার নীতি লঙ্ঘন করছে কিনা। এবং এই ধারা বিচারিক পর্যালোচনা ধ্বংস করেছে কিনা।

বিচার

এই ধারাটি আদালতের দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল যে এটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন লঙ্ঘন করেছে যা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো গঠনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনী বিরোধে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বাদ দেওয়ার ফলে মৌলিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুপ্রিম কোর্ট ৩২৯ত্র ধারার ৪ অনুচ্ছেদটি অসাংবিধানিক এবং অকার্যকর ছিল এই ভিত্তিতে যে এটি একটি সম্পূর্ণরূপে - অনুচ্ছেদ ৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত সমতার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। আদালতের মতে এই বিধানগুলি স্বেচ্ছাচারী ছিল এবং গণনা করা হয়েছিল। আইনের শাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করা।

বিচারপতি এইচ আর খান্না বলেছেন, গণতন্ত্র হল ..._ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো এবং এতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা লঙ্ঘন করা যাবে না।

এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট, কেশবানন্দের মামলায় দেওয়া মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকায় 'মৌলিক বৈশিষ্ট্য' হিসাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করেছে।

- আইনের ভূমিকা
- গণতন্ত্র, যার অর্থ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন
- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা
- ৩২ ধারার অধীনে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার।

manupatra®

JUSTICE adda

মানেকা গান্ধি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি./০১৩৩/৭৯৭৮

মানেকা গান্ধি কে অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, দিল্লী পত্র পাঠিয়েছিলেন যে তাকে সাত দিনের মধ্যে তাঁর পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। চিঠিতে বর্ণিত রয়েছিল যে ভারত সরকার জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে তাঁর পাসপোর্ট সংযম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এরপর মানেকা গান্ধি অনুরোধ করেছিলেন যাতে অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসার তাঁর পাসপোর্ট সংযম করার কারণ এবং 'কারণের বিবরণ' জানান। তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা বলা হয়েছিল যে কারণের বিবরণ জারি করা হয়না। তারপরে তিনি সংবিধানের ধারা ৩২ অধীনে সংবিধানকে বিরোধ করে একটি রিট পিটিশন জমা দিলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন যে সেই আদেশটি সংবিধানের ধারা ২১ কে লঙ্ঘন করেছে।

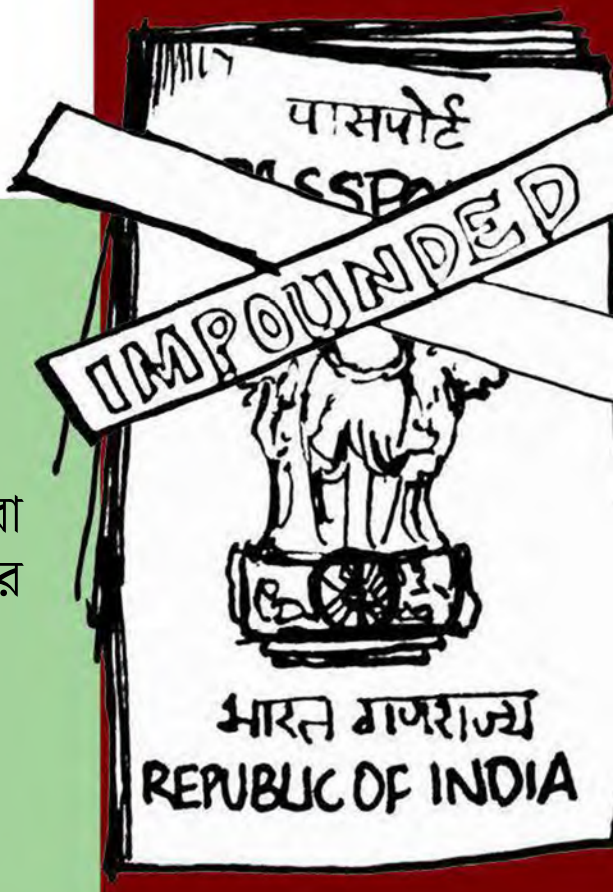

আইনের প্রশ্ন

- বিদেশ যাওয়ার অধিকারটি সংবিধানের ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় কি?

- পাসপোর্ট আইনটি কি সংবিধানের ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত অধিকার থেকে একটি 'পদ্ধতি' নির্ধারণ করে?

- পাসপোর্ট আইনের ধারা ১০ (৩) (সি) কি সংবিধানের ধারা ১৪, ১৯ (১) (এ) এবং ২১ লঙ্ঘন করে?

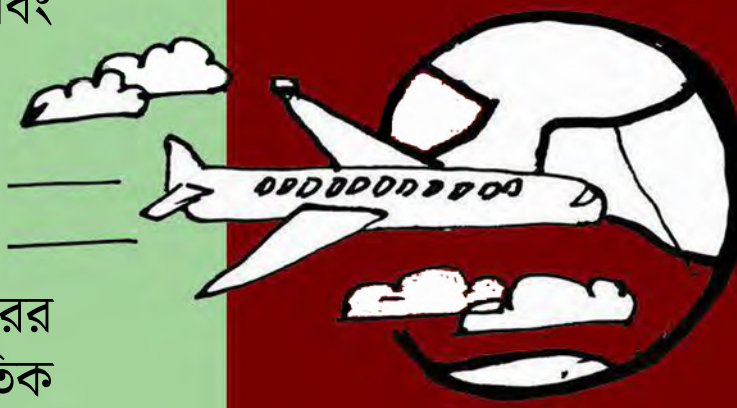

- অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসারের অভিযোগমূলক আদেশটি প্রাকৃতিক ন্যায্যতার নীতিকে লঙ্ঘন করে কি?

বিচার

ব্যক্তিদের জীবন ও স্বাধীনতা হারানোর পদ্ধতি উচিত , ন্যায্য এবং যথাযথ হওয়া উচিত। আদালত বিচার করে বলেছে: "আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি ন্যায্য, যথাযথ এবং যথেষ্ট হয়া উচিত কিন্তু , অপ্রবণ বা অচিন্তনীয় হয়া উচিত নয়। আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি যদি সংবিধানের ধারা ২১ দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত করে তবে তার বিচার করা হবে আইনটির উদ্দেশ্য অনুযায়ী, কোনো বিমূর্ততা অনুযায়ী নয়।

তাই এই মামলায় আদালত বিচার করেছে যে, বিদেশে যাওয়ার অধিকারটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত এবং তাই সংবিধানের ধারা ২১ এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার

পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭ এর ধারা ১০ (৩) (সি) সংক্রান্তে, অনুযায়ী: "যদি পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ ভারতের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা, ভারতের নিরাপত্তা, ভারতের বিদেশী দেশের সাথে মিত্রতা, বা সাধারণ জনগণের সর্বাধিকারের হিতের দ্বিপক্ষে প্রয়োজন মনে করে, তবে আদালত নিশ্চিত করেছে যে এটি সঠিক ।

পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কারণগুলি জানানোর অসমর্থতা প্রদর্শনের সম্পর্কে আদালত বিচার করেছে যে, যদি সেই কারণগুলি বিচারিক পরিক্ষার থেকে দূরে রাখার জন্য মাত্র সেই ক্রমটি অনুমোদন করা হয়, তবে আইন সেই ক্রমটি অনুমোদন করতে পারবে

আদালত বিচার করেছে যে, পাসপোর্ট আইনের ধারা ১০(৩) (সি) বৈধ। তবে, বিবেচনা করা উচিত যে এটির অধীনে প্রদেয় আদেশটি কোনো মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন করছে কিনা। যদি প্রশাসনিক আদেশটি বাণিজ্যিক মতামত এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা সংকোচনের ক্ষ্যএ তে প্রযোজ্য হয়, তবে ঐ আদেশটি বৈধ থাকবে না।

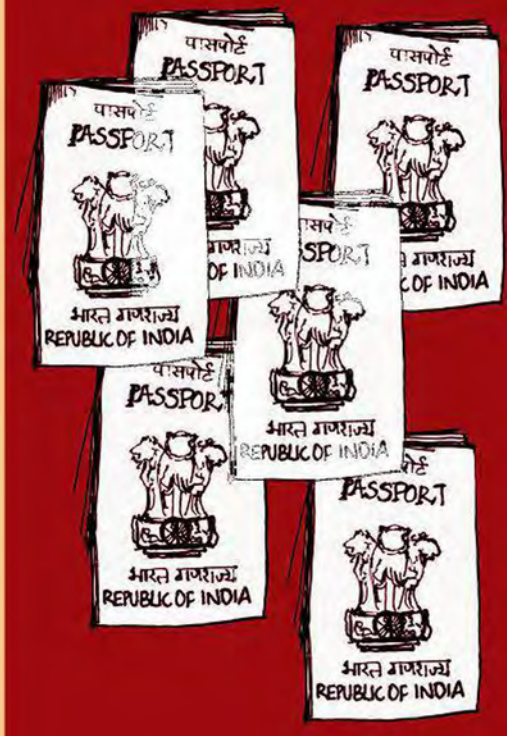

আদালত সংবিধানের ধারা ২১, ১৯ এবং ১৪ এর মধ্যবর্তীতা স্বীকার করেছে এবং ধারা ২১ যে ধারা ১৯ ব্যতীত করেনা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংকোচনের পদ্ধতিবিধান নির্ধারণ করাকেত্ত
ধারা ১৯ এবং ১৪ এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

নন্দিনী সৎপথী বনাম পিএল দানি

মনু/এস.সি./০৭৩৯/৭৯৭৮

মামলার তথ্যসমূহ

ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথির ক্ষেত্রে, তাকে একটি ভ্রমণের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল কটাকের পুলিশের সামর্থ্য মামলার সাথে সম্পর্কিত। তাকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার অভিযুক্ত অনগণ্য সম্পদের অর্জন সম্পর্কে। এরপর তিনি সংবিধানের ধারা ২০(৩) এর অধীন তার অধিকার ব্যবহার করে এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অবসান করেন।

ধারা ২০(৩) একটি অপরাধে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তি কে নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অস্বীকারে, উপ-সুপ্রিয়ন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ তার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ দায়িত্ব করেন যে সরকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুমতি অনুমোদিত করতে অস্বীকার করেছেন, যা ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা ১৭৯ এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি এক ম্যাজিস্ট্রেটের সমর্থনে তার প্রদর্শনী প্রস্তাবনা সম্পর্কে সপ্তাহে অ্যাপিল করেন, বলে যে ধারা ২০(৩) এবং দণ্ড প্রক্রিয়া আইনের ধারা ১৬১(২) এর আওতা তার সীমাবদ্ধতা (যা তাকে অপরাধের অবহিত করতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই) তার প্রতি পর্যাপ্ত ছিল। হাই কোর্টের অস্বীকার করার পর, তিনি সুপ্রিম আদালতে অভিযান করেন

আইনি প্রশ্নগুলি

- ভারতের সংবিধানে ধারা ২০(৩) এর সীমা এবং অর্থ কি সংক্ষেপে বলা যায় যা অভিযুক্ত এবং "নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাক্ষী হওয়া" পদার্থের সম্পর্কে?
- দণ্ড প্রক্রিয়া আইনের ধারা ১৬১(২) এর অর্থ এবং ব্যাপ্তি কী?
- ধারা ১৭৯ আইপিসির ক্ষেত্রে মেনস রিয়া কি এবং যদি হয়, তার সুস্পষ্ট প্রকৃতি কী? কি করে কেবল একটি সন্দেহ যে কোনও উত্তরে অভিযুক্তকে আপরাধিক আক্রমণ থাকতে পারে বা এটি ক্রিয়াশীল করতে পারে?

বিচার

আদালত আইন ধারা ২০(৩) এর ব্যাপ্তির একটি খুবই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, এটি কেবলমাত্র আদালতের পদ্ধতি নয়, বরং তদন্তের পর্যায়েও প্রযোজ্য।

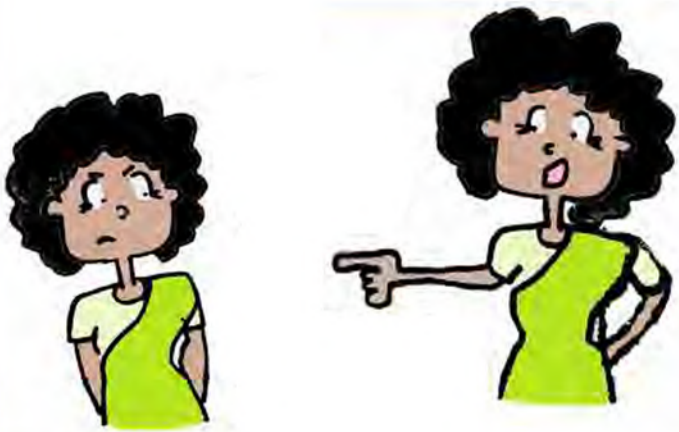

নিজেকে "অপরাধের অভিযুক্ত" এর বিরুদ্ধে আপনি আত্ম-সাক্ষীকরণ নিষিদ্ধকরণের ব্যান কেবল আপরাধের প্রতি "সন্দেহ" নেওয়া নয়, বরং অন্যান্য অপরাধের প্রতি যেখানে অভিযুক্তের উত্তর থেকে তার আপরাধিক আক্রমণের প্রতি "সাম্প্রদায়িক অনুমান" থাকে, তার প্রতি "সন্দেহ" নেওয়া নেওয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তাদের চাপের মুখে অস্বেচ্ছা স্ব-অভিয়োক্তির বিরুদ্ধে আদালত ধারা ২০(৩) এর প্রতি সতর্কবার্তা জারি করে। তারা বিধি অনুসারে "বাধ্যকারী সাক্ষ্য" বলের অর্থ দশনীয় হিসেবে প্রমাণ প্রাপ্ত করেন, যা শারীরিক ধামকি এবং সাংস্কৃতিক দমন, পরিবেশের চাপ, পরিবেশনামূলক করণ, ক্লিষ্ট তত্ত্বাবধান প্রস্তাবনা, দৃঢ় এবং ভীতিকর পদ্ধতি প্রাপ্ত করতে পারে।

আদালত এছাড়াও মনে করে, উত্তর দেওয়ার অস্বীকারের ফলে আইনি বিপত্তি অনুসরণ করা, বা সত্য উত্তর দেওয়ার পর আদালত প্রযোজ্য নয়, এটি ধারা ২০(৩) এর প্রয়োজনের অর্থে বাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

আদালত সুপ্রিম আদালতের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে প্রস্তাবনা করে যে, তদন্তের প্রক্রিয়া মধ্যে একজন ব্যাপার্টনির উপস্থিতি হলে তার স্ব-অভিয়োক্তির সমস্যার সমাধান হিসেবে। এটি গোপনীয়তা বা বাধ্যকরণের মাধ্যমে অর্জিত স্ব-অভিয়োক্তির সমাধানের জন্য মনোনিবেশ করা হয়।

"মেনস রিয়া" আইপিসির ধারা ১৭৯ এর প্রয়োজনীয় উপাদান (যেখানে সরকারী কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তর অস্বীকার করা)। যদিও তার আওতায় অপরাধ তৈরি করা যায় না যদি সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে অভিয়োগের আপরাধিকতা সম্পর্কে অনুমান থাকে, কিন্তু একজন অভিযুক্ত অস্বীকার করতে পারেন যখন অসার্থক এবং অস্পষ্ট অনুমান এবং সম্ভাবনা থাকে। আদালত সতর্ক করেন যে একজন অভিযুক্তকে যেখানে পরিবহন করার সুদূর প্রবণতা নেই, তার উত্তর দেওয়ার বাধ্যতা আছে।

হুসেইনারা খাতুন
বনাম
হোম সচিব, বিহার রাজ্য

মনু/এস.সি./০৭১৯ /১৯৭৯
মনু/এস.সি./০৭২১/১৯৭৯

প্রাক্রিয়ামূলক জেলায় ধারাবহি

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত হয় যে বিহারের কারাগার গুলি তে এমন অনেক সংখ্যক পুরুষ, মহিলা এবং শিশু বাস করে চলছিল যদের সময়সীমা পার হয়ে গিয়েছিল।

আইনের প্রশ্ন

আইনের প্রশ্ন ছিল অভিযুক্তের মৌলিক অধিকার এবং রাজ্যের দায়িত্ব (আর্টিকেল 39) সম্পর্কে। । নাগরিকগণকে বিনামূল্যে আইনি সেবা না দেওয়া তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করা কি না ও তা
ভারতীয় সংবিধানের নিহিত আর্টিকেল ২১-এ স্থাপিত কি না , তার বিচার করা।

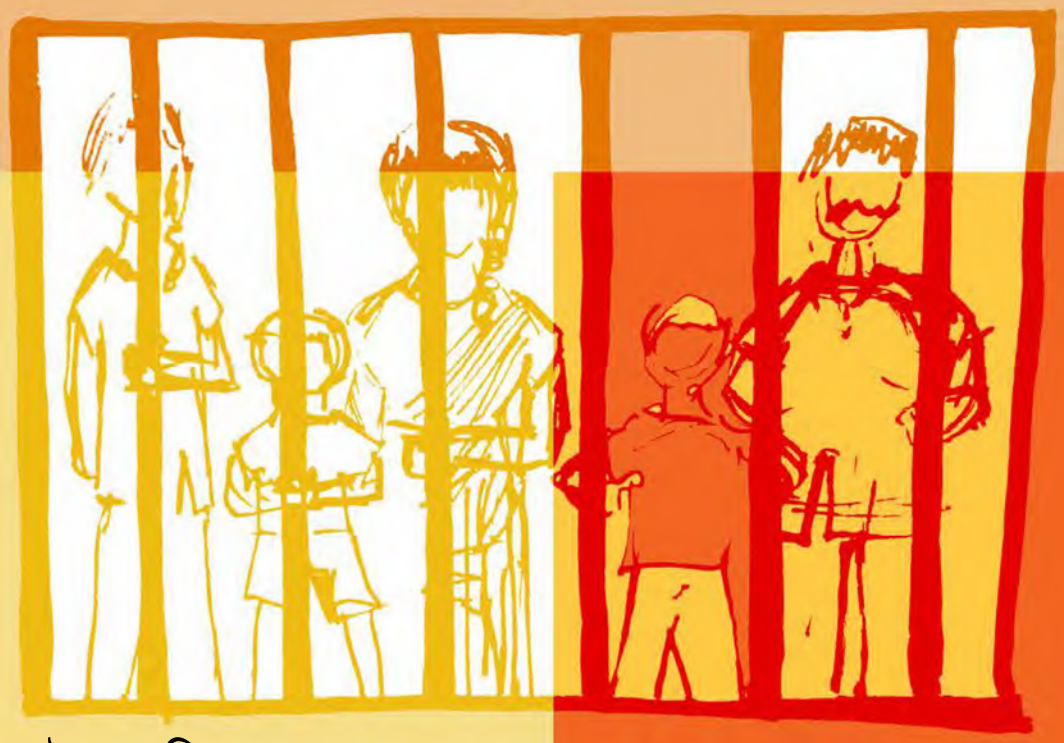

বিচার

আদালত অনুসারে, এই ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভ হওয়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে জেলায় রাখা মানবাধিকারের কোলবংশের একটি গম্ভীর লঙ্ঘনে পরিণত হয়েছিল।

আদালত পৃথিবীজুড়ের কনীয় এবং দারিদ্রবর্জ্য প্রতি কাজ করা আইনি এবং বিচারিক সিস্টেম পেশাদার করেছিল। এটি ভিন্ন করে ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিস্থিতির জন্য একটি পুনঃরচনা করার জন্য একটি ডাক দিয়েছিল।

বেল বন্ডে

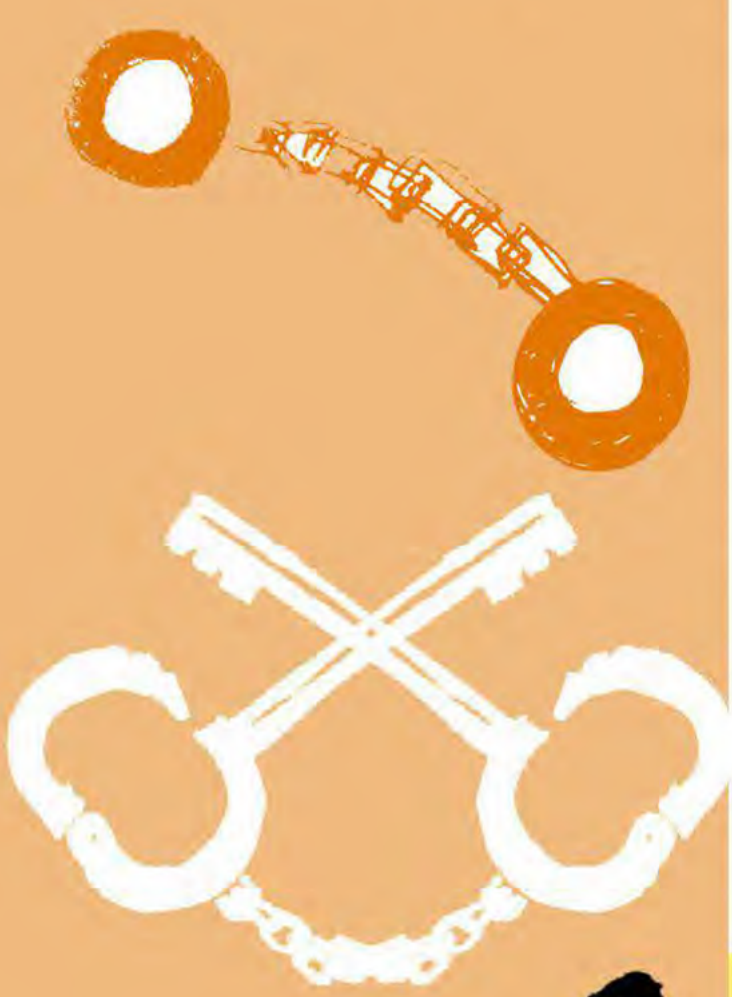

কটি অত্যন্ত অসন্তোষজনক বেল সিস্টেম দেখা গিয়েছিল যা দরিদ্রদের জন্য ন্যায্যের সাপেক্ষে পরিচোধের বাইরে রেখে দিতে দায়বদ্ধ ছিল। এই সিস্টেমটি দরিদ্র জনগণের উপর অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং এটি শুধুমাত্র ধনীদের সুবিধার জন্য কাজ করতো। মহাকার্যকরেরা সরকার দ্বারা নির্ধারণ করা মোট পরিমাণ প্রদান করার কারণে দরিদ্ররা তাদের মুক্তি নিতে পারতো না।

আদালতটি একটি ডাক দিয়েছিল প্রাক্রিয়ামূলক মুক্তির প্রাচীর প্রথা পরিত্যাগ করার জন্য বলে। আদালতটি এটি পূর্ণভাবে সংস্কার করা উচিত বলে কয়েকটি ব্যক্তিগত বাধা ছাড়া বেলের মাধ্যমে বোন্ডে বেল সমর্থন করলো যা মুদ্রায় করনীয়।

"বর্তমানে যেভাবে এটি চালিত হচ্ছে, এটি দরিদ্রদের জন্য একটি মহাকঠিন অসুবিধা এবং যদি আমরা সত্যিই দারিদ্র্যের ক্ষতির দুষ্প্রভাব উপেক্ষা করতে এবং দরিদ্রের সাথে ন্যায্য এবং সত্যিকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই, তবে দরিদ্রদের জন্য প্রাক্রিয়ামূলক মুক্তি সম্পর্কে এটি প্রয়োজন যে সত্যিই মুক্তি হাস্যকর হতে হবে যাতে সত্যে ধন্যবাদ প্রদান করা হতে পারে।"

ON SPEEDY TRIALS

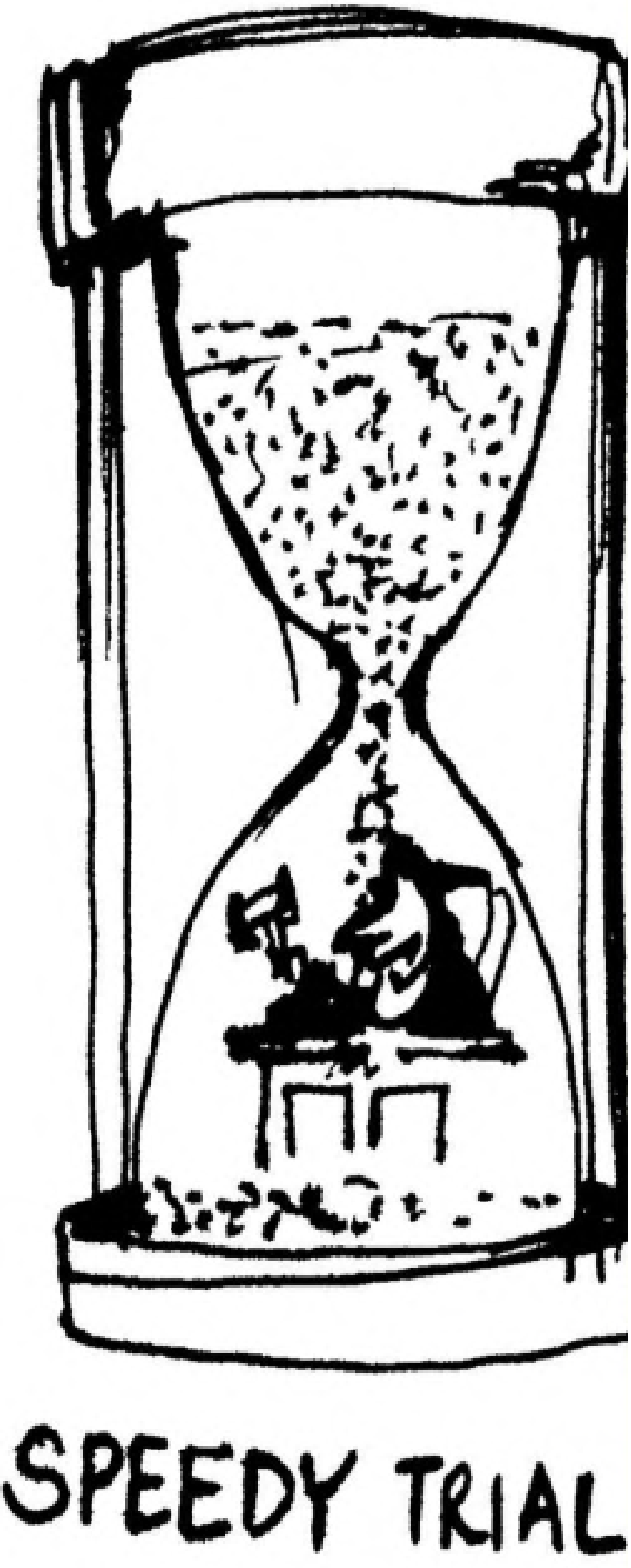

আদালত অনুসারে, রাষ্ট্রটির দায়িত্ব ছিল অভিযুক্তের মৌলিক অধিকারগুলি নিখোঁজ প্রক্রিয়ায় বর্তমানে অবস্থিত আবশ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কোর্টগুলি স্থাপন করা, গবেষণামূলক যানবাহন দৃঢ়তা প্রদান করা, আরও বিচারক নিযুক্ত করা ইত্যাদি। একটি সম্পূর্ণ আইনি সেবা প্রোগ্রামের উপস্থাপনটি অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন। এমন একটি প্রোগ্রামটি দরিদ্রদেরকে বেল অর্জন বা তাদের দারিদ্র্যের জন্য একটি আইনজীব নিয়োগ করার সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখা হয়েছিল।

আদালতটি সংবিধানের ধারা ৩৯এ চেষ্টা করে,

"এটি সংবিধানিক অধিকার হলো প্রতিটি অভিযুক্ত ব্যক্তির যে সংলগ্ন একজন আইনজীব নিয়োগ করতে অসমর্থ এবং তাদের দারিদ্র্য, দরিদ্রতা বা অকযোগ্য অবস্থার কারণে আইনি সেবা নিতে অসমর্থ এবং যদি মামলার পরিস্থিতি এবং ন্যায্যের প্রয়োজন এমন হয়, তবে রাষ্ট্রটির অধীনে যদি বিচারজুরি এমন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন আইনজীব প্রদান করার জন্য জজ এমন অভিযুক্ত ব্যক্তিটি তা আবেগ না করে।"

উপরের বিচারণা ভিত্তিক, আদালতটি ভারতীয় এক্সপ্রেসের দুটি সংখ্যায় উল্লিখিত অধিযানীত অসীম বন্ধনবিহীন বন্ধনের জন্য নাগরিকের মুক্তি ঘোষণা করলো।

সুনীল বতরা বনাম দিল্লি প্রশাসন

মনু/এস.সি./০২৬৫/১৯৭৯

তথ্যসমূহ

এই প্রস্তুতির মধ্যে, একটি পত্র দ্বারা উত্তেজিত হয়ে একজন কারাগারিত সুনীল বতরা, তিহাড় কারাগারে আটকে আছেন, একজন ওয়ার্ডেন নামক করাগারিত অন্য কারাগারিত প্রেম চন্দের উপর ব্রুটাল ব্লিডিং ক্ষতি করতে হয়েছে।

আইনি প্রশ্ন

আদালতের প্রশ্ন ছিল কারাগারে বাসিন্দাদের মানবাধিকার এবং দণ্ডপ্রাপ্তির বিষয়ে প্রায়োজনীয় মৌলিক অধিকারের সাথে আদালত সম্প্রদায়ের কারাগারিত বাসিন্দাদের মৌলিক অধিকারগুলির বিস্তার।

সিদ্ধান্ত

আদালত হেবিয়াস কর্পাসের আইনী সীমাবদ্ধতা প্রশাসকদের দ্বারা অত্যধিকতার বিরুদ্ধে বাসিন্দার অধিকার স্বীকার করে। আদালত সম্পর্কের সক্রিয় কাজ সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়ে বলে তা বলেছে, "আদালত কেবল হুকের অমুক্ত একটি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান নয়, বরং প্রয়াসী প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের আশাকুলস্থলী হয়।"

বেঞ্চ কারাগারিতার স্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্থাপন করে।

আদালত, তার সিদ্ধান্তে ইউএন জেনারেল এসেম্বলি দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হওয়া "সব ব্যক্তিকে যত্ন করার সম্পর্কে ঘোষণা" উদ্ধৃত করে। (৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫ এর রেজোলিউশন ৩১৫২) এই সংবিধান বেঞ্চ কারাগারিতাদের মৌলিক অধিকার সমর্থন করে এবং বলে তা হয়:

কারাগারিতা ব্যক্তিত্ব?

হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রতিত্যাহারে উত্তর দেওয়ার অভিয়েক্ষা করলে জাতি এবং সংবিধান মানবতার সমারোপণ এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় বিবৃতি করে, যা এখন করাগারিতাদের অধিকারগুলি স্বীকার করে, এখানে আমাদের দেশ সাইন ম্যান করে যাত্রায়। বতরার মামলায়, এই আদালত হাত থেকে দূরে প্রবদ্ধ ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি বলা হয়েছে যে মৌলিক অধিকারগুলি কারাগারিতা প্রবেশ করার সাথে সাথে ব্যক্তি থেকে দূরে নয়, যারা কারাগারিতায় গড়ি পায় তারা ক্ষীণ হতে পারে। আমাদের সংবিধানিক সংস্কৃতি এখন কারাগারিতা বিচার এবং বিচার ক্ষেত্রের পক্ষে ক্রিস্টলাইজ হয়েছে।"

নির্দেশাবলী

কারাগার প্রশাসনের মানবীকরণ নিশ্চিত করার জন্য বিচারীকারী মহান গোষ্ঠী প্রকাশ করে যে প্রেম চন্দ কারাগার অধিকারীদের অবৈধভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে, সরকার এবং কারাগার কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত স্পষ্ট এবং বাধ্যবাধক নির্দেশ দেয়:

- **পর্বতারকিক বিচারী ভূমিকা:** জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সেশন জজ, হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাত্কার, দর্শন এবং গোপনীয় যোগাযোগের জন্য সমস্ত সুবিধায় প্রদান করা হবে এবং বিচারিক এই নির্ধারিত ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে ভিজিট করতে বাধ্য হয় এবং সম্বন্ধিত আদালতে ফলাফল তৈরি এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সংবেদনশীল অভিযোগের সাথে সংযুক্ত করা হবে।

- **আপত্তি নিবন্ধন:** সমস্ত কারাগারিতাদের অ্যাক্সেস প্রদান করার জন্য আপত্তি জমা রাখার জন্য আপত্তি জমা রাখার জন্য রক্ষা করা হবে। এই বক্সগুলি অনেক সময় খোলা হবে এবং উপযুক্ত ক্রিয়া গ্রহণের জন্য বিচারিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

- **বিচারীকারী মধ্যস্থতা:** ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেশন জজদের নিজস্বভাবে জেলা দর্শন করতে হবে, দ্রুত পূর্ববর্তী জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ আদালতে যথাযথ মামলায় রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে এবং প্রয়োজনে, হেবিয়াস ক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

- **বিচারীকারী মূল্যায়ন:** সংক্রান্ত সেশন জজের মূল্যায়ন ছাড়াও কোনও একাকী বা শাস্তিকর কেল, কঠিন শ্রম বা আহারের পরিবর্তন করা হবে না, কোনও অন্যান্য শাস্তি বা সুবিধা এবং সুবিধাগুলির প্রত্যাখ্যান বা অভাব করা হবে না, কোনও অন্যান্য কারাগারে অবস্থান করার জন্য শাস্তিগত প্রতিবন্ধকগুলি প্রয়োজনীয়তা হয় তাদের মূল্যায়ন বিচারক করতে হবে।

এছাড়াও, বিচারক পরিষদ নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক পরামর্শ প্রদান করেঃ

- কারাগার প্রশাসনের অধিকারীদের জন্য রাজ্যের দক্ষতা অনুসরণ করতে উত্তেজনামূলক-সম্প্রদায় সুসংঘটন এবং শান্তিসুলভ পরিচালনা উপস্থাপন করার জন্য একটি সংশোধিত-সম্প্রদায় অভিযান প্রয়োজনীয় বিচারকর্মীর মূল্যায়ন ও উপায়ের সাথে।

- বিশ্বব্যাপী সমন্বয় রুলের মানদণ্ড প্রকাশ করার জন্য রাজ্যের পক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, স্পষ্টভাবে চাকরি এবং মজুরি, গরিমার সাথে ব্যবহার, গরিমার সাথে ব্যবহার, সম্প্রদায়ের যোগাযোগ এবং শাস্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবনাসমূহ।

- সংবিধানিক মূল্যাঙ্কন, চিকিত্সাৎমধ্যে আগত পদ্ধতি এবং তাণ্ডব-মুক্ত পরিচালনায় জেলা কর্মকর্তাদের জন্য শাস্তি-সম্প্রদায় সেরকম অনুশাসনমুক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্স।

- আইনী পেশাদার সংস্থা দ্বারা প্রযোজ্য বিচারকে প্রচারিত হওয়া কারাগার বাসিন্দাদের জন্য বিনামূল্যে আইনী সেবা প্রোগ্রামগুলি সমর্থন করা হবে, যা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যেমন ফ্রি আইনি সাহায্য (সুপ্রিম কোর্ট) সোসাইটি।

manupatra®

JUSTICE adda

মিনার্ভা মিল বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি./০০৭৫/১৯৮০

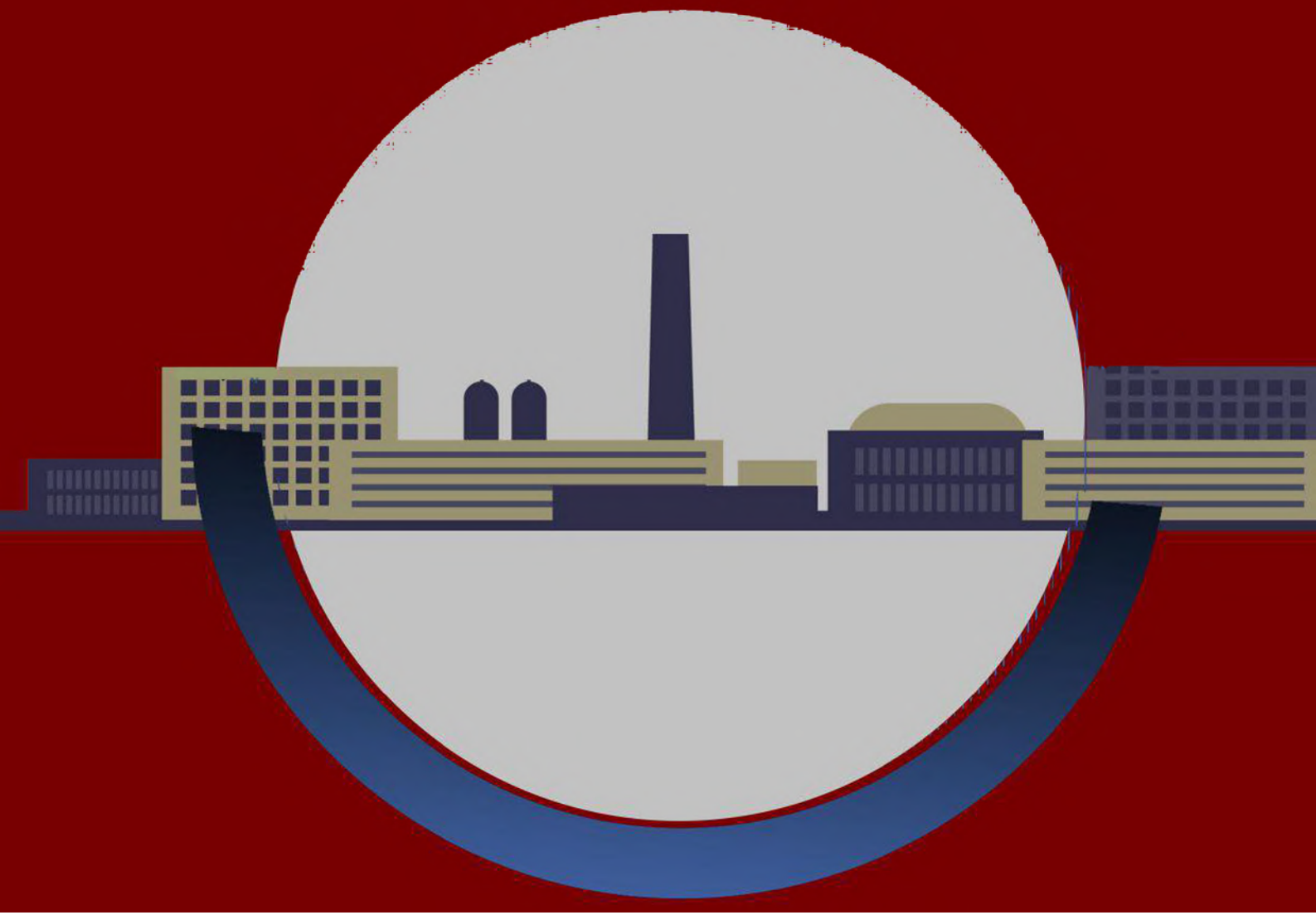

পটভূমি

মিনার্ভা মিল লিমিটেড ছিলো ভারতের একটি বেসরকারী টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে অগাষ্ট মাসে ভারত সরকার শিল্প (উন্নয়ন প্রবিধান) আইন ১৯৫০ এর অধীনে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন একটি তদন্ত করার আদেশ দেন। ১৯৭১ সালের ১৯ শে অক্টোবর সরকার ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন লিমিটেডকে মিনার্ভা মিলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুমোদন দেয় কারণ সেখানে বিষয়গুলি জনস্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

আবেদনকারী সিক টেক্সটাইল আন্ডারটেকিং (ন্যাশনালাইসেশন) আইনের সাংবিধানিক বৈধতা কে চ্যালেঞ্জ করে এবং এছাড়াও ৪২ তম সংশোধনের ধারা ৪ ও ৫৫ এর সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

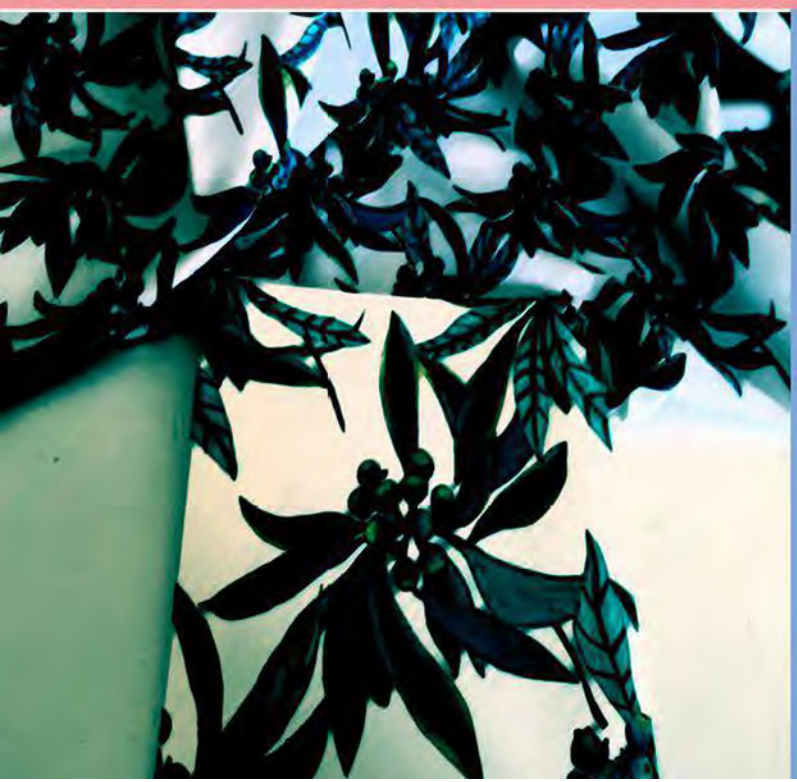

বিচার্য বিষয়

সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের ধারা ৪ এবং ৫৫ সংবিধানের " মৌলিক কাঠামো" মতবাদকে লঙ্ঘন করে কী?

বিচার

১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধন বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। ধারা ৪ অনুচ্ছেদ ৩১(৩) এবং ধারা ৫৫ অনুচ্ছেদ ৩৬৮ তে খন্ড (৪) এবং (৫) এর সন্নিবেশ হয়। খন্ড 5 এর উদ্দেশ্য ছিলো যে সংবিধান সংশোধন করার ওপর কোনরকম সীমাবদ্ধতা থাকবেনা এবং ধারা 4 সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আদালতকে তাদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে।

মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত জানান যে ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৩৬৮ তে নতুন সন্নিবেশিত হওয়া খন্ড ৪ এবং ৫৫ অসাংবিধানিক এবং অবৈধ।কেশবানন্দ ভারতী মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংশোধনের জন্য সংসদের ক্ষমতার উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করতে দেখা গেছে। এতে বলা হয় যে সংবিধানের মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধ্বংস করার জন্য সংসদ তার সংশোধনী ক্ষমতা বাড়াতে পারে না।

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪,১৯ এবং ২১ স্বাধীনতার স্বর্গ হিসেবে পরিচিত টেগোর চেয়েছিলেন যে তার দেশ সর্বদা জাগ্রত এবং অবাধ ক্ষমতার অতল গহ্বরে থাকুক।অংশ ৩ এবং ৪ একই স্তম্ভে দাঁড়ানো। কেউই অন্যের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না। মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির সমন্বয় এবং ভারসাম্য সংবিধানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিক কাঠামো।

ভারতীয় সংবিধান অংশ ৩ এবং ৪ এর ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একে অপরের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেওয়া মানে সংবিধানের সামঞ্জস্য নষ্ট করা। মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

“ ভারতীয় সংবিধানটি পার্ট তিন এবং পার্ট চার এর মধ্যস্থতা উপর নির্মিত আছে। একটি প্রথমে অন্যটির উপর পূর্ণ প্রাধিকৃতি দেওয়া হলে সংবিধানের সান্ত্বন্তা বিঘ্নিত হয়ে যায়। এই মৌলিক অবস্থা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”

manupatra®

JUSTICE adda

বচ্চন সিং বনাম স্টেট অফ পাঞ্জাব

মনু/এস.সি./০১১১/১৯৮০

পটভূমি

তিনজন ব্যক্তিকে খুনের দায়ে বচ্চন সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে , মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো।সেই মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট বহাল রেখেছিল।হাইকোর্টে স্পেশাল লিভ এর মাধ্যমে আপিল করে তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪(৩) ধারায় প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেন।

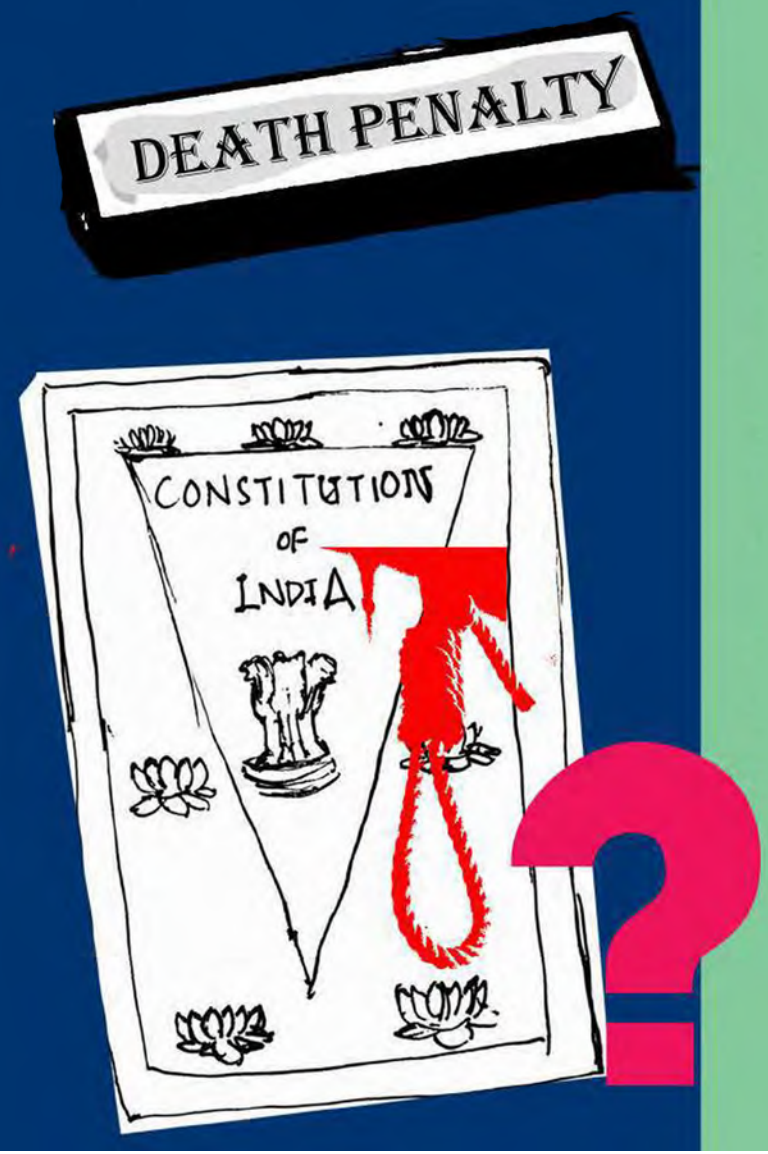

বিচার্য বিষয়

১.ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪(৩) এর অধীনে বচ্চন সিং এর ওপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ডকে কী অযৌক্তিক,স্বেচ্ছাচারি,এবং অসাংবিধানিক হিসেবে গণ্য করা যাবে কী?

২.নিম্ন আদালতে পাওয়া তথ্যগুলিকে কী ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪(৩) এর অধীনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিশেষ কারণ হিসেবে গণ্য করা যাবে কী?

বিচার

এই মামলায় আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সাংবিধানিকতার চ্যালেঞ্জকে খারিজ করেছে।আদালত আরও বলেছে যে, অনুচ্ছেদ ১৯(১) এর সুনিশ্চিত ছয়টি মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অধিকার নয়। প্রথমত, তারা একটি সুশীল সমাজকে করার জন্য তার অধিকারগুলি ব্যবহার করার জন্য সহজাত সীমাবদ্ধতা প্রদান করে যাতে কেউ তার সেই অধিকার কোনো অন্য ব্যক্তির অনুরূপ অধিকার লঙ্ঘন বা আঘাত করার জন্য প্রয়োগ না করে।.দ্বিতীয়ত, খন্ড(২) থেকে (৬) এর অধীনে এই অধিকারগুলিকে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার সাপেক্ষে স্পষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে যা এই অধিকারগুলির প্রয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

এই বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে "বিশেষ কারণ"অভিব্যক্তির অর্থ স্পষ্টতই অপরাধ এবং অপরাধীর সাথে সম্পর্কিত বিশেষ মামলার গুরুতর পরিস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যতিক্রমী কারণ।

সর্বোচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে " বিরল থেকে বিরলতম" নীতি নির্ধারণ করেছেন।আদালত বলেছে যে এটি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে অপরাধীর সাথে সম্পর্কিত প্রশমিত পরিস্থিতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

"আমাদের দ্বারা নির্দেশিত বিস্তৃত দৃষ্টান্তমূলক নির্দেশিকা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত আদালতগুলি ৩৫৪(৩) ধারায় উল্লিখিত আইনী নীতির গুরুত্ব বরাবর নির্দেশিত এবং মানবিক উদ্বেগের সাথে দুর্বহ কার্য সম্পাদন করবে, এই উদ্বেগটি প্রকাশ করা অপরিহার্য। খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের বিধান ব্যতিক্রম।"

এস. পি. গুপ্তা বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০০৮০/১৯৮১

পটভূমি

এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নীতিকে প্রশ্ন করেন।

বিচার্য বিষয়

উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল দুই বিচারপতির নিয়োগ না করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশের বৈধতা এবং আইনমন্ত্রী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির মধ্যে চিঠিপত্রের প্রকাশ।

বিচার

আদালত বলেছিল যে দুটি প্রধান কারণ ছিল যার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং বদলি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। আদালত যুক্তি দিয়েছিল যে একটি উন্মুক্ত এবং কার্যকর অংশগ্রহণমূলক

গণতন্ত্রের জন্য সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণের জবাবদিহিতা এবং তথ্যের প্রবেশাধিকার প্রয়োজন।

আদালত শুরুতেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণাটি শুধুমাত্র নির্বাহী চাপ বা প্রভাব থেকে স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি আরও বিস্তৃত ধারণা যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর অনেকগুলি মাত্রা রয়েছে, যেমন কেন্দ্রের অন্যান্য ক্ষমতার নির্ভীকতা, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক এবং বিচারক যে শ্রেণীর দ্বারা অর্জিত এবং পরিপুষ্ট কুসংস্কার থেকে স্বাধীনতা।

ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৪ এবং ২১৭ সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। উচ্চতর বিচার বিভাগে বিচারক নিয়োগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আদালতে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো।

আদালত বলেছিল যে শুধুমাত্র দুটি কারণ ছিল যার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং বদলি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে ১) যখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও পূর্ণ এবং কার্যকর পরামর্শ ছিল না। ২) কোনো অপ্রাসঙ্গিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। এই বিবেচনার অধীনে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে নির্দিষ্ট নথির প্রকাশ জনস্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা।

বর্তমান মামলায় এটি জানানো হয়েছিল যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উঠে এসেছিল সেটি সুরক্ষিত ছিল না। যেহেতু এটি বিচারকদের নিয়োগ ও বদলির সাথে জড়িত ছিল তাই এটি জনস্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। আদালত স্বীকার করেছেন যে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, জবাবদিহিতা এড়াতে এবং একটি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকার তার কার্যকলাপ জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে না। বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে যা নিহিত বলে মনে হয় তা জানা উচিত। আদালত যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেখানে

একটি সমাজ গণতন্ত্রকে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করতে বেছে নিয়েছে, সেখানে সরকার কী করছে তা নাগরিকদের জানা উচিত।

সংবিধানের ১৯(১) (ত্র) অনুচ্ছেদের অধীনে বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত যা জানার অধিকার থেকে উন্মুক্ত সরকারকেও সংজ্ঞায়িত করেছেন আদালত।

আদালত অনুমান প্রকাশ চিহ্নিত করেছে: "সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের নিয়ম এবং গোপনীয়তা অবশ্যই একটি ব্যতিক্রম হওয়া উচিত যেখানে জনস্বার্থের কঠোরতম প্রয়োজন তাই দাবি করে৷ গোপনীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখা উচিৎ জনস্বার্থের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশটি সরকারী কর্মচারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে পরিগণিত হয়। "

manupatra

JUSTICE adda

বন্ধুয়ামুক্তি মোর্চা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/০০৫১/১৯৮৩

পটভূমি

জাস্টিস ভগবতীর কাছে পেশ করা এক চিঠিকে সুপ্রিম কোর্ট রিট পিটিশনের মান্যতিআ দেয় যার মধ্যে অভিযোগ করা হয়েছিলো যে ফরিদাবাদ, হরিয়ানায় স্থিত এক পাথরের কুয়ারিতে অস্বাভাবিক এবং অসহ্যকর অবস্থায় বহু কর্মী কাজ করে চলেছে।

চিঠিটি আবেদন করে খনি আইন ১৯৫২ , বন্ডেড লেবার সিস্টেম অ্যাবলিশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ , ও ন্যূনতম মজুরি আইন কে সঠিক ভাবে পালন করতে।

আইনি প্রশ্ন

- কর্মীদের কোনও মৌলিক অধিকার এই প্রতিপত্তিতে লঙ্ঘিত হয়েছে কি না , মা সংবিধানের ৩২ তম ধারাকে লঙ্ঘন করে।
- এক পক্ষ থেকে এই আদালতের ঠিকানায় লিখিত চিঠি একটি লিখিত আবেদন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কি না ।
- বন্ডেড লেবার সিস্টেম অ্যাবলিশন অ্যাক্ট ১৯৭৬ , বাধ্যতামূলক শ্রমের শামিল করে কি না ।

বিচার

সংবিধানের ২১ তম ধারা প্রতিটি ব্যক্তিকে মানবতাসম্পন্নভাবে জীবন যাপন করার অধিকার দেয়।
এটি অনুশাসনিক নীতির ৩৯ তম ধারার (ই) এবং (ফ) বিন্যাস ও ৪১ এবং ৪২ তম ধারার দ্বারা পুষ্টিগত।

এক ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সামাজিক এবং আর্থিক সমস্যা বহন করার জন্যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৩২ তম ধারার (১) এর অধীনে আদালতে আবেদন করতে পারেন।

জনসাধারণ ঐচ্ছিক মামলা সরকার এবং এর কর্মকর্তাদের জন্য একটি সুযোগ হিসেবে দেখা হয়, যাতে সমাজের বিহীন এবং সহিষ্ণু শ্রেণীগুলিতে মৌলিক মানবাধিকার করতে পারে এবং তাদেরকে সামাজিক এবং আর্থিক ন্যায় নিশ্চিত করা হয়।

আদালত আরও ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তর করেছে যে, ১৯৭৬ সালের "বন্ধক শ্রম (উন্মূক্তি) আইন" এ প্রবণ শ্রমকে বন্ধক শ্রমের এক রূপ হিসেবে চেনায়। এই আইনের মৌখিক উদ্দীপনা হলো যে যেকোনো ধরনের বধিত শ্রম কে বন্ধক শ্রম চলাচল করার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করা হবে। যখনই একটি শ্রমিককে বধিত শ্রম প্রদান করতে বাধ্য করা হয়, তখন আদালতটি একটি ধারণা তৈরি করবে যে সে এটি একটি অগ্রগতি বা অন্যান্য অর্থনীতি প্রদান করার বিবেচনায় এটি করতে হচ্ছে এবং তাই সে একটি বন্ধক শ্রমিক।"

এছাড়াও আদালত ধারণ করেছে যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির কনস্টিটিউশনালি বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে সর্কারগুলি যেসময় কর্মকর্তাদের অধীনে কাজ করতে হবে, তাদের অধীনে কাজের আইন ১৯৪৮, বেতনের আইন ১৯৪৮, মাতৃত্ব সুবিধা আইন ১৯৬১, বন্ধক শ্রম উন্মুক্তি আইন ইত্যাদির প্রদানগুলি সার্থকভাবে হয়েছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আদালতটি ধারণ করেছে যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মীদেরকে তাদের বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ আইনের তথ্য এবং অধিকারের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এমন জ্ঞান তাদেরকে শোষণের প্রতি নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে এবং তাদেরকে তাদের স্বার্থস্বরূপ নিজেদের আইনতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে লড়ার জন্য শক্তি দেওয়া।

ব্যক্তিগত স্বত্বার বহনের প্রক্রিয়ার জন্য আইন একজন ব্যক্তির মৌকা প্রস্তুতি করা হয় এবং তার উপর দুটি ধারা ১৯ এবং ২১ এর পরীক্ষায় দাঁড়াতে হবে।

শীলা বর্সে বনাম মহারাষ্ট্র

মনু/এস.সি/০৩৮২/১৯৮৩

ঘটনা

এই আবেদনটি বিশেষভাবে পুলিশ লকআপে মহিলা বন্দীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা এবং তাদের নির্যাতন এবং অত্যাচার থেকে সুরক্ষা এবং সাধারণভাবে বন্দীদের আইনগত অধিকার এবং অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।

সাংবাদিক শীলা বর্সে মুম্বাইয়ের একটি পুলিশ লকআপে মহিলা বন্দীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এবং লকআপে ৫জনের মধ্যে ১১ জনের সাথে কথা বলে নির্যাতন এবং অত্যাচারের ঘটনা জানতে পেরেছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে মুম্বাইয়ের একটি পুলিশ লকআপে মহিলা বন্দীদের বিরুদ্ধে হেফাজত সহিংসতার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল যা সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা একটি রিট পিটিশন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। চিঠি আবেদনের অভিযোগগুলি যাচাই করার জন্য, আদালত ড. এ.আর. দেশাইকে বোম্বে কলেজে সমাজকর্মের পরিদর্শন করতে এবং সেখানে মহিলা বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন।

আইনগত প্রশ্ন

চিঠি এবং প্রতিবেদনে উত্থাপিত তথ্যের কারণে, এই মামলায় আদালত যে আইনগত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল তা ছিল ভারতীয় সংবিধানে নিশ্চিত জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। এটি বিশেষ করে সেই ব্যক্তিদের (এবং বিশেষভাবে) অন্তর্ভুক্ত করে যারা দোষী সাব্যস্ত বা বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আইনি ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়েছে।

আদেশ

আদালত যেহেতু বন্দীদের আইনের অ্যাক্সেস বঞ্চিত করা হবে, তাই এটি অনুচ্ছেদ ১৪এ নিশ্চিত সমতার অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ২১এ সুরক্ষিত বা উল্লিখিত জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। এটি বলেছে যে:

"একজন বন্দীর অসহায় অবস্থা কল্পনা করুন যিনি জেলে বন্দী আছেন এবং তিনি কারও কাছে সাহায্যের জন্য ঘুরতে জানেন না তার নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য বা তার সাংবিধানিক বা আইনগত অধিকার রক্ষা করার জন্য বা নিজেকে নির্যাতন এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য। অথবা তার রক্ষকদের হাতে অত্যাচার এবং হয়রানি ... তাই এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে আইনগত সহায়তা জেলে বন্দীদের জন্য উপলব্ধ করা উচিত, তারা হয় বিচারাধীন বন্দী বা দোষী সাব্যস্ত বন্দী।"

আদালতটি, সুতরাং, এই সংবাদে, শুধুমাত্র যাচাইকরণের তথ্যগুলির সাথে সাথে কারাগারবাসীদের, পুরুষ এবং মহিলা উভয়, কে আইনি সাহায্য প্রসার করার বড় কারণ নিয়েও আলোচনা করে এবং এটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা জারি করে। আদালতটি চিন্তা করেছিল যে এই যাচাইকরণ একটি প্রয়োজন উজ্জ্বল করে তোলে যা কারাগারে আটকানো শ্রমিকদের জন্য একটি যাচাইকরণ সহায় প্রদান করার জন্য একটি যন্ত্র স্থাপনের দ্বারা। এবং এর ফলে, আদালতটি মহারাষ্ট্র রাজ্য বোর্ড অব লেগাল এইড এবং প্রিজন ইন্সপেক্টর জেনারেলকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দিয়েছিল:

- **ডেটা অপকীর্তন:** অপরাধিক বিচারধীন কারাগারবাসীদের প্রবেশের এবং চার্জ করার তারিখ পাঠাতে লোকাল লিগ্যাল এড কমিটি এবং পুরুষ এবং মহিলা কারাগারবাসীদের দুটি বিভিন্ন তালিকায়। এছাড়াও, ১৫ দিনের বেশি কারাগারবাসীদের তালিকা তৈরি করতে যারা বিশেষ আদায়করণ আবশ্যক নয় (ধারা ৪১, ক্রিমিনাল প্রক্রিয়া কোড)

- **আইনজীবদের সুবিধা:** বিবেচনা করা জনক জেলার লেগ্যাল এড দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছিল যে প্রয়োজন হলে সাহায্যের জন্য কারাগারবাসীদের সাথে প্রবেশ এবং আলোচনার জন্য সহজ পথ প্রদান করতে। আইনজীবদের দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী কারাগারবাসীদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে এবং

- **কারাগারবাসীদের জন্য আইনগত সচেতনতা:** কারাগারের সহবাসীদের জন্য আইনজীবদের দেখাশোনার এবং সুবিধার দিন বিবৃতি দেওয়া। সেইসাথে, এমন কোনও কারাগারবাসীকে যারা নির্ধারণ করতে চায় নির্ধারণ করা হয়েছিল যে এই অভিনয়ন চাইতেছিল একটি কারাগার কর্তৃপক্ষের দ্বারা মাত্র চেক করা হবে, দৃষ্টিতে নয়।

- **নির্দেশিকা অধিকার পরিচালনা:** আদালতটি আদালতের এবং হাই কোর্টের দ্বারা স্থাপিত আইনের অনুসরণ করতে হচ্ছে, যার মধ্যে জামিন জামিন প্রয়োজন এবং আইনজীবদের অধিকার

উপরোক্ত নির্দেশিকা একইভাবে আদালতের মাধ্যমে যাচাইকরণ কার্যক্রমের একটি ব্যাখ্যা হিসেবে জারি করা হয়েছিল এবং আদালতটি বোঝাতে বলেছিল যে আইনি পেশার এবং এর বাস্তব উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত একটি যাত্রা হতে হবে:

"আইনজীবদের অবশ্যই আবশ্যই বুঝতে হবে যে ভালোবাসা হলো একটি সুখদ অগ্রদূত নয় যেখানে আমরা কেবলমাত্র সংসদ দ্বারা তৈরি নিয়মগুলির মেকানিক্যাল ব্যাখ্যা সম্পর্কে চিন্তিত থাকি, বরং এটি হলো একটি অপরিসীম রাস্তা যার মাধ্যমে বহুমুখী জীবনের অধিকাংশ লক্ষ্য প্রবাহ করে।"

আদালতটি নারী কারাগারবাসীদের জন্য রক্ষা প্রদানের সাথে সম্বত্তা করে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করেছিল:

- মহিলা কারাগারবাসীদের জন্য একটি আলাদা সেট লক আপগুলি যাতে মহিলা কনস্টেবলদের দ্বারা রক্ষা করা হবে। এই কক্ষগুলির সংখ্যা বর্তমান তিন থেকে পাঁচে বাড়ানো হবে।
- মহিলা কারাগারবাসীদের তাদের সাথে জরিপের সময় কেবল একজন মহিলা কনস্টেবল / পুলিশ কর্মীর উপস্থিতিতে অনুমতি দেওয়া হবে।
- একটি সিটি সেশনস জাজ, সম্ভাবনা মহিলা, যাকে নিজেকে নির্ধারণ করা হয় সাধারিত দখল প্রদানের জন্য পুলিশ লক আপ সূচি দেখতে অসুপ্রিজিত ভ্রমণ করতে হবে এবং কারাগারবাসীদের অভিযোগ এবং পুলিশ কর্মীদের কোনও চূড়ান্ত বিঘ্ন প্রস্তুতির উপর মৌখিক হারিয়ে দেওয়া হবে। এই উপযুক্ত না হলে সেশনস জাজটি হোম ডিপার্টমেন্টে পাঁচানো হতে পারে এবং এমনও যদি কাজ না হয়, হাই কোর্টের মুখপতি অভিযান করা যেতে পারে।

এরপরে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা জারি করা হয় সংবিদানমূলক অবদানকারী একজন ব্যক্তির জন্য:

- গ্রেফতারে আসার সাথে, সর্বনিকটি আইনি সাহায্য কমিটি অবহিত করতে হবে এবং গ্রেফতার ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন অধিকার সরবরাহের জন্য তাতে প্রয়োজন সব খরচ নিয়ে নিতে হবে।
- গ্রেফতারে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে তার যাকে তিনি গ্রেফতার হওয়ার খবর জানাতে চান, তার নাম তা অবশ্যই তাতে অবহিত করা হবে।
- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর যার সামনে প্রস্তুত হয়েছে, সে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির হস্তান্তর করণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তাদেরকে বলতে হবে যে তাদের অধীন কোনও সম্ভাব্য শাস্তির অধিকার রয়েছে কোড অব ক্রিমিনাল প্রক্রিয়া ১৯৭৩ এর ধারা ৫৪ এর অধীন।

ওলগা টেলিস এবং অন্যান্য বনাম বম্বে নগর প্রশাসন

মনু/এস.সি/ ০০৩৯/১৯৮৫

ঘটনা

একজন সাংবাদিক ওলগা টেলিস এবং দু'জন ফুটপাতবাসী এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন, যাদের প্রতিষ্ঠিততা বোম্বে পৌরসভা আইন ১৮৮৮-এর উল্লেখ করে মহারাষ্ট্র সরকারের দ্বারা উচ্ছেদ এবং বস্তিতে বসবাসকারীদের নির্বাসনের আদেশের পরে ধ্বংস করা হয়েছিল। এই আবেদনের সাথে শুনানি করা দ্বিতীয় দলটি দুটি পৃথক বস্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অভিযোগ করেছিল যে তাদের বসতি থেকে তাদের নির্বাসন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও তারা রাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তাকে উক্ত উচ্ছেদ আদেশের নির্দেশাবলী পালন থেকে বিরত রাখার জন্য একটি আদেশ জারি করেছিলেন।

আইনগত প্রশ্ন

- অনুচ্ছেদ ৩২-এর আওতায়, মৌলিক অধিকারের প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যেতে পারে কিনা?
- বলপূর্বক উচ্ছেদ এবং তাদের বসতি উৎখাত ফুটপাতবাসীদের জীবিকা এবং ফলস্বরূপ তাদের জীবনের অধিকারকে কেড়ে নেয় কিনা, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এটি আরও অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ই) এবং অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি) -এ প্রদত্ত তাদের অধিকারের লঙ্ঘন কিনা? ভারতের সংবিধান?

- বোম্বে পৌর কর্পোরেশন আইনের ধারা ৩১৪ পড়ুন, যার সাথে ধারা ৩১২ এবং ৩১৩ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পৌর কমিশনারকে কোনও রাস্তায় স্থাপিত কোনও বস্তু বা কাঠামোকে কোনও নোটিশ ছাড়াই সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, তা কি যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত?

সিদ্ধান্ত

আদালত রায় দিয়েছে যে এই আবেদনগুলি অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে বজায় রাখা যায়, যা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি আবেদন করার অধিকার দেয় এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবন্ধকতা জারি করা যাবে না। আদালত বলেছে যে:

"ফুটপাত এবং বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার উপায় এবং তাদের জীবনের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার ফলে তাদের জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি আরও অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ই) এবং অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি) -এ প্রদত্ত তাদের অধিকারের লঙ্ঘন।" "ধরা যাক, কোনও ব্যক্তির পক্ষে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তায় বসবাস করা একমাত্র উপায়। যদি তাকে জোর করে তার বসতি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে তার জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হবে।" "অনুচ্ছেদ ৩১৪, পড়ুন ধারা ৩১২ এবং ৩১৩, অযৌক্তিক, অবিচার এবং অসম। এটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।"

কোন ব্যক্তিই সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীনতাকে বিক্রি করতে পারে না। কোনও ব্যক্তি যে কোনও প্রক্রিয়ায় যে কোনও ভুল ধারণার অধীনে বা অন্যথায় যে তার কোনও নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার নেই বা প্রয়োগ করবে না, তা তার বিরুদ্ধে বা কোনও পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এই জাতীয় স্বীকৃতি বা প্রয়োগ সংবিধানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে।

রতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "কোন ব্যক্তিকে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যতীত তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না"। আদালত যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল তা হল এই অনুচ্ছেদটি কি জীবনের অধিকারকে জীবিকার অধিকার হিসাবেও বোঝায়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে জীবনের অধিকার অর্থহীন হবে যদি জীবিকার উপায় নিশ্চিত না করা হয়। আদালত এই মর্মে রায় দিয়েছে যে

"কোনো ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের উপায় ছাড়া বাঁচতে পারে না। যদি জীবিকার অধিকারকে সাংবিধানিক জীবনের অধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা না করা হয়, তবে কোনও ব্যক্তিকে তার জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল তার জীবিকার উপায়কে বাতিল করার পর্যায়ে বঞ্চিত করা। এই জাতীয় বঞ্চনা শুধুমাত্র জীবনকে তার কার্যকর বিষয়বস্তু থেকে বঞ্চিত করবে না, অর্থহীন করে দেবে, তবে এটি জীবনকে বাঁচা অসম্ভব করে তুলবে। তবুও, যদি জীবিকার অধিকারকে জীবনের অধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা না হয়, তবে এই জাতীয় বঞ্চনা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে হওয়ার প্রয়োজন হবে না।"

"পথের ধারে ও বস্তিতে বসবাসকারীদের দুর্দশা এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলির কারণে তাদেরকে চরম জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, সুপ্রিম কোর্ট আরও এটিকে স্থির করেছিল যে, ১৯(১)(ঙ) এবং ১৯(১)(ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অধিকার অর্থাৎ দখল এবং বসতি স্থাপনের অধিকার, বোম্বে পৌর কর্পোরেশন আইন ১৮৮৮ দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ, তাদের আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ, যে কোনও প্রকৃতিরই হোক না কেন, তাদের দখল এবং বসতি স্থাপনে ব্যাঘাত ঘটাবে। আদালত এটিকে স্থির করেছিল যে,"
নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা এবং কাজের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের উপর যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে জীবন-জীবিকার অধিকারের বিষয়বস্তু থেকে জীবিকার অধিকারকে বাদ দেওয়া নিছক পেডর হবে।

আরটিকল ২১-এর দ্বিতীয় অংশে "আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি"-এর বিষয়ে, আদালত বলেছে যে ধারা ৩১৪ একটি বৈধ আইন, তবে এটি কোনওভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ এই আইনটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি একটি ক্ষমতা প্রদান করে, যার মাধ্যমে কোনও কর্মকর্তা রাস্তায় স্থাপিত কোনও বস্তুকে কোনও নোটিশ ছাড়াই ভেঙে ফেলার অধিকার পায়, যদি প্রয়োজন হয়।

তবে আদালত আরও বলেছে যে এই "প্রয়োজন"-কে সাবধানে বিবেচনা করতে হবে এবং এটি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন অন্য কোনও বিকল্প উপলব্ধ না থাকে। বর্তমান মামলায়, আদালত বলেছে যে পথচারীদেরকে "শুনানির অধিকার" দেওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ, তাদেরকে উচ্ছেদ করার আগে একটি নোটিশ পাঠাতে হবে। এই যুক্তির ভিত্তিতে, আদালত পথচারীদেরকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করার আদেশ দিয়েছে এবং তাদেরকে বিকল্প স্থান দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছে।

মোহাম্মদ আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগম এবং অন্যান্য

মনু/এস.সি/০১৯৪/১৯৮৫

তথ্য

এই মামলায় অ্যাপেল্যান্ট ব্যক্তি ১৯৩২ সালে রিসপন্ডেন্ট সঙ্গে বিবাহিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে, অ্যাপেল্যান্ট স্বামী রিসপন্ডেন্ট স্ত্রীকে বিবাহিক বাড়ি থেকে বেগমি করে দিলেন এবং ১৯৭৮ সালে, রিসপন্ডেন্ট পরিপত্র জমা দিয়েছিলেন ক্রিমিনাল প্রক্রিয়া আইনের ১২৫ ধারা অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা প্রদান। এই সেই বছরে, অ্যাপেল্যান্ট রিসপন্ডেন্ট একটি অবিচ্যুত তালাক দ্বারা রিসপন্ডেন্ট তালাক দিয়ে এবং বলেছিলেন যে তার সেইখানে আর তার স্ত্রী নও এবং ইদ্দতের সময়ে তিনি দয়িত্ব প্রদান করেছেন যেমন প্রয়োজন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীন, তাই তিনি তার স্ত্রী প্রতিবর্তনের জন্য কোনও দায়িত্ব নেই।

১৯৭৯ সালে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দ্বারা অ্যাপেল্যান্টকে প্রতি মাসে মোটামুটি কম পরিমাণে রুপি ২৫ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মধ্য প্রদেশের উচ্চ আদালত এই পরিমাণকে প্রতি মাসে রুপি ১৭৯.২০ করে বড়িয়ে তুললো। অ্যাপেল্যান্ট স্বামী বিশেষ রকমের লিখিত আবেদনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে আপিল করেন

আইনের প্রশ্নগুলি

আদালতের সামনে এসে একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে, ক্রিমিনাল প্রক্রিয়া আইনের ১২৫ ধারার বিধান সম্পর্কে অপরকালীন আইনের বিধানগুলির উপর কি ব্যবহারযোগ্য? এবং সংবিধানের ধারা ৪৪ এ সমস্ত নাগরিককে একটি সাধারণ আইনের সেট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি ক্যাদর উচ্চ আদালতের ভূমিকা? এবং সংবিধানের ধারা ৪৪ এ সংযুক্ত নাগরিক ব্যক্তিগত আইন গুলির স্থানে একটি সাধারণ আইন সম্প্রসারণে আদালতের ভূমিকা কী?

সিদ্ধান্ত

আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সীপিসির ১২৫ ধারা সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ স্বরূপে আছে" এবং এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে রক্ষা করার যাত্রায় সাধন করতে না পারে সেই ব্যক্তিরা যারা তাদের স্বয়ংক্রিয় রক্ষা করতে অক্ষম। আদালত আরও যোগ করেছে যে যদি একজন যথার্থ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভাষকদের কোনও নিঃশুল্ক প্রদান করতে অসমর্থ পাওয়া যায়, তবে সীপিসির ১২৫ ধারা প্রস্তুত হয়ে ওঠবে। এই বিধানের অধীনের অধিকার পক্ষে প্রযোজ্য থাকবে যেটি পক্ষবদ্ধ আইনগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়। আদালত আরও যোগ করেছে যে স্বামীর প্রদানের দায়িত্ব ইদ্দতের সময়কে সীমাবদ্ধ করা হয় না, বরং তার স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম অথবা পুনর্বিবাহ করেছে, এমনকি ইদ্দতের সময় শেষ হয়েছে। সমান সিভিল কোডের গুরুত্বের সাথে, আদালত বলেছে।

"একটি সাধারণ সিভিল কোড দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অভিযান সাহায্য করবে যা বিভিন্ন ধর্মীয় আইনগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বাধীন ধার্মিক অনুগতিগুলি সরিয়ে নেবে। এই সমস্যায় কোনও সম্প্রদায় এই সমস্যায় কোনও সম্প্রদায় মুফসিদ সমর্থন করার মাধ্যমে বেল বেজান্ন করার সম্ভাবনা নেই। এটি রাষ্ট্র যার দায়িত্ব এই দেওয়া হয় যে দেশের নাগরিকদের জন্য একটি সমান সিভিল কোড সুরক্ষিত করতে। আমরা মানি যে বিভিন্ন ধর্ম এবং ধার্মিক বিশ্বাসের লোকদের একটি সাধারণ মাধ্যমে আনা কঠিনতা রয়েছে। কিন্তু, যদি সংবিধানের কোনও অর্থ থাকতে হয়, তবে শুরু করতে হবে। অন্যথায়, সাধারণ সিভিল কোডের পরিবর্তে আদালতের টুকরো টুকরো প্রয়াস ব্যক্তিগত আইনগুলির মধ্যে অন্তর সাধারণ সিভিল কোডের প্রতিস্থাপন করতে পারে না। সবাইকে ন্যায় দেওয়া ন্যায় প্রদান করার একটি অনেক সহজ উপায় যা কেস থেকে কেসে ন্যায় প্রদান করার চেয়ে বেশি সন্তুষ্টিকর।"

রুরাল লিটিগেশন এবং এন্টাইটেলমেন্ট কেন্দ্র বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য

মনু/এস.সি/০০১৩১/১৯৮৫ এবং মনু/এস.সি/০১১১/১৯৮৬

তথ্য

বর্তমান মামলায় আদালত প্রার্থীর পত্রকে একটি রিট প্রস্তুত হিসেবে বিবেচনা করে। পত্রে প্রার্থী অভিযান করেন যে, মুসুরি পাহাড়ের চারপাশে অনুষ্ঠিত লাইমস্টোন কোয়ারির খনন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং প্রাকৃতিক দীর্ঘস্থায়ী জলধারাগুলিকে আঘাত পৌঁছাচ্ছে।

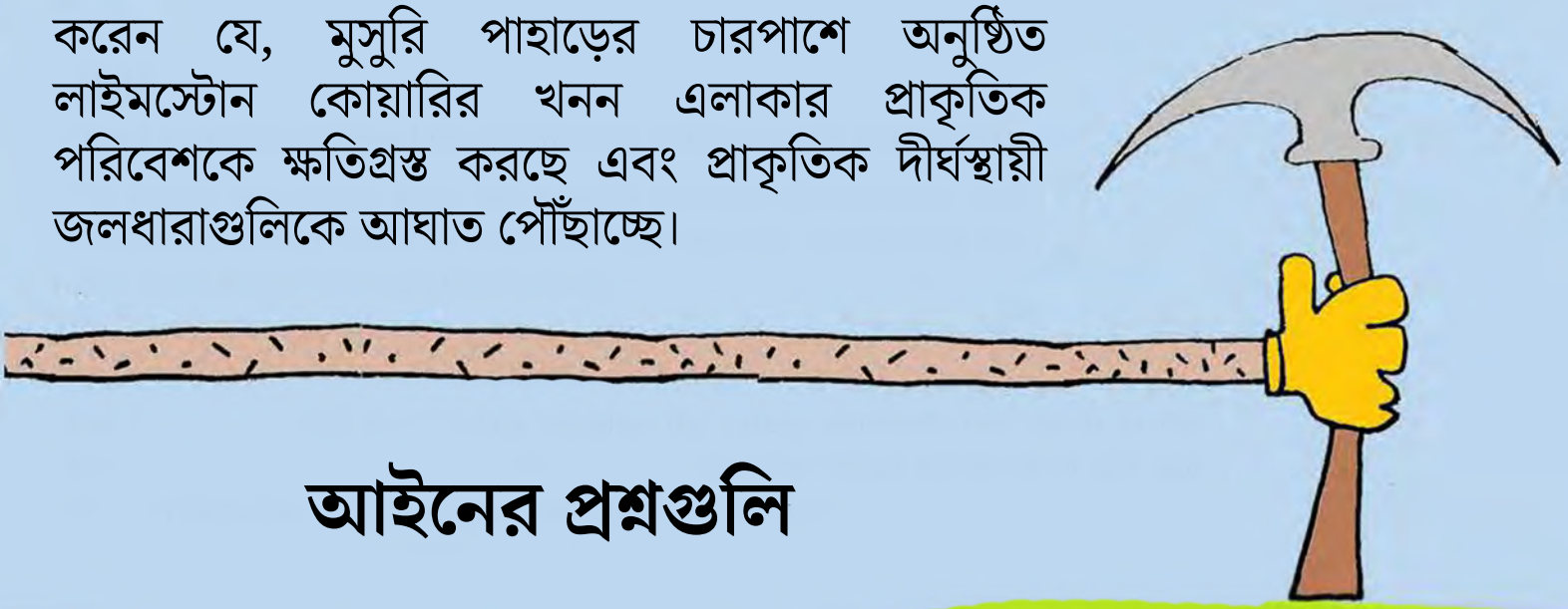

আইনের প্রশ্নগুলি

আদালত তার রায়ের মধ্যে সংরক্ষণা এবং উন্নতির দ্বিপক্ষী লক্ষ্যের মধ্যে সন্তুষ্টি করার চেষ্টা করে।

সিদ্ধান্ত

আদালত এই মামলার মৌলিকতা স্বীকার করে যে,

"এটি উন্নতি এবং সংরক্ষণা মধ্যে বিকর্ষণের সংঘর্ষকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং দেশের বৃহত্তর সাধারণ হিতের প্রাধান্য প্রকাশ করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।"

মাইনস আইন, ১৯৫২ এ নির্ধারিত নিরাপত্তা মানদণ্ড এবং মাইনস রুল পালন করা হচ্ছে কি না এবং খনি অপারেশন চালানোর মাধ্যমে কি কোনও প্রকারের ভূস্খলন বা ব্যক্তি, গবাদি বা কৃষি ভূমির জন্য কোনও আপত্তি আছে কি না সেই প্রয়োজনে, আদালত ভারগভ কমিটি নিয়োজিত করে। কমিটি তার প্রতিবেদনে লাইমস্টোন কোয়ারিগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, অর্থাৎ: শ্রেণী ত্র, বি এবং ষি, যেখানে শ্রেণী ত্র তে খনি সবচেয়ে কম প্রভাব ফেলে এবং শ্রেণী ষি তে খনি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।

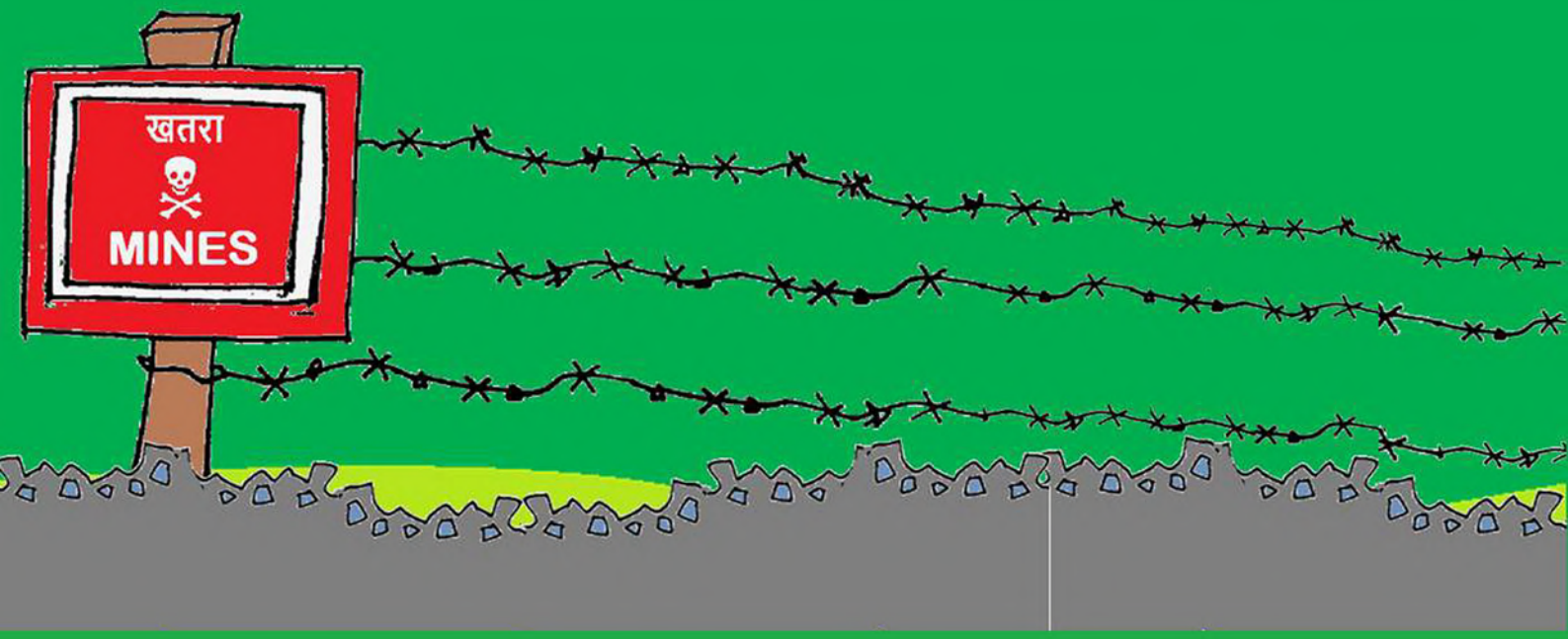

তুলনামূলক বিশ্লেষণের পর, আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছে:

• ব্লগ কমিটির প্রতিবেদনে শ্রেণী (ষি) তে শ্রেণীবদ্ধ লাইমস্টোন কোয়ারি বন্ধ করা উচিত। মাই কোর্ট থেকে খনি অপারেশন চালিত করতে অনুমতি পেয়েছে তা বিবেচনার অনুমতি উপলব্ধ থাকলেও, খনি অপারেশন চালিত করা অবৈধ হবে। তাছাড়াও, এই লাইমস্টোন কোয়ারি সম্পর্কিত যেকোনও মঞ্জুরি বাতিল হয়ে যাবে, উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও দায়িত্ব ছাড়াই।

• ভারগভ কমিটির প্রতিবেদনে শ্রেণী ত্র তে বিভক্ত লাইমস্টোন কোয়ারি এবং/বা ক্যাটাগরি ৭ তে বিভক্ত অনুগ্রহ করে, দুইটি ক্লাসে ভাগ করা উচিত; এক ক্লাস মুসুরির সিটি সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত যেগুলি এবং অন্যটি মুসুরির সিটি সীমান্তের বাইরে অবস্থিত যেগুলি। মুসুরির সিটি সীমান্তের বাইরে পড়া লাইমস্টোন কোয়ারি মাইন্ডগণিতে অপারেশন চালানো অনুমতি প্রদান করা উচিত, যতভাবেই তা মাইনস আইন ১৯৫২, মেটালিফেরাস মাইনস বিধি, ১৯৬১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন, মাইনস এবং বিধি পালন করা আবশ্যক।

লাইমস্টোন কোয়ারি সাবেক পার্টির অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বেশি জনগণের কল্যাণের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, আদালত বললো:

"এটা নিশ্চিতভাবে খনিকদের জন্য কঠিনতা সৃষ্টি করবে, কিন্তু এটা একটি মূল্য যা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং বায়ু, পানি এবং পরিবেশের অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই জনগণের অধিকার সুরক্ষিত এবং রক্ষিত করতে প্রদান করা উচিত এবং তাদের মামলা, পশু, ঘর এবং কৃষি জমি এবং বায়ু, পানি এবং পরিবেশের অপ্রয়োজনীয় প্রভাব থেকে বিরতি।"

যান্ত্রিক ভাবে সম্পর্কিত লাইমস্টোন কোয়ারির সব লিসেজদারদের প্রতি কতিপয় সহানুভূতি প্রকাশ করে আদালত এটা মনে করেছিল যে, এই আদেশের ফলে, বন্ধ কোয়ারির কাজে যুক্ত কর্মীদের বেকার হয়ে যাবে। এই সম্পর্কে, এটি ভারত সরকার এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রতি আদালত নির্দেশ দিলো যে, যখনই রাজ্যে অন্য কোনও এলাকা লাইমস্টোনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য উপলব্ধ করা হয়, তখন এই আদেশের ফলে বিলীন হওয়া লিসেজদারদেরকে উপলব্ধি দেওয়া হবে।

কোয়ারি অপারেশন এ আর কোন অঞ্চলে পরিচালিত না হওয়ার কারণে, সেখানে অভিশিক্ষণ এবং মাটির সংরক্ষণ করার ১ নং প্রোগ্রাম প্রস্তাবনা করা হয়েছিল। আদালত সংবিধানের ৫১এ ধারা ব্যবহার করে নাগরিকদের মনে দিল যে পরিবেশের সংরক্ষণ সম্পর্কে তাদের মৌলিক দায়িত্ব। এটি জানিয়েছিল:

“পরিবেশের সংরক্ষণ এবং জৈব সমতুলনের অপ্রভাবিত রাখা হলো একটি কাজ, যা শুধুমাত্র সরকারগুলি নয়, সাথে সাথে প্রত্যেকটি নাগরিকেও করতে হবে। এটি সামাজিক দায়িত্ব এবং প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে মনে দেওয়া হয় যে এটি তার মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে সংবিধানের ৫১ এ ধারা (গ) তে প্রস্তুত করা আছে।”

manupatra®

JUSTICE adda

মেরি রয় বনাম কেরল রাজ্য

মনু/এস.সি/ ০৭১৬/১৯৮৬

ঘটনাবলী

প্রযোজিত নিজের অভিজ্ঞতার প্রভাবে, পেশাবার ভারতীয় মহিলাদের সমান উত্তরাধিকার সুরক্ষিত করার জন্য পেশাবার সিরিয়ান খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে ত্রাবণকোর ভেতর তাদের এনবিট ইনহেরিটেন্স অ্যাক্ট, ১৯২৫ এর প্রশাস্তির বৃত্তির মধ্যে আনতে চেষ্টা করলেন।

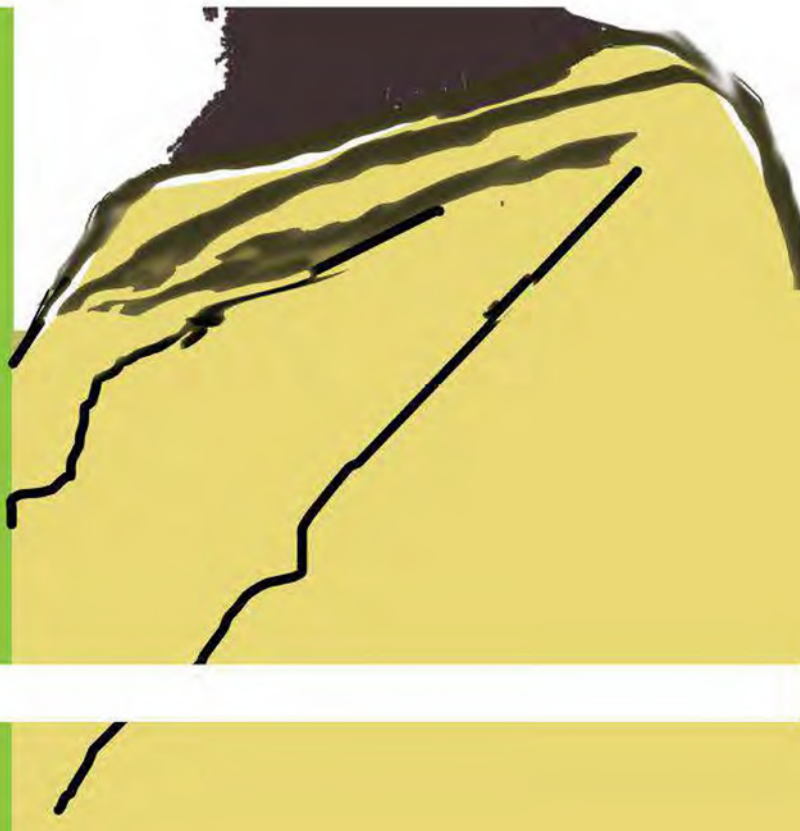

প্রস্তাবনা ৩২ এর অধীনে প্রস্তুতিকৃত, বিবরণ করা গেছে যে ত্রাবণকোর খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১০৯২ এর নিম্নলিখিত ধারা গুলি মহিলাদের বিরোধ করে এবং এগুলি তাদের সংবিধানিক অধিকারের (ধারা ১৪) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

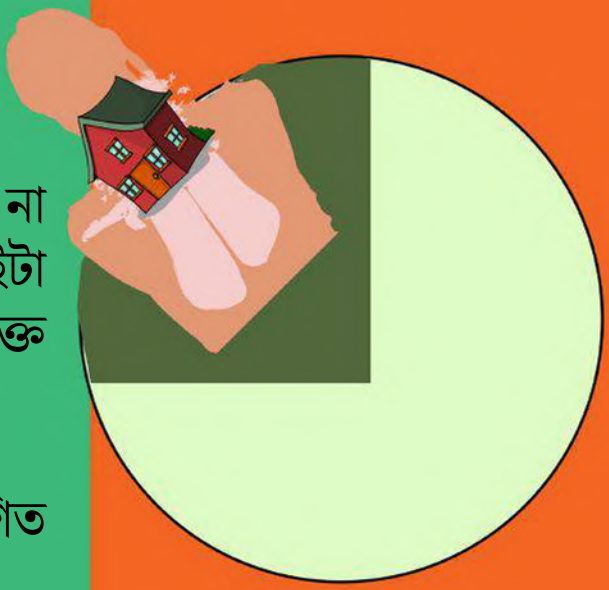

- একজন কন্যারা একই অংশ হাঁটা হয়েছে না এই ধর্মনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার সময় এইটা ধর্মাধিকারীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারে অন্তর্ভুক্ত নয়।
- তিনি ছিলেন ছিলেন ছিলেন বা প্রত্যাশিত করলেন।
- কন্যা তাদের কিছুই প্রাপ্ত হবে না যদি "স্ত্রীধন" অনুমোদিত বা তাদের এখনও কোনও স্বামী বা স্ত্রী, স্বামী বা তাদের বাংশীকে প্রদান করা হয়।

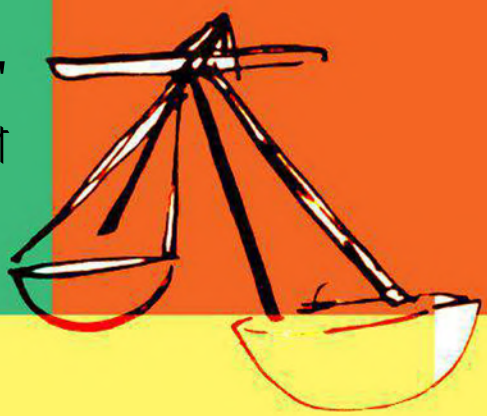

আইনের প্রশ্ন

- ত্রাবণকোর খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১০৯২ এর ধারাগুলি সংবিধানের বাইরে ছিল কি?
- ১৯৫১ সালের পার্ট-বি রাজ্য (আইন) অ্যাক্ট যেখানে জমিনহারি অনুসরণ ভারতীয় উত্তরাধিকার অ্যাক্ট ১৯২৫ বা ত্রাবণকোর খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১০৯২ দ্বারা পরিচালিত হবে তা কি?

সিদ্ধান্ত

আইন মুলক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিচার করার সময়, অর্থাৎ ত্রাবণকোর খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১০৯২ এর বিধানের ইতিহাস অনুসরণ করে, আদালত মনে করেন যে, ১৯৪৯ সালের পূর্বে, ত্রাবণকোর খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১০৯২ ত্রাবণকোরের মহারাজ্যের ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিনা ইচ্ছামৃত্যুতে জমির অনুসরণ প্রশাসিত করতো। কিন্তু, ১৯৪৯ সালের পর ত্রাবণকোর রাজ্য কোচির রাজ্যের সাথে একত্রীকরণ এবং ত্রাবণকোর-কোচির অংশরাষ্ট্রের গঠন হয়ে গেলে, ভারতীয় উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১৯২৫ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদালত রায় দিল, কেস এবং আইনের প্রসঙ্গে বিবেচনা করে, প্রথম প্রশ্নের সংবিধানিকতা উপর এটি ব্যাহত করতে প্রয়োজন নেই, কারণ পার্ট-বি রাজ্য (আইন) আইন ত্রাবণকোর আইনের প্রয়োগ অনুমোদন করে এবং তারপরে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার অ্যাক্ট ত্রাবণকোর রাজ্যের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্টেস্টেট উত্তরাধিকারের জন্য প্রয়োগ করা হয়। তারপরে, কেরল রাজ্যের উচ্চতর আদালত মনে করল যে, কোচি খ্রিস্টান উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১৯২১ও পার্ট-বি রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫১ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

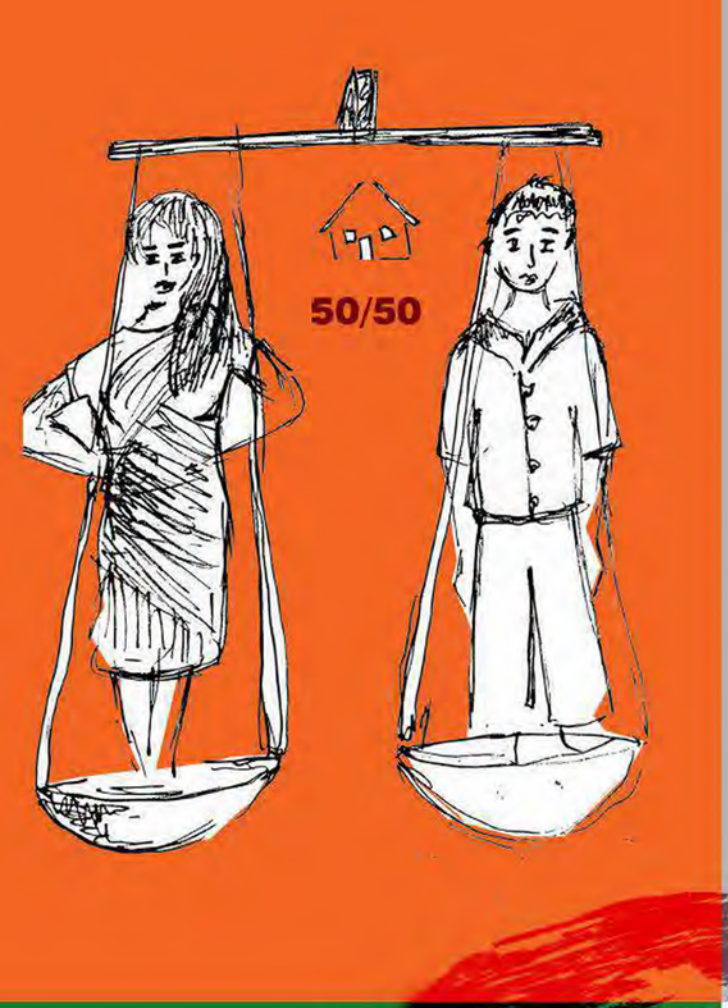

সুপ্রিম কোর্ট সিরিয়ান খ্রিস্টান নারীদের তাদের পিতার সম্পত্তির সমান অংশে অধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি তাদের ভারতের অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে একই অধিকার দেয়, যারা ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার অ্যাক্ট দ্বারা প্রশাসিত করা হয়।

এই রায়ের মাধ্যমে ভারতের খ্রিস্টানদের সমস্তকে ভারতীয় উত্তরাধিকার অ্যাক্ট, ১৯২৫ দ্বারা প্রশাসিত করা হয়েছে, যা বলে উত্তরাধিকারের বিনিয়ম প্রয়োগ করা হয় সমান মাপদণ্ডে মহিলা এবং পুরুষ সন্তানের মধ্যে।

ইন্দ্রা সাহানি এবং অন্যান্য বনাম ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্র

মনু/এস.সি/০৭০৪/১৯৯৩

স্বাধীনতার পর থেকে, ভারতীয় সরকার এফএসসি এবং এসএসসি কমিশনের আদেশের সংজ্ঞায়িত সময় সংবিদিত অনুমোদনগুলির অনুষ্ঠান করতে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পিছলা বর্ধমান শ্রেণী কমিশন এবং মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অফিসে চাকরির জন্য ২৭% সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কারণে।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের অনুসারে চাকরির জন্য ২৭% সিদ্ধান্তের প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিতভাবে খোলা হয়, যাতে ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবন্ধী এবং দঙ্গের প্রচলিত হয়।

এই ঘটনাগুলির পেছনে যুদ্ধসংবাদে প্রস্তুতি প্রদান করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিজে সমস্ত অভিযোগ সরকারের কাছে প্রেরণ করে।

আইনের প্রশ্নগুলি

- সংবিধানের ধারা ১৬(১) এবং ১৬(৪) এর প্রভাব, ব্যাপ্তি এবং পরস্পর সম্পর্কের সীমা
- "পিছিয়ে পড়া নাগরিকের" পরিভাষার অর্থের স্পষ্টতা।
- চিহ্নিত প্রমাণিত।
- উপলব্ধ আরও ব্যাপ্তি এবং প্রকার।

অনুষ্ঠিত

বেঞ্চের মতামত ছিল যে অনুচ্ছেদ ১৬(৪) অনুচ্ছেদ ১৬(১) এর ব্যতিক্রম নয়। বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ছিল যে ধারা ১৬(৪) শুধুমাত্র সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ধারণার জন্য সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ। আদালতের সামনে পরবর্তী কাজটি ছিল "নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণী" শব্দটি সম্পর্কে।

আদালত বলেছে নিয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ে, নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণির পক্ষে সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে একবার তারা চাকরিতে প্রবেশ করলে, প্রশাসনের দক্ষতা দাবি করে যে এই সদস্যরাও অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে এবং অন্যদের মতো পদোন্নতি করবে; তারপর আর কোন পার্থক্য করা যাবে না উপার্জন. একজনের ক্যারিয়ার জুড়ে ক্রাচ সরবরাহ করা যায় না। এটা প্রশাসনের দক্ষতার স্বার্থে বা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে হবে না।

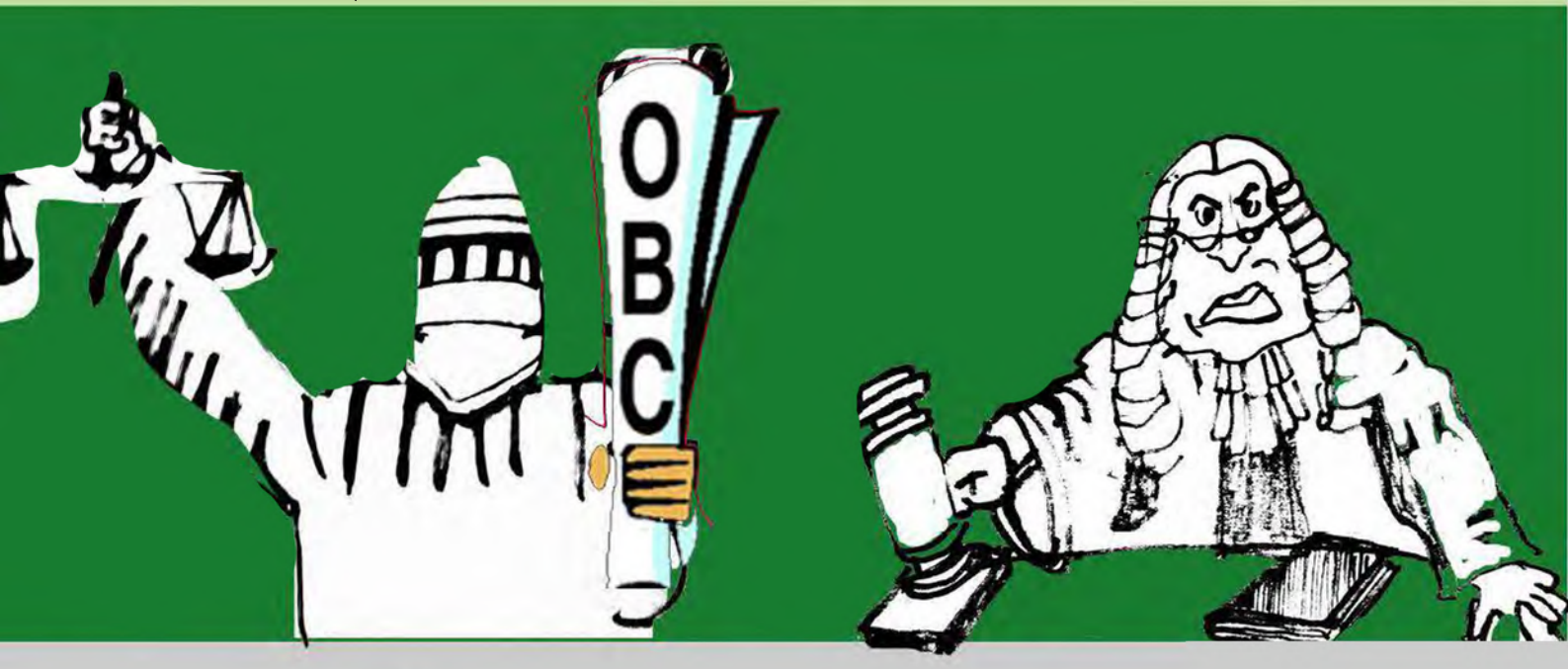

আদালত এর পরে "নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর" সনাক্তকরণের মানদণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িত করে। সমস্ত আবেদনকারীকে স্বীকার করে যে অভিযোগ করেছে যে যারা নিয়মিত মানদণ্ডের কারণে অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে আসে তাদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং রিজার্ভেশন নীতির অযাচিত সুবিধা নিচ্ছেন, আদালত "মান পরীক্ষা" প্রয়োগ করেছে এবং ক্রিমি লেয়ার মতবাদকে বিকশিত করেছে। এটি অনুষ্ঠিত:

“সমস্ত এই বিবেচনা গুলির মনে রেখে, আমরা ভারতের সরকারকে নির্দেশ দেই যে, 'ক্রিমি লেয়ার' এর মৌলিক কারণ স্পষ্ট করার জন্য নির্ধারণ করা হবে। এটি যথাযথ সময়ে সর্বশেষ চার মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। এই নির্দেশের মাধ্যমে অন্তর্গত রুলের জালে পড়া ব্যক্তিবর্গ (যা বিধায় ১৬(৪) এর উদ্দেশ্যে 'পিছু বর্গের নাগরিক' ধারণার অধীন পড়ে) থাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

অনুবন্ধ এবং অবস্থানের সীমা সম্পর্কে আদালতের করা সিদ্ধান্ত:

অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের মধ্যে উপ-শ্রেণীবিভাজন: "যদি অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি এবং অন্যান্য পিছু বর্গ সমবিত করা হয়, অন্যান্য পিছু বর্গ সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিণত করে দিয়ে অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতিকে প্রতিরোধে রেখে দেয়। এই লজিকটি একইভবে পিছু এবং পিছু মধ্যে বিভাজন করার জন্য কাজ করে। আমরা অর্থায়ন করার জন্য যেই কথা বলছি, সেটি একটি নিষেধ করতে বলছি না। কেবল এটি বলছি যদি একটি রাষ্ট্র এটি করতে পস্ত্যপ্ত হয়, তবে এটি আইনের অধীন বিপর্যয় নয়।"

একবারের আবদ্ধতা: আদালত, সংখ্যায় প্রতিযোগিতার এক আদ্য ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না বলে এটি বিবেচনা করে, আপনার কাজ হয় না অন্তি-মেরিটোরিয়াস। "অনবদ্ধ করা যায় যে স্বভাব অন্য বিভাগের সদস্যদের উপর যেমন বৃদ্ধি প্রদান করে নিয়মগুলির অনুমতি দেওয়া সত্ত্বে যাত্রা করতে হয়। তাহলে বলা যায় যে অন্তি-মেরিটোরিয়াস।"

৫০% বিধান: আবদ্ধতার বিধান ৫০% -তে অতিবাহিক অবকাঠাম দেয়। তবে অতিরিক্ত সার্বজনীন সুযোগে কিছু মৃদুপদেশ দেয়া হলেও আদালতটি ৫০% বিধান অতিক্রম করার জন্য অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

উমাকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য

মনু/এস. সি/0333/1993

পটভূমি

এই মামলায় বেসরকারী পেশাদার শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানে যে সুবিধা দেওয়া হয় তার জন্য নেওয়া ক্যাপিটেশন ফিস নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রীয় আইনের সাংবিধানিকতার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানানো নয়।

বিচার্য বিষয়

- অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে সুনিশ্চিত হওয়া বাঁচার অধিকার শিক্ষার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কিনা।
- অনুচ্ছেদ ২১ থেকে অনুচ্ছেদ প্রবাহিত পেশাদারী ডিগ্রি শিক্ষার মৌলিক অধিকার আছে কিনা।

বিচার

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকার ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪১ এর অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির সাথে একত্রে পড়া হয় তখন অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনে সুনিশ্চিত মৌলিক অধিকারে ঊহ্য রাখা হয়েছে।

আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে মৌলিক অধিকারের পরামিতিগুলি অবশ্যই রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশিক নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত, এর সাথে অনুচ্ছেদ ৪৫ এ বর্ণিত রাষ্ট্রকে সংবিধানের সূচনা থেকে দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করার চেষ্টা করতে হবে।

আদালত রায় দিয়েছে যে ২১ অনুচ্ছেদ থেকে প্রবাহিত পেশাদার ডিগ্রির জন্য শিক্ষার কোনও মৌলিক অধিকার নেই। তবে নির্দেশ দেয় যে সংবিধান প্রণয়নের ৮৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার ফলে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শিক্ষার অ-যৌক্তিক অধিকার কার্যকরভাবে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে আইনের অধীনে বলবৎযোগ্য।

এতে বলা হয়েছে, "বিনামূল্য শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য উপলব্ধ। তারপরে শিক্ষা প্রদানের রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বিকাশের ওপর নির্ভর করে।"

আদালত আরো জানিয়েছেন যে কোনো অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সেই অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে(মৌলিক অধিকারের) বর্ণিত থাকা গুরুত্বপূর্ন নয়।

সংবিধানের তৃতীয় অংশ এবং চতুর্থ অংশের বিধানগুলি একে অপরের পরিপূরক। আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে যে অংশ ৩ এর বিধানগুলিতে প্রতিফলিত অধিকারগুলি চতুর্থ (রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি) অংশের বিধানগুলিতে প্রতিফলিত নৈতিক দাবি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলির চেয়ে উচ্চতর।

তাৎপর্য

রাষ্ট্র নয় বছর পরে এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৮৬ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২১ A সন্নিবেশিত করে, যা ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার মৌলিক অধিকার প্রদান করে।

এস.আর. বোম্মাই বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০৪৪৪/১৯৯৪

পটভূমি

১৯৮৫ সালে এস আর বম্মাই এর জনতা দল কর্নাটকে ক্ষমতায় আসে। ১৯৮৯ সালে কয়েকজন ব্যক্তি শাসক দলত্যাগ করেন।২০শে এপ্রিল যারা দলত্যাগ করেছিলেন তারা বোমাইয়ের প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছিলেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬ জারি করা হয়েছিল এবং বোম্মাইকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬ আহ্বান করেছিলেন এবং সরকারগুলিকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের বিধানসভাগুলি বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। জারি করা ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট একযোগে তাদের শুনানি করে।

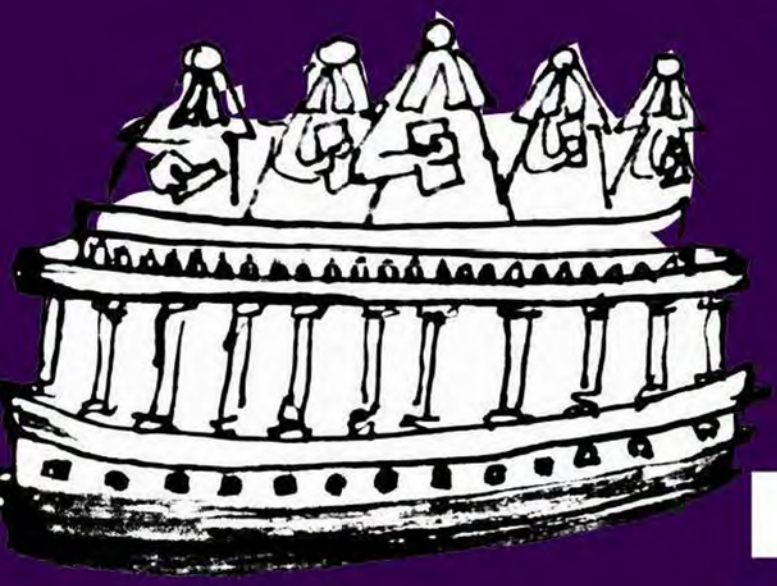

বিচার্য বিষয়

- ৩৫৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাকে আইনের আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে কিনা।
- সংবিধানের ৩৫৬(১) অনুচ্ছেদের অধীনে ঘোষণা জারি করার জন্য রাষ্ট্রপতির অক্ষয় ক্ষমতা আছে কিনা।
- রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে বিলুপ্ত হওয়া আইনসভাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে কি না যদি এটি আলাদা করে রাখা হয়।

- অনুচ্ছেদ ৩৫৬(৭) এর অধীনে ঘোষণার বৈধতা ৩৫৬ অনুচ্ছেদের খন্ড (৩) এর অধীনে সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরেও চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে কিনা।

বিচার

এতে বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট এই ঘোষণাকে বাতিল করে দিতে পারে যদি এটি খারাপ বলে প্রমাণিত হয় বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বহিরাগত ভিত্তির উপর ভিত্তি করে।

আদালত বলেছিল যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একটি শর্তসাপেক্ষ ক্ষমতা এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নয় এবং প্রাসঙ্গিক উপাদানের অস্তিত্ব সন্তুষ্টি গঠনের একটি পূর্বশর্ত।

সরকারীয়া কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যে দৃষ্টান্তগুলির অধীনে ৩৫৬ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ ভাল বলা হয়েছিল সেগুলিকে ৭) রাজনৈতিক সঙ্কট ২) অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় ৩) শারীরিক ভাঙ্গন ৪) ইউনিয়ন নির্বাহীর নির্দেশনা মেনে না নেওয়ার অধীনে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছিল।

আদালতের কাছে ক্ষমতা ছিল রাজ্য সরকারকে তার অফিসে পুনঃস্থাপন করার ক্ষমতা ছিল যদি এটি ঘোষণাটিকে অসাংবিধানিক বলে মনে করে।

অনুচ্ছেদ ৩৫৬(৭) এর অধীনে ঘোষণার বৈধতা ৩৫৬ অনুচ্ছেদের ধারা (৩) এর অধীনে সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরে এটিকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।

অবশেষে এটি জানানো হয়েছিল যে যথাযথ ক্ষেত্রে আদালতের কাছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে ক্ষমতা থাকবে বিধানসভায় নতুন নির্বাচনের আয়োজনকে রোধ করার জন্য, যাতে এই ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এর প্রতিকার এড়ানো যায়। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ফলহীন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে আদালত ঘোষণাপত্র জারি বা ঘোষণার অধীনে অন্য কোনো ক্ষমতা প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা দেবে না।

manupatra®

JUSTICE adda

সরলা মুদগল বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০২৯০/১৯৯৫

পটভূমি

এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়, যা প্রতিটি নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটি সাধারণ আইন দিয়ে, যা ব্যক্তিগত আইন প্রতিস্থাপনের কল্পনা করে।

আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে চারটি পিটিশনের শুনানি করে যার অধীনে কোনো ব্যক্তি তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রতিকার চাইতে পারে। আবেদনকারীরা প্রথম বিয়ে না ভেঙে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রথার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন।

বিচার্য বিষয়

- হিন্দু আইনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিয়ে করা একজন হিন্দু স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে কিনা।
- আইনের অধীনে প্রথমটি শেষ না করে এই ধরনের বিবাহ হিন্দু হিসাবে অবিরত প্রথম স্ত্রীর জন্য বৈধ বিবাহ হবে কিনা।
- ধর্মত্যাগী স্বামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৪এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী হবেন কিনা।

বিচার

আদালত বলেছে যে হিন্দু ব্যক্তিগত আইনের অধীনে স্বামী / স্ত্রীর মধ্যে একজন ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও, বিবাহের কোনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্তি হবে না। যদি ধর্মান্তরের কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্তি ঘটতে থাকে, তাহলে আদালত বলেছিল "এটি হিন্দু হিসেবে থাকা অন্য পত্নীর বিদ্যমান অধিকারকে ধ্বংস করার সমতুল্য হবে"।

বিদ্যমান হিন্দু আইন একবিবাহকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করে এবং সেটিকে স্বীকার করে আদালত বলেছে যে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে গৃহীত একটি বিবাহ আইনের মধ্যে উপলব্ধ, কোনো কারণ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না এবং আশ্রয়ের অধীনে ধর্মত্যাগী দ্বারা দ্বিতীয় বিবাহ। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া এখনও তাদের প্রথম বিয়েকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনের লঙ্ঘন করে একটি বিয়ে হবে।

আদালত স্বীকৃত যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৪ যা প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ না করে স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে সাত বছরের কারাদণ্ডের শাস্তির বিধান করে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি রয়েছে: ৭) স্বামী বা স্ত্রীর বসবাস ২) যে কোন ক্ষেত্রে বিবাহ করে। ৩) যে ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবাহ বাতিল হয় ৪) এই ধরনের স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় সংঘটিত হওয়ার কারণে।

উপস্থিত প্রতিটি উপাদান পর্যবেক্ষণ করে আদালত বলেছিল যে একজন হিন্দু স্বামীর প্রথম বিবাহ টিকে থাকার সময় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে দ্বিতীয় বিয়ে করার কাজটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারাকে আকর্ষণ করে। একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করার জন্য আদালত সংবিধান সংস্করণের সংস্কারক এবং প্রয়োগকারী হিসাবে বিচার বিভাগের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নিপীড়িতদের সুরক্ষা এবং জাতীয় ঐক্য সংহতি প্রচারের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কাম্যতার উপর জোর দিয়েছে।

manupatra®

JUSTICE adda

শ্রী বোধিসত্ত্ব গৌতম বনাম মিস শুভ্রা চক্রবর্তী

মনু/এস.সি/০২৪৫/১৯৯৬

পটভূমি

শুভ্রা চক্রবর্তী,ব্যপটিসট কলেজ,কোহিমার ছাত্রি , বধিইসত্য গৌতম নামক এক লেকচারারের নামে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা করেন।
শুভ্রা চক্রবর্তী সেই লেকচারারের সাথেই এক এয়েআরএ যুক্ত ছিলেন তার কারণে তিনি গর্ভবতী হয়ে পরেন। শিক্ষকটি তার সাথে গোপনে বিবাহ করেন এবং তাকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করেন।

পরের বার তিনি গর্ভধারণ করলেও এক জিনিষ ই ঘটে।
এর মধ্যে বোধিসত্ত্ব সিলচরেরর এক কলেজে চাকরি পাওয়ার পর তিনি শুভ্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা করে তাকে পরিত্যাগ করেন ।

অভিযোগে শুভ্রা বলেছেন যে বোধিসত্ত্ব ছলনার দ্বারা তার সাথে অধিবাসে করেছেন ও তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে আনেন তিনি। অভিযোগে আরও বলা হয়েছিলো যে তাকে বাধ্য করা হয় দুই বার গর্ভপাত করানোর জন্য তার ফলে তিনি অস্বাভাবিক মানষিক ও শারীরিক যন্ত্রনার শিকার হন।

ভারতীয় দন্ডবিধির বিভিন্ন ধারার তত্ত্বাবধানে একটি মামলা নিবন্ধিত হয় বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে। তিনি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেন মামলাগুলো কে খারিজ করার জন্য , কিন্তু তারা বিচার করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমাসিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আইনের প্রশ্ন

অভিযুক্ত ব্যক্তিকেকি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যেতে পারে ?

বিচার

- আদালত মনে করেছে যে, বোধিসত্ত্বকে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব রয়েছে।

- আদালত ধারণা করেছে যে, বিদ্যার্থীদের অধীনে অভয়ন্ত্রনার পরিমাণটি জীবনের অধিকার লঙ্ঘনের দিকে গিয়ে আসে, যা আইন ২১ এ মানে হয় যে, মানব মর্যাদায় সাথে জীবন করা হয়।

- আদালত মনে করেছে যে, বোধিসত্ত্বের ক্রিয়াসমূহ চক্রবর্তীর মৌলেয় এবং মানব মর্যাদায় জীবন পাওয়ার অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে। ভারতে মহিলাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং বিশেষভাবে যৌন হুমকির জন্য মানসিক এবং সামাজিক পরিণতি উল্লেখ করে, আদালতটি একটি অপরাধিক আঘাতে সাহায্য প্রদান করতে একটি ক্রিমিনাল ইনজারি কম্পেনসেশন বোর্ড তৈরি করার আদেশ দিয়েছিল যাতে যৌন হুমকির শিকার হওয়ার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়।

এটি আরও একটি সেট নির্দেশিকা জারি করে যাতে দরিদ্র যৌন হুমকির শিকার হওয়া যাওয়া সক্ষম না মেডিকেল, মানসিক এবং আইনি সেবা দিতে সমর্থ হতে পারে যা ইউনাইটেড নেশনস ডেক্লারেশন অব জাস্টিস ফর ভিকটিমস অব ক্রাইম এবং অব পাওয়ার এর সিদ্ধান্তগুলির সাথে পৃষ্ঠপুষ্ট করে বর্ণনা করে।

আদালতটি এটি প্রদান করে যে, গৌতমকে অভিযোগকারী চক্রবর্তীর জীবনযাপনের জন্য সাপ্তাহিক খরচে তাকে প্রতি মাসে হারিৎ ১০০০ টাকা পরিশোধ করতে বলে। এই অবধি অপরাধিক মামলা চলতে থাকা পর্যন্ত, অংশগ্রহণকারীদের জীবনযাপনের জন্য এই মোট পরিমাণ প্রদান করতে হবে, অভিযোগটি দাখিল করার তারিখ থেকে শুরু করে।

ডি.কে. বাসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলা

মনু/এস.সি/০৭৫৭/১৯৯৭

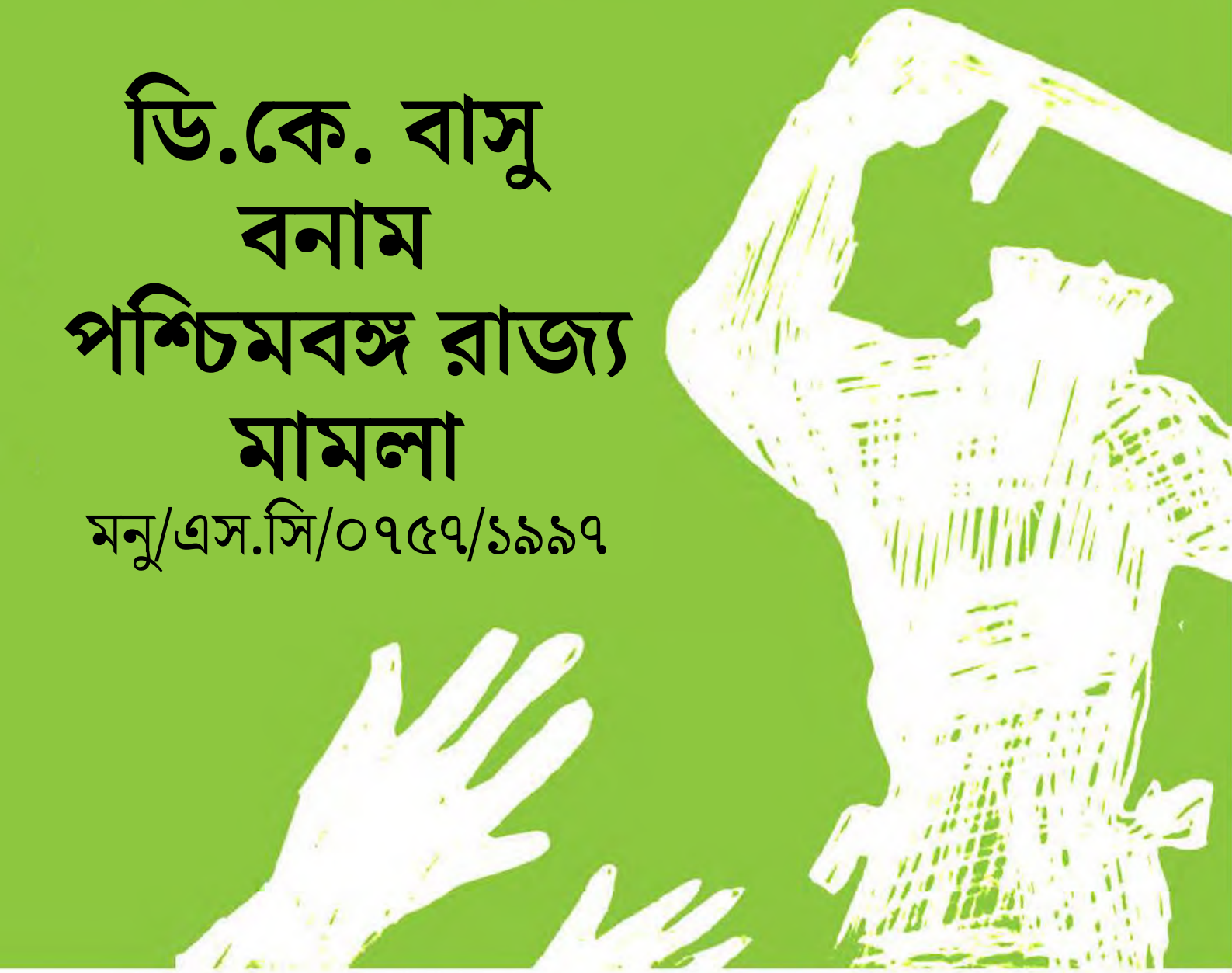

পটভূমি

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় সহায়তা পরিষদের কার্যনির্দেশক চেয়ারম্যান, একটি অরাজনৈতিক সংস্থা, একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন ভারতের মুখ্য বিচারপতির কাছে, যার মাধ্যমে তিনটি সংবাদ পত্রে (দ্য টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যান এবং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস) প্রকাশিত কিছু খবরের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করা হয়েছিলো যেখানে পুলিশের কাস্টডিতে মৃত্যু উল্লেখ করা হয়েছিলো এবং তা আটকানোর জন্য বিদ্যমান নীতি তৈরি করার জন্য আবেদন করা হয়েছিলো। সুপ্রিম কোর্ট চিঠিটি একটি রিট পিটিশন হিসাবে বিবেচনা করে।

বিচার

কাস্টডিয়াল সহিংসতা এর বৃদ্ধি দেখে আতঙ্কিত হয়ে কোর্ট মন্তব্য করেছে: "কাস্টডিয়াল সহিংসতা একটি চিন্তার বিষয়। এটি আরও খারাপ বিষয় যে নাগরিকের প্রতিরক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত হয় এই কাজ টি।"

সংবিধানের ২১ ধারা দ্বারা নিশ্চিত জীবনের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের সমতুল্য হিসেবে কাস্টডিয়াল যন্ত্রণা স্বীকৃতি পায় ও, কোর্ট জানায় যে: " কাস্টডিয়াল মৃত্যু সম্ভবতঃ আইনগত নিয়মে পরিচালিত একটি সভ্য সমাজে অপ্রাপ্য অপরাধের মধ্যে অন্যতম। সংবিধানের ২১ এবং ২২(১) ধারাগুলির প্রাইভেসি ও সংরক্ষণের অধিকারগুলি সক্রূতভাবে রক্ষা করতে হবে। আমরা সমস্যাটি মিটাতে প্রয়োজন না দেখে থাকতে পারি না।"

"একটি নাগরিক কি তার মৌলিক জীবনের অধিকারগুলি হারিয়ে যায়, যখন একটি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে? একটি নাগরিকের জীবনের অধিকারটি কি তার গ্রেফতার হওয়ায় স্থগিত করা হয়? এই প্রশ্নগুলি মানব অধিকার বিধিবিদ্ধানের স্পাইনাল কর্ড স্পর্শ করে। উত্তর, যত্ন হতে হবে, একটি প্রবল না।"

আদালতটি এও মন্তব্য করে যে, কাস্টডিয়াল হিংসানুষ্ঠানের অপরাধীরা দ্বারা খুব বিরক্ত হওয়া অত্যন্ত দকত. কাস্টডিয়াল মৃত্যুর পরিস্থিতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পুলিশ কর্মীদের দায়িত্ব হওয়া সাহায্য করে। পুলিশ শক্তির ক্ষতি প্রতিরোধ করার এবং স্থানভ্রষ্টতা এবং দায়িত্বের নিশ্চিততা নিশ্চিত করার জন্য, আদালতটি মন্তব্য করে যে সমাধান বা সেলাই এর সমস্ত মামলায় নিম্নলিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে:

"গ্রেফতার করা এবং গ্রেফতার করার সময় তার জিজ্ঞাসাবাদ করা পুলিশ কর্মীগণকে সঠিক, দৃশ্যমান এবং স্পষ্ট চিহ্ন এবং নামট্যাগ দিতে হবে, তাদের পদবী সহ ইহার তালিকা অনুমোদিত হবে। যারা গ্রেফতার করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাদের সমস্ত তথ্যটি একটি রেজিস্টারে নিতে হবে।

গ্রেফতার করার জন্য যারা পুলিশ কর্মী, সে তার গ্রেফতারের সময় একটি গ্রেফতার মেমো তৈরি করতে হবে এবং এমন মেমো কমপক্ষে একটি সাক্ষী দ্বারা প্রতিশ্রুতিকরণ করা হবে, যে জন হতে পারে বা গ্রেফতার হওয়ার স্থানের সম্প্রদায়ের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যারা গ্রেফতার হয়েছে। এটি এবং গ্রেফতার করার সময় এটি সাক্ষাত্কার করা হবে।

একজন যে কেউ যদি গ্রেফতার বা সংরক্ষিত থাকে একটি পুলিশ স্টেশনে অথবা জিজ্ঞাসা কেন্দ্রে বা অন্য লক-আপে, তাকে সাক্ষাত্কার হতে, সম্ভাব্য হলে, যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট স্থানে থাকা হয়েছে তা জানানো হবে, যত তাড়াতাড়ি হয়, তার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, এটি ছাড়া যে গ্রেফতার মেমোরিতে অনুমোদিত সাক্ষী হয়।

গ্রেফতারের সময়, স্থান এবং গ্রেফতার ব্যক্তির সংরক্ষণের স্থানের জন্য পুলিশ দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানিতে গ্রেফতার ব্যক্তির পরিবারের বা আঞ্চলিক বা শহরের বাইরে থাকা পরিবারের মাধ্যমে জোগাড় বা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে জেলা এবং সংশ্লষ্ট এলাকার কানুনি সাহায্য সংস্থা মাধ্যমে সময় হয়। গ্রেফতার হওয়ার পর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে।

গ্রেফতার হওয়া বা সংরক্ষণে রয়েছে তার সময় যে কেউ তার গ্রেফতার বা সংরক্ষণের তথ্য প্রাপ্ত করার অধিকার থাকতে হবে, যত সুত্রাংকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বা তাকে সংরক্ষণে রাখা হয়।

গ্রেফতারের ব্যক্তির গ্রেফতার স্থানে একটি ডায়েরির মধ্যে একটি এন্ট্রি করা হতে হবে যা তার গ্রেফতার হওয়ার সময় প্রতিবেদন করবে এবং এটি সহ করে তার গ্রেফতারের পরিবারের প্রথমজনের নাম প্রকাশ করতে হবে যে জন তাকে গ্রেফতার হওয়ার তথ্য প্রদান করেছে এবং তার গ্রেফতারে রয়েছে তাদের নাম এবং তথ্য। গ্রেফতার হওয়ার সময় যদি প্রয়াত্ন হয়, তার মাধ্যমে এবং মাঝারি এবং ক্ষুদ্র আঘাত, যদি কোনও রয়েছে, তা তার / তার শরীরে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা হতে হবে। "ইন্সপেকশন মেমো" টি গ্রেফতার হওয়ার পর প্রতিস্বাক্ষীত হতে হবে এবং গ্রেফতার হওয়ার প্রক্রিয়ার জন্য পুলিশ অফিসারের সাথে সাইন করতে হবে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিকে এর কপি প্রদান করতে হবে

গ্রেফতার হওয়ার পর একজন শিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা প্রতি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার সংরক্ষণ কার্যক্রমে প্রতি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা তার প্রতি সময় পরীক্ষণ করা হবে, যা নির্দেশক, স্বাস্থ্য সেবা, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা ইউনিয়ন টেরিটরিরির নির্দেশক দ্বারা নিয়োজিত একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তারের প্যানেলের মেধাসম্পন্ন ডাক্তার দ্বারা সাক্ষাত্কার হতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা নির্দেশক এই ধারা এবং জেলা এবং জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকের জন্য এমন একটি প্যানেল তৈরি করতে হবে।

উপরোক্ত সমস্ত নথির কপি, গ্রেফতার মেমো সহ, তাদের সব তথ্য ইলাগা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য পাঠানো হবে তার রেকর্ডে।

গ্রেফতার ব্যক্তিটির সাথে জিজ্ঞাসাবাদের সময়, জিজ্ঞাসাবাদের সময়সারি তার আইনজীবীর সাথে দেখা দেওয়া হতে পারে, তবে সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের সময় নয়।

সকল জেলা এবং রাজ্যের হেডকোয়ার্টারে একটি পুলিশ কন্ট্রোল রুম প্রদান করা হবে, যেখানে গ্রেফতার এবং গ্রেফতার ব্যক্তির সংরক্ষণের স্থান সম্পর্কে তথ্যগুলি গ্রেফতার করার কর্মকর্তা দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার 12 ঘণ্টা পরে জানানো হবে এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুমে এটি একটি জনপ্রিয় নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হতে হবে

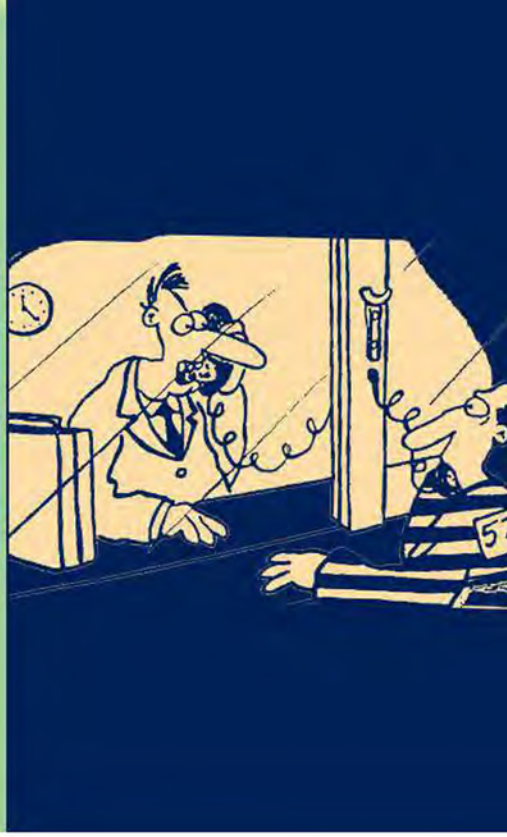

আদালত মনে করলো যে রাজ্যটি তার পাবলিক সার্ভান্টদের কার্যের জন্য ভিক্টেরিয়াসলি দায়ী থাকে, যা নাগরিকেরা এর মৌলিক জীবনের অধিকারের লঙ্ঘনে ফলে। মৌলিক বা মৌদ্রিক পরিশোধ একটি কার্যকর এবং উপযুক্ত উপায়।

এল. চন্দ্র কুমার বনাম ভারত সংঘ

মনু/এস.সি/০২৬১/১৯৯৭

পটভূমি

এই মামলা সংবিধানের ১৯৫০ সালের ধারা ৩২৩-এর ধারা ২(ড) এবং ধারা ৩২৩-বির ধারা ৩(ড) এর সংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে ছিল। এটি আপনায় করেছিল প্রশাসনিক ট্রিব্যুনাল আইন, ১৯৮৫ এর সংবিধানিক বৈধতা এবং ভারতের সংবিধানের অংশ XIV. এর অধীন গঠিত ট্রিবিউনালগুলি কোনও সুপ্রিম কোর্ট পর্যায়ে উচ্চ আদালতের প্রতি জুড়িসডিকশনের দৃষ্টিতে কি স্থানান্তরকারী ছিল।

আইনের প্রশ্ন

কোনও আইনতাত্ত্বিক প্রবিধান/নিয়মের সংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য সংবিধানের ধারা ৩২৩-এর ধারা ২৩-এর (ড) অংশ অথবা ধারা ৩২৩-বির ধারা ৩-এর (ড) অংশ অধীন গঠিত ট্রিবিউনালগুলি কি যোগ্যতা অধিকরণ করে?

বর্তমানে এই ট্রিবিউনালগুলি যেমন কাজ করছে, তাদের কি উচ্চ আদালতের জুড়িসডিকশন প্রদানের জন্য কার্যকরী প্রতিস্থান হতে বলা যায়? যদি না, তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যে অনুযায়ী তাদের সাথে কি পরিবর্তন প্রয়োজন?

কোনও পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট বা রাজ্য পরিষদ, যদি প্রয়োজ্য হয়, ধারা ৩২৩-এর ধারা ২৩-এর (ড) অংশ বা ধারা ৩২৩-বির ধারা ৩-এর (ড) অংশ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা, এটি কি পূর্ণভাবে সমস্ত আদালতের ক্ষমতা বাদ দেয় 'সর্বাংগ ন্যায় আদালত অধীন বাইরে যে কোনও বিতর্ক এবং অভিযোজন সংবিষ্ট করে (ধারা ১ এর ধারা ৩২৩-এর ধারা ২৩-এর অধীন) অথবা ধারা ৩২৩-এর ধারা ২-এর ধারা ২ এর সমস্ত বা কোনও বিশেষ মামলাগুলির সম্মুখে কি সর্বোচ্চ আদালত এবং ধারা ১৩৬ এর ধারা ৩২, প্রয়োজনে উচ্চ আদালতের উপর প্রদত্ত আইনতাত্ত্বিক সমীক্ষার ক্ষমতা সামগ্রিক সম্মতির বিরুদ্ধে?

বিচার

আদালতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ধারা ৩২৩A এর (২)(ডি) এবং ধারা ৩২৩B এর (৩)(ডি), বিধানের ২২৬/২২৭ এবং ৩২ ধারায় উচ্চ আদালতকে এবং সর্বোচ্চ আদালতকে সংস্থাপন করার ক্ষেত্রে উল্লেখিত আদালতের যোগ্যতা বাদ দেয়। উচ্চ আদালতসহ, ধারা ৩২৩B এর অধীনে সৃষ্ট ট্রিবিউনালগুলিরও বৈধানিক ক্ষমতা আছে আইনসভা পর্যবেক্ষণ করার। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রিবিউনালগুলির সিদ্ধান্তগুলি উচ্চ আদালতের রাইট ব্যবস্থাপনা ক্ষমতার অধীনে রয়েছে।

ট্রিবিউনালগুলি সীমানা নির্ধারণ করতে কোর্টটি বললো:

"ট্রিবিউনালগুলি যেসব সময়ে আইনতাত্ত্বিক প্রদানের বৈধতা প্রশ্ন উত্তর হতে পারে, সেই সময়ে তাদের কাজ করতে পারবে। তবে, এই দায়িত্ব পালন করতে, তারা সংবিধানিক স্থাপনায়, যেটি আমাদের অধীন দেওয়া হয়েছে উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত যেগুলি এমন একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রতি স্থানান্তর হতে পারবেনি। এই সংদর্ভে তাদের কাজ শুধু সংপূরক এবং ট্রিবিউনালগুলির সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে তাদের সংবিধানিক উচ্চ আদালতের বিভাগ সামনে মৌলিক হবে। এইসব ট্রিবিউনালগুলি অধীনস্থ আইন এবং বিধিমালার বৈধতা পরীক্ষা করতেও ক্ষমতা থাকবে। তবে, এই ট্রিবিউনালগুলির এই ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অপশনে অধীন থাকবে। ট্রিবিউনালগুলি তাদের মৌলিক আইনের বৈধতা সংবিষ্ট করতে পারবেনা, একটি আইনটি অসমর্থিত ঘোষণা করতে পারবেনা এমন একটি নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে। এই ধারাবিদ্ধ মামলাগুলির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংবাদক হিসেবে আইন আদালতে অধিকারীরা অধিকারীরা দ্বারা প্রয়োজনে অবলোকনে পৌঁছানো হবে।

ট্রিবিউনালগুলি কুশলভাবে কাজ করতে নিশ্চিত করতে কোর্টটি নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিল:

"আমরা এমন মন্তব্য করছি যে, সম্পূর্ণভাবে এমন একটি প্রশাসনিক সংস্থা যা সমস্ত ট্রিবিউনালগুলির জন্য তৈরি করা হতে পারে, যদি সম্ভব হয়, তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, সময়ের ভিত্তিতে যেহেতু সম্ভাবনা নেই, তাই সুপারিশকৃত হয় যে সমস্ত এমন ট্রিবিউনালগুলি একটি একক নোডাল মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকতে উচিত যা এই ট্রিবিউনালগুলির কাজ দেখার জন্য একটি অবস্থানে থাকতে হবে। এমনকি কয়েকটি কারণে সেই মন্ত্রণালয় উচিতভাবে আইন মন্ত্রণালয় হতে পারে। এটি মন্ত্রণালয়ের জন্য পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে যে, তার পালক মোটামুটি হলো ট্রিবিউনালগুলির কাজে যদি কারণে আগ্রহ নেয়। এটি নিজেও তাদের কাছে একটি স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করতে পারে। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে যদি ট্রিবিউনালের প্রধান বা চেয়ারপারসন কোনও কারণে ট্রিবিউনালের কাজে যথাযথ আগ্রহ নেয় না, তবে সম্পূর্ণ সিস্টেম শিথিল হবে না এবং ন্যায়ের চূড়ান্ত উপভোগকারী কখনও ক্ষতি হবে না। আমাদের মতামতে, এমন একটি একক ছাতা সংস্থা তত্ত্বের অনেক অশুভ দূর করতে সক্ষম হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, সেন্টি এবং রাজ্যের স্তরে একক ছাতা সংস্থা থাকতে পারে। এমনকি, এমন একটি পরিচালনা সংস্থা অধিকারীদের স্বতন্ত্রভাবে বজায় রাখা হবে। এই দিকে প্রতিটি ট্রিবিউনালের সদস্যদের নির্বাচনের পদ্ধতি, ট্রিবিউনালগুলির কাজের জন্য অনুমোদন করার জন্য কোর্টের উদ্দেশ্যে, এবং অন্যান্য সম্বন্ধিত বিশদগুলি প্রয়োজনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।"

বিশাকা বনাম রাজস্থান রাজ্য

মনু/এস.সি/০৭৮৬ / ৭৯৯৭

প্রস্তাবনা

এই যাত্রা এর তাৎক্ষণিক কারণ হলো রাজস্থানের একটি গ্রামে এক সামাজিক কর্মীর উপর ভীষণ গ্যাংরেপ হওয়া, যিনি ক্ষুদ্র বিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আনল একটি উদাহরণ যা কর্মকারী মহিলাদের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথে কলঙ্ক করে।

স্ত্রীলোককে কর্মস্থলে যৌন হেরাসমেন্ট থেকে রক্ষা করতে নির্দেশিকা

1 কর্মকর্তা এই ধরনের অপরাধের প্রতিরোধ, সমাধান এবং দায়িত্ব সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে বাধ্য।

2 কর্মস্থলে যৌন হেরাসমেন্ট কি?

এটি অস্বীকার্য যৌন নির্ধারিত আচরণ যা বিকাশ হয় সেই সময়ের পরিস্থিতিতে যা বিকল্প করে শিক্ষকের কর্মসংক্রান্ত সম্পর্কে সেই কর্মসংক্রান্ত মামুলি শর্তগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং এটি একটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ সমস্যা হতে পারে।

3 শত্রুতা সৃষ্টির সার্থককরণে প্রতিরোধ করার জন্য করণীয় পদক্ষেপ

4 যৌন হেরাসমেন্টের প্রতি শাস্তি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত

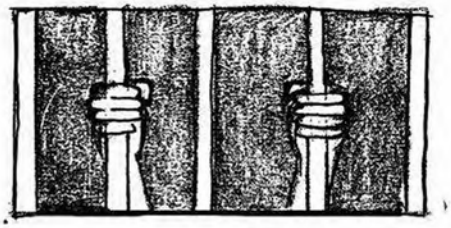

অভিযোগ পদ্ধতি

5 শাস্তিপ্রদ ক্রিয়া

6 অভিযোগ প্রক্রিয়া সমস্ত অভিযোগ সমাধানের জন্য স্থাপন করা প্রয়োজন

শ্রমিক উদ্যোগ

7 অভিযোগ প্রক্রিয়া সমিতি গঠিত করা উচিত এবং তার প্রধান নারী দ্বারা সংবাদশালা হতে চাইবে।

8 কর্মীদের উচিত ফোরায় সমস্যা উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া উচিত

9 যৌন হেরাসমেন্ট সচেতনতা

"স্ত্রীদের কর্মস্থলে (প্রতিরোধ, নিষেধ ও প্রত্যাশা) আইন ২০১৩" কত্তকিয়া।

সামথা বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য

মনু/এসসি/১৩২৫/১৯৯৭

প্রসঙ্গ

সামথা একটি প্রচারণা এবং সামাজিক কার্যক্রম গ্রুপ, যা আন্ধ্র প্রদেশে কাজ করছে, উপজাতির সম্প্রদায়গুলির অধিকার এবং পরিবেশের সুরক্ষা জনিত সমস্যা সমাধানের লড়াই করছে। সামথা আন্ধ্র প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে স্থিতিকার অঞ্চলে ব্যক্তিগত খনি সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত প্রাথমিক মিলনের জন্য তাদের মামলা আদালত এবং স্থানীয় আদালত তাদের মামলা খারিজ করে।

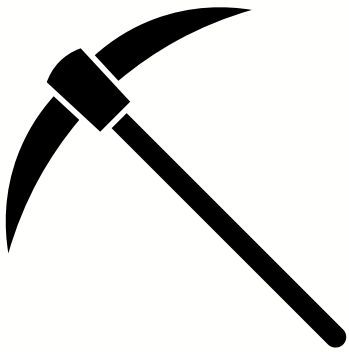

আইনের প্রশ্নগুলি

এই মামলায় প্রশ্ন উঠেছিল সরকারের ক্ষমতা নানা-উপজাতিক অঞ্চলে অস্থায়ী সারণি প্রদান করতে, আইনের (খনি এবং খনিজ (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতি) আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ১১ (৫) এর) উল্লঙ্ঘ স্থানের জন্য অনন্য উপজাতিকের সাথে ভূমি সম্পর্কে বাধা সংক্রান্ত, এবং এরপর খনি আইন অনুসারে নন-উপজাতিকদের কাছে খনি প্রদান করা মান্য কি না তা।

বিচার

- আদালত তার রায়ে মন্তব্য করেছে যে, মাইনিং লিজ অ-ট্রাইব্যালদের, কোম্পানি, কর্পোরেশন এগ্রিগেট বা পার্টনারশিপ ফার্ম, ইত্যাদি-কে স্থানীয় অস্থায়ী, অবৈধ এবং অচল করা হয়েছে।

- অসংখ্যবার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অবস্থানের জন্য ধারাবাহিক দান দেওয়া হয় না, সূচিত এলাকায় ভূমির লীজ অস্থায়ী অস্থায়ী করার মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে।

- আদালত ঘোষণা করেছে যে, "ব্যক্তি" একটি ন্যাচুরাল ব্যক্তির সাথে একটি যুরিস্টিক ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবে

- এটি আরও ঘোষণা করেছে যে, ভূমির সরবরাহকে সরকার বা তার প্রতিরোধক্ষমতার কাছে সরবরাহ করা হয় এবং এটি একটি অবস্থানীয় নীতির লক্ষ্য ছিল এবং অতএব এই সরবরাহগুলি বজায় রাখা হয়েছে।

- আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, উদ্যোগ কারয়ালয়ের একটি স্থায়ী অর্থের ২০% একটি স্থায়ী তহবিল হিসেবে নেওয়া উচিত, যা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা স্থাপন এবং রক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবহন সুবিধা উপকরণের মাধ্যমে জলসঞ্চয়, হাসপাতাল, স্যানিটেশন এবং পথ প্রয়ান করে।

- একটি লীজের নবায়নও একটি নতুন লীজের মধ্যে প্রদত্ত হবে এবং অতএব, এরকম যেকোনও নবায়ন অস্থায়ী হবে।

- যেখানে নবায়ন অস্থায়ী লীজ প্রদানের জন্য সর্বাধিক মাইনিং লিজের জন্য আইনসভার মোকদ্দমা প্রদানের জন্য যোগাযোগ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে একটি সচিব সমিতি এবং একটি রাজ্য মন্ত্রিসভা উপ কমিটি গঠন করতে হবে এব বছরের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

- সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, যারা সংবাদপত্র ধারণ করে, এবং প্রধানমন্ত্রী, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রতি বছরে একটি সংগঠনমূলক নীতি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি সভা হতে চাইবে এবং প্রতিটি স্টেটে অনুষ্ঠান করা হবে।

বিনীত নারায়ণ বনাম ভারত সংঘ

মনু/এসসি/২৭/১৯৯৮

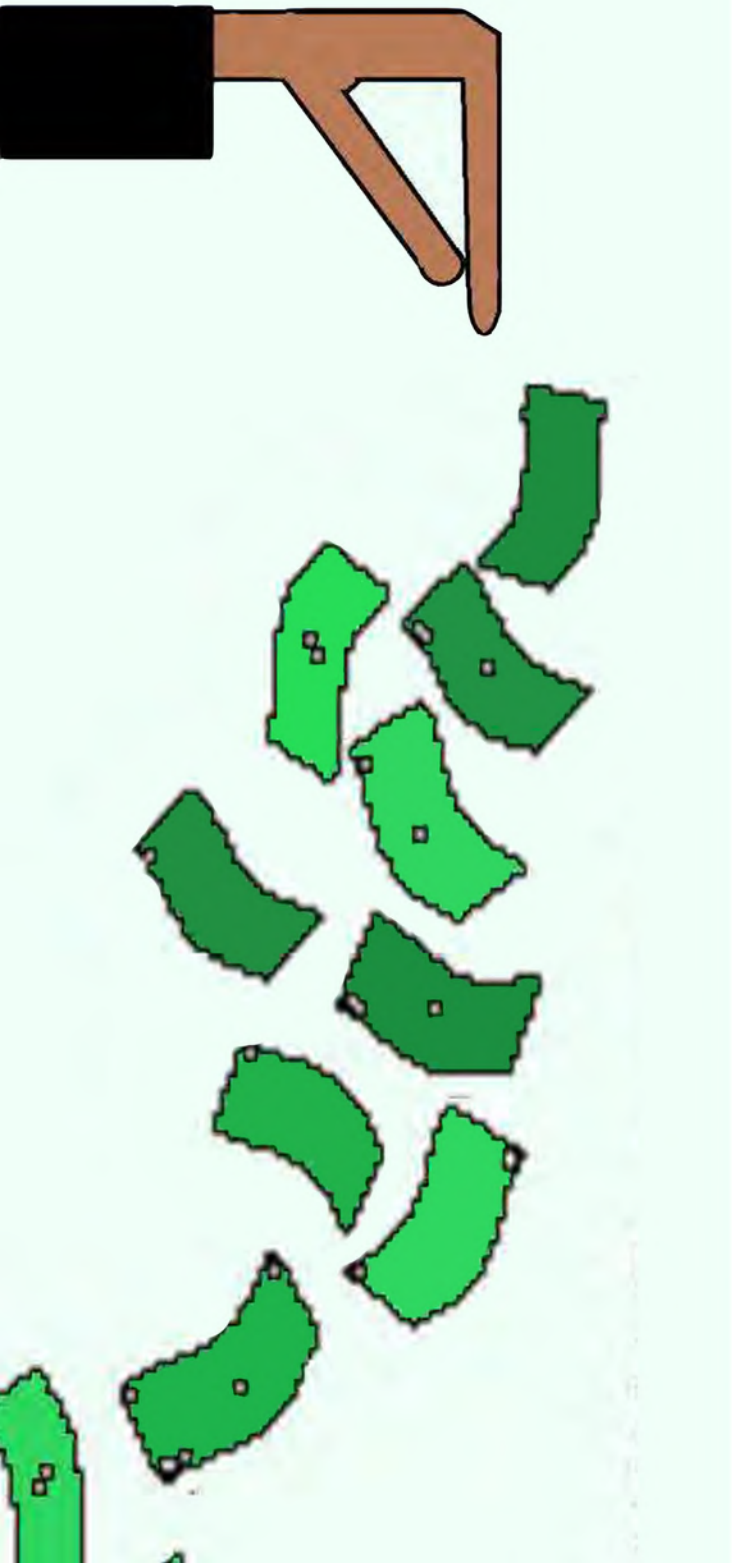

প্রকারণসমূহ

আতঙ্কবাদী গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিনের একটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার গ্রেফতারে জানা গিয়ে সেই আতঙ্কবাদী গোষ্ঠী দ্বারা কয়েকজন উচ্চস্তরের ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে সম্ভাব্য ব্রাইবারি পেমেন্টের অভিভূতি প্রকাশ হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক হাওলা স্ক্যান্ডাল হয়েছিল, তবে সেই প্রকাশনার পর স্বাভাবিকভাবে কোনো প্রধান তথ্যায়ন ব্যক্তিগত তথ্যায়ন না হওয়ায় একটি প্রধান তথ্যায়ন নেই।

বর্তমান রাইট পিটিশনগুলি গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল ৩২ এর আওতায় জনগণের সার্বজনীন প্রাথমিকতার তপত্তি নেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রকাশিত ব্যক্তিগতগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সরকারে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের সুরক্ষা করার জন্য সংবিধানকে আরও অনুসার করার অভিযোগ করা হয়েছিল।

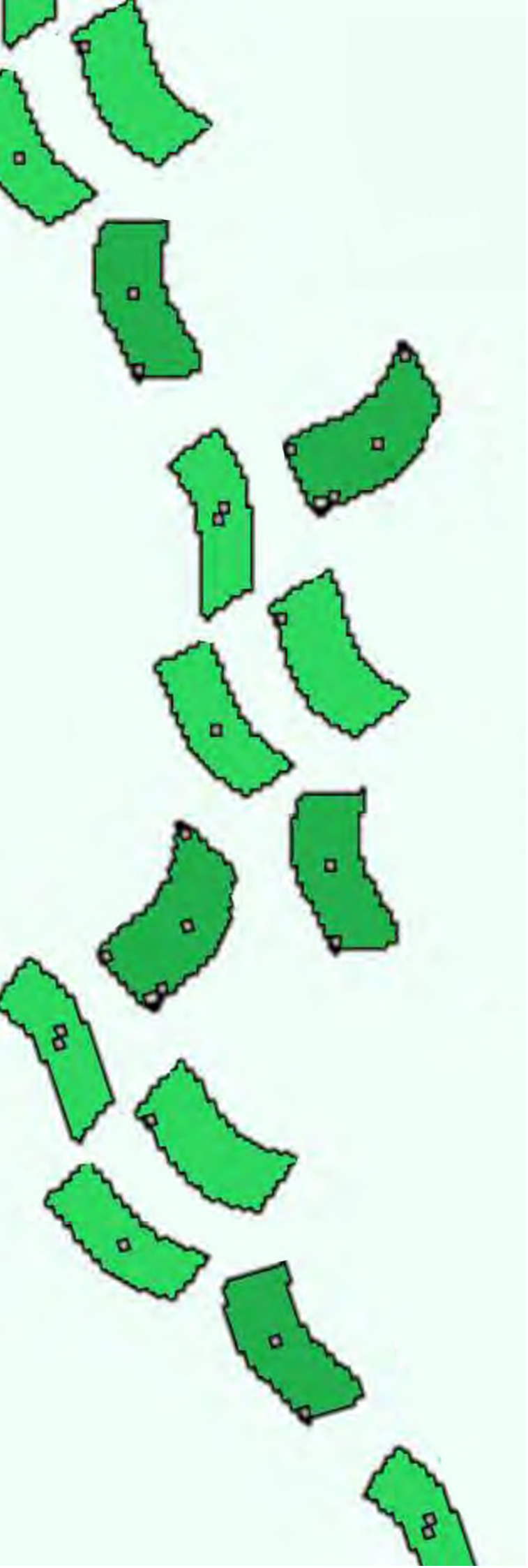

আইনি প্রশ্নসমূহ

কি কোনো বিচারিক উপায় পাওয়া যায় যখন সেবি-আই (যা নির্বাচনের অধীনে রয়েছে) এর তলে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ গণগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত বিচারণা বিলম্ব হয়েছে?

সিদ্ধান্ত

সুপ্রিম কোর্ট এই মৌলিক জড়িত নেতা, কর্মচারী এবং অপরাধী মধ্যে সংযোগের সম্মুখীন হয়ে প্রথমবারের মতো যাচাই নেয়। রায়ের মধ্যে এই ন্যায়িকতা বিশেষভাবে আসর নেয়ার কারণে, আদালত প্রধানভাবে যদু করে তাদের এককৃতি কর্মসূচির কোনও বাইরের প্রভাব থেকে প্রতিরোধ করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞান করে।

“এটি আমাদের জন্য একটি স্থিতিশীল অনুবর্তন এবং কোনও বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত একটি নিষ্কলঙ্ক এবং নিষ্পত্তি সংস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা এবং আবদ্ধতা নিয়ে এই অবকাঠামো নিয়ে আসার সময়। এই প্রবাদমূলক অবধারণার মৌলিক অংশ: "তোমার যতই উচ্চ হোক, নিম্ন তোমার উপর আছে"। এই দ্বারা নির্ধারিত ডেমোক্রেসির অবস্থানে যে সমস্ত প্রযুক্তি আচরণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে, যার মৌলিক অংশ হল আইনের আদান-প্রদান।”

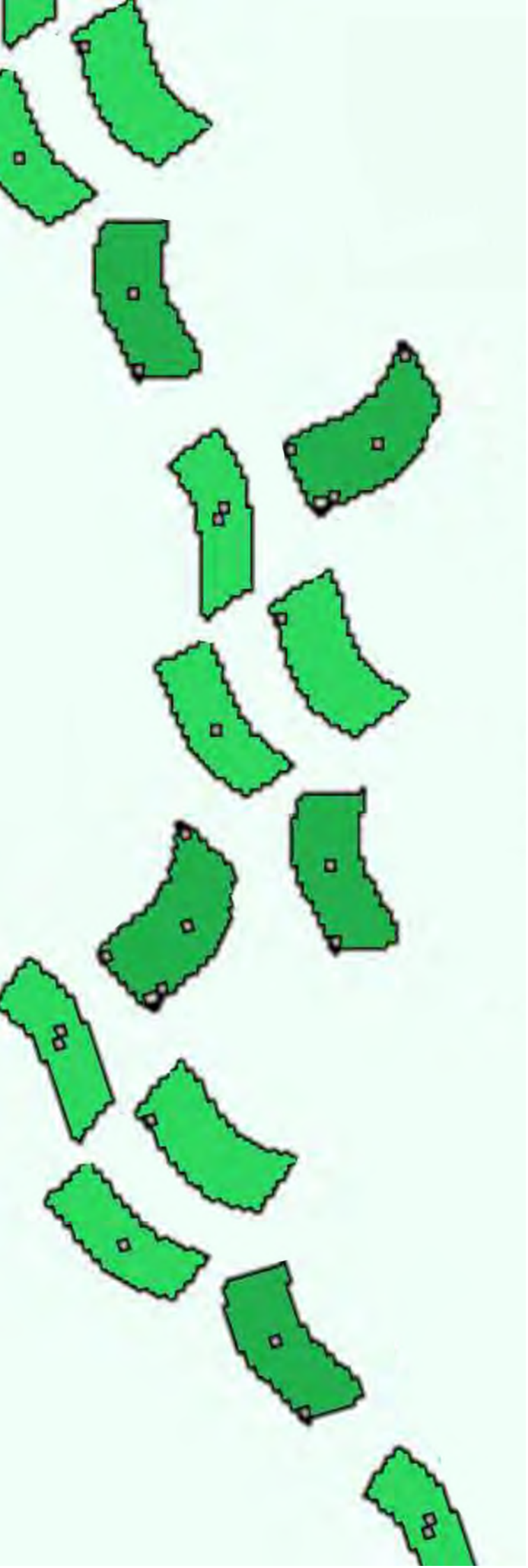

আবেগ জানিয়ে এই মামলা এবং মৃত্যুদণ্ডী যা ন্যায়িকা এই ধরনের মামলায় খেলতে পারে, আদালত বললো যে সেই ব্যক্তি যে বিরুদ্ধে যার বিরুদ্ধে যোগ্য সহিত সাম্যে এবং একইভাবে আইন অধীনে প্রযোজ্য করা উচিত। আদালত বললো যে, এইচডি এজেন্সিগুলি যেগুলি এটা করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাই একটি প্রয়োজনীয় অসংযোজক প্রণালী প্রয়োজন ছিল।

আদালতটি সীমাবদ্ধতা এবং স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চততা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল এবং সিবিআই এর নির্ভরশীলতা এবং স্বায়ত্তশাসন সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশন (সিভিসি), একটি স্বায়ত্তশাসন করানা সরকারের নজরদারিতা থেকে মুক্ত হতে এবং সিবিআইকে এই নির্দেশটি অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। এই নির্দেশিকা দ্বারা সিবিআইকে উচ্চস্তরের কর্মকর্তা নিযুক্তি এবং নির্বাচনে প্রদানকৃত প্রদর্শনের জন্য স্থায়িতা এবং স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছিল। এই নির্দেশনা মুক্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারিতা থেকে সিবিআইকে আলাদা করে নিয়ে নিল এবং এটি পূর্বে সিবিআইর উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের অনুসরণের জন্য অংশীদার হিসেবে মৌনতা প্রদান করা হয়েছিল যা সিবিআইর আগের জবাবদিহি অবলম্বনে অলসতায় কারণগুলির জন্য অংশীদার ছিল।

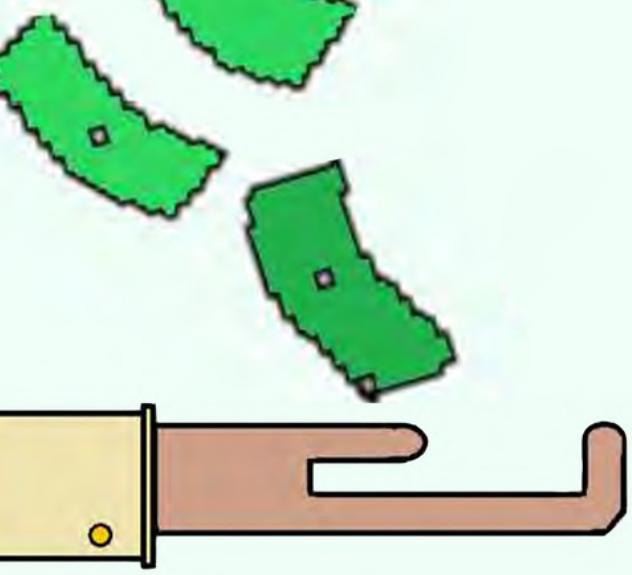

এখন সিভিসি এর দায়িত্ব ছিল নিশ্চিত করা যে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিযানের তদন্ত সম্পন্ন হয়, তাদের ব্যক্তিত্বের অভিযোগ যে হোক তা বিচার করা হয়েছিল এবং সরকার থেকে যে কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়া। এটি আপনাত একটি প্রতিষ্ঠানিক স্থিতি প্রদান করতে এবং সিভিসি এর স্বায়ত্তশাসন এবং স্বায়ত্তশাসনের স্থিতি নিশ্চিত করতে গাইডলাইন প্রদান করতেও বিচার করে।

আদালতটি একটি পূর্বাভাস ছাড়া জনস্বত্ত্বের উপর নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তার দায়িত্ব ব্যবহার করেছিল।

চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড
বনাম
চন্দ্রিমা দাস
মনু/এসসি/০০৪৬/২০০০

বিষয়বস্তু

শ্রীমতী চাঁদ্রিমা দাস, কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট, রেলওয়ের বেশিক্ষম কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববচ্ছেদের জন্য সংস্পর্শে বিধায়ক ২২৬ এর অধীনে জরুরি এক যাচিকা দাখিল করেন। এই যাচিকায় সংযুক্ত বিভিন্ন রেলওয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিক্ষম মহিলা স্মৃতি হানুফা খাতুনের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করেন, যিনি পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া স্টেশনে বেশী সংখ্যক লোকের দ্বারা গ্যাং-রেপ করা হয়।

এছাড়াও, শ্রীমতী চাঁদ্রিমা দাস বহুত অন্যান্য বিচারের সম্পর্কে দাবি করেন, যার মধ্যে রেলওয়ের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপরাধপূর্ণ এবং অসামাজিক কার্যকলাপের উন্মূলনের জন্য প্রতিক্রিয়াকর্তাদের দিকে একটি নির্দেশ দেয়া আবেগ রয়েছে।

উচ্চ আদালত হাওড়া রেলওয়ের ভবনে (রেল যাত্রী নিবাস) হানুফা খাতুনের ক্ষতিপূরণের জন্য ১০ লাখ টাকা প্রদান করে। কারণ উচ্চ আদালত মনে করেন যে রেলওয়ের অধিওপর রামপত্র (রেল যাত্রী নিবাস) ভবনে গণতন্ত্রের কর্মকর্তা দ্বারা অপরাধ করা হয়েছে।

উচ্চ আদালত এই কেসে উপর উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপরোক্ত করার প্রতিবাদ করল।

আইনি প্রশ্নসমূহ

আইনের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতে দাবী করা কার্যক্রমে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে কি?

রেলওয়েজ/ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক বিক্ষম লোকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রয়োজন কি?

সিদ্ধান্ত

বিক্ষমের ক্ষতিপূরণের জন্য বিক্ষমের দাবিতে প্রশাসকীয় আইনতে ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করে, আদালত বলেছে, "সুমতির প্রকাশ যে সুমতি খাতুন কর্তৃক বিক্ষমের ক্ষতিপূরণের দাবি জন্য সিভিল আদালতে অনুমতি নেওয়া উচিত এবং এই বিষয়কে সংশোধন করার জন্য বিধি আদালতে দাবি করা উচিত নয়, তা গ্রহণ করা যাবেনা। যেখানে পাবলিক কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট এবং বিষয়টি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বা পাবলিক দায়িত্ব সাপেক্ষে তথ্য প্রদান করে, সেই মৌলিক অধিকারের অধ: সুমতি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকবে সিভিল আদালতে দামের জন্য দাবি করা সাপেক্ষে অনুমতি নেওয়া উচিত।"

সংবিধানের ধারা 21 অন্তর্ভু ক্ত জীবনের অধিকার নাগরিক হলেও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপলব্ধ। আদালত বিচার করে যে রাষ্ট্রটি সে প্রতি সংবিধান ভিত্তিক দায়িত্ব রাখে এবং তার জন্য, সেইসাথে, উচ্চ আদালতের পূর্বের সত্যতা অনুমতি দেওয়া মান্য।

আদালত পেলে, রেলওয়ে কর্মীদের দ্বারা অপরাধ করা দলিলে কেন্দ্রীয় সরকার বিকারপ্রায় দায়ী বোধ করা গেল। আদালত বলেছে যে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে, সরকারের কার্য একদিকে নিয়োজনীয় নয় বা প্রশাসন সংক্রান্ত নয় বরং সেইসাথে সেগুলি শিক্ষা, বাণিজ্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং যাত্রা সহ স্প্রাস্থান পর্যাপ্ত বিষয় প্রসারিত করার প্রসার করে।

manupatra®
JUSTICE adda

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০৬৪০/২০০০

পটভূমি

১৯৯৪ সালে, আবেদনকারী, একটি বাঁধ বিরোধী সংগঠন, এর বিরোধিতা করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে।জল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।পরিবেশগত ছাড়পত্রের অভাব, ব্যাপক স্থানচ্যুতি এবং অপর্যাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি কারণে ছিল এই বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে চেয়েছিল।

বিচার

খুব শুরুতেই আদালত প্রকল্পের সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত বিবাদ ছিলো যে প্রকল্পটি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ।১৯৯০ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে, খরচ এবং সুবিধা বিশ্লেষণ করেছিল যে প্রকল্পে মূলত সর্দার সরোবর নির্মাণের সুবিধার কথা বলা হয়েছে এবং বাঁধ এতটাই বড় ছিল যে সেগুলো মানব ও পরিবেশের জন্য

ক্ষতিকারক।প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়নি। জলসম্পদ মন্ত্রণালয় ,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং গুজরাট সরকার পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন তদন্তের বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এটি স্বীকার করে, আদালত বলেন যে এটা স্পষ্ট যে সরকার প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের পরিবেশগত দিকগুলির সাথে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল।

আবেদনকারীর মতে এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে বলে পর্যবেক্ষণ করে আদালত জানিয়েছে যে এটি খরাপ্রবণ এলাকায় জল নিয়ে যাওয়া এবং জলের বাস্তুসংস্থান, দেশে অভাব-অনটন থাকায় কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে এবং সবুজ আচ্ছাদন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রকল্প বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে।

স্থানান্তরিত উপযুক্ত বাসস্থানে জনগণ পুনর্বাসিত এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রশ্নের সাথে সম্বন্ধিত, আদালতটি একটি যথাযথ পুনর্বাসন পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালেও, বিবাদ একটি নায়ক ভি. রামস্বামি দ্বারা প্রধানভাবে প্রদান করা পুরস্কারে একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা উল্লেখ করে। তার মধ্যে উল্লিখিত ছিল:

- যারা সম্পর্কিত ধানের একরের ২৫% হতে বেশি জমি অর্জন করেছে, তাদেরকে অর্জন করা জমির মাত্রার পর্যায়ে পড়াশোনা করার অধিকার থাকবে। উপর্জীবিত হোক, প্রতিটি প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তির জন্য খাদ্যযোগ্য জমি এবং অতিরিক্তভাবে বিনামূল্যে একটি বাড়ির জমি প্লট বরাদ্দ করা হবে এবং একটি পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন অনুদান।

- পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন সিভিল সুবিধা মধ্যে প্রদান করা হয়েছে, এমনকি প্রতিটি ১০০ পরিবারের জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল, একটি পঞ্চায়েত ঘর, একটি ডিস্পেনসারি, একটি বীজ স্টোর, একটি শিশু উদ্যান, একটি গ্রাম পোন্ড এবং প্রতিটি ৫০০ পরিবারের জন্য একটি ধার্মিক পূজার জন্য একটি স্থান; প্রতিটি কলোনিতে মূল সড়কের সাথে জড়িত একটি পানীয় স্রোত, প্রধান রাস্তা সংযোগ করা, ইলেক্ট্রিফিকেশন, স্যানিটারি ব্যবস্থা ইত্যাদি।

আদালত একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক অফ এজেন্সি এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার মনিটরিং এবং অনুমোদনের জন্য একটি প্রণালী উপস্থাপন করার মতো মন্তব্য করে।

নর্মদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

ট্রাইব্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের ১৯৭৯ এর ফলস্বরূপ গঠিত একটি সংস্থা অধীনে এর নিম্নোক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করা হয়েছে:

- জলমগ্ন জমির ক্ষেত্রে সর্দার সরোবর প্রকল্প (এস. এস. পি.) এবং ইন্দিরা (নর্মদা) সাগর প্রকল্প (আই. এস. পি.) জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
- এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এসএসপি-প্রকল্পের অধীনে গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ক্ষেত্রে আইএসপি।
- বাস্তবায়নের ফলাফলের আলোকে সময়ে সময়ে পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন (আর অ্যান্ড আর.) কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।
- পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের দ্বারা অর্পিত সংস্থাগুলির রিপোর্ট পর্যালোচনা করা।
- পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা পরী পাসুর কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো এবং পরিবেশগত দিক থেকে ভারত সরকার এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রক দ্বারা আইএসপি এবং এসএসপি-কে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
- এস. এস. পি. এবং আই. এস. পি. এর প্রোগ্রামে আর অ্যান্ড আর. -এর সাথে জড়িত রাজ্য/এজেন্সিগুলির সমন্বয় সাধন করা।
- এসএসপি এবং আইএসপি সম্পর্কিত পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যেকোনো বা সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

প্রকল্প থেকে প্রভাবিত পরিবারগুলিকে তাদের চিন্তা অভিযানে সক্ষম করতে, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে তিনটি রাজ্যে অভিযোগ নির্ধারণ করার জন্য অভিযোগ নিবারণ কমিশন স্থাপন করা হয়েছিল।

গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল যাতে প্রকল্প-আক্রান্ত পরিবার তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে

১. ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী বাঁধের নির্মাণ কাজ চলবে।

২.যেমন ত্রাণ ও পুনর্বাসন উপ-গোষ্ঠী ৯০ মিটার পর্যন্ত নির্মাণ পরিষ্কার করেছে, একইভাবে অবিলম্বে করা যেতে পারে। উচ্চতা আরও বাড়ানো হবে শুধুমাত্র সঙ্গে পারি পাসু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বাস্তবায়ন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন দ্বারা ছাড়পত্রের উপর সাব-গ্রুপ। রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সাব-গ্রুপ পরবর্তী নির্মাণের ছাড়পত্র দেবে তিনটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করা হচ্ছে।"

৩.পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের অধীনে পরিবেশ উপ-গোষ্ঠী,ভারত সরকার বাঁধ নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবেশ বিবেচনা করবে এবং দেবে ৯০ মিটারের বেশি নির্মাণের আগে ছাড়পত্র নেওয়া যেতে পারে।

৪.নর্মদা কন্ট্রোল কতৃপক্ষ দ্বারা বাঁধের উচ্চতা ৯০ মিটারের বেশি বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে। সময়ে সময়ে, ত্রাণ থেকে উপরে উল্লিখিত ছাড়পত্র পাওয়ার পর এবং পুনর্বাসন সাব-গ্রুপ এবং এনভায়রনমেন্ট সাব-গ্রুপ।

৫.অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের রিপোর্টগুলি দেখায়, জমি চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত জমি অধিগ্রহণের কাজে, এবং প্রকল্প বহিষ্কৃতদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদিতে যথেষ্ট শিথিলতা রয়েছে।আমরা মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যকে পুরস্কার বাস্তবায়ন এবং ত্রাণ প্রদান এবং তাদের দ্বারা প্রদত্ত প্যাকেজের শর্তে বহিরাগতদের পুনর্বাসন ইত্যাদি মেনে চলতে নির্দেশ দি। এনসিএ বা রিভিউ কমিটি বা এনসিএ কর্তৃক প্রদত্ত, কিংবা অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা সহ রাজ্য গুলিকে মেনে চলতে হবে।

৬. “যদিও এর অধীনে আরোপিত শর্তগুলির সাথে যথেষ্ট সম্মতি রয়েছে,পরিবেশ ছাড়পত্র এনসিএ এবং এনভায়রনমেন্ট সাব-গ্রুপ যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি কেবল সুরক্ষার জন্য নয়, কিংবা পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্য নেওয়া হয় সেই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করতে থাকবে।

৭.এনসিএ আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে নির্মাণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করবে ও কাজ গ্রহণ করা হবে। এই ধরনের একটি কর্ম পরিকল্পনা একটি সময়সীমা ঠিক করবে যাতে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ত্রাণ ও পুনর্বাসন পারি পাসু নিশ্চিত করা যায়। প্রতিটি রাজ্য এনসিএ এবং ইভেন্টে প্রস্তুতকৃত কর্ম পরিকল্পনার শর্তাবলী মেনে

চলবে।কোনো বিরোধ বা অসুবিধা দেখা দিলে পর্যালোচনা কমিটির কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিটি রাজ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রনসিত্র-এর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে ।

৮. ত্রনসিত্র-এর সামনে থাকা কোনো বিষয়ে কোনো অমীমাংসিত বিরোধ থাকবে তখনই পর্যালোচনা কমিটি মিলিত হবে। যে কোনো ক্ষেত্রে পর্যালোচনা কমিটি তিন মাসে অন্তত একবার মিলিত হবে যাতে বাঁধ নির্মাণের অগ্রগতি তদারকি করা যায় এবং আর অ্যান্ড আর. কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা যায়।যদি কোন কারণে পুরস্কার বাস্তবায়নে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয় এবং সেটি পর্যালোচনা কমিটিতে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়, তখন কমিটি সেটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে পারে। এই বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।”

৯.অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষর প্রয়োজনে যথাযথ নির্দেশনা জারি করা, আর অ্যান্ড আর. যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি
কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়ন না হলে নির্দেশনা, জিআরএ গুলি পর্যালোচনা করার স্বাধীনতা পাবে।

১০. প্রকল্পটি যাতে যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা যায় তার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হবে।

এম.সি মেহতা বনাম কমল নাথ

মনু/এস.সি/০১৮৯/২০০২

পটভূমি

১৯৯০ সালে স্পান মডেল প্রাইভেট লিমিটেড, স্পান মডেল প্রাইভেট লিমিটেড এর মালিক স্পান ক্লাব নামক এক উদ্যোগ শুরু করেন। এই ক্লাব বন্য পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত জমির মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে তৈরি হয়েছিলো। তখনকার পরিবেশ মন্ত্রী কমলনাথ সেই কোম্পানির এই প্রজেক্টের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে সেই জমিটি কোম্পানিকে লিস দেন। এই দখলের ফলে বিয়াস নদীর স্ফীত হয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং স্প্যান ক্লাব ভেসে যায়। সেই কোম্পানি বুলডোজার এবং আর্থমুভার ব্যবহার করে সেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে।১৯৯৫ সালে প্রবল বন্যার জন্য সেই ১০৫ কোটির সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালে আদালত একটি রায় দেন

ভারত সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের দেওয়া পূর্বানুমতি এবং মেটেলের পক্ষে ইজারা দলিল বাতিল করা হয়েছিল

হিমাচল প্রদেশ সরকারকে এলাকাটি দখল করে তার আদি প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

এলাকার পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য খরচের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

ধাতু নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নিঃসরণ করবে না। এটি হিমাচল প্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ম্যাটেল দ্বারা স্থাপিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস/ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। যদি মেটেল দ্বারা বর্জ্য/বর্জ্য নিঃসরণ নির্ধারিত মান অনুযায়ী না হয়, তাহলে মেটেলের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হিমাচল প্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বিয়াস নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশনের অনুমতি দেবে না। বোর্ড কুলু মানালি এলাকার সমস্ত হোটেল/প্রতিষ্ঠান/ কারখানা পরিদর্শন করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি অপরিশোধিত বর্জ্য/বর্জ্য নদীতে ফেলে দেয়, তাহলে বোর্ড আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

আদালত পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদকেও স্বীকৃতি দিয়েছে যার অর্থ হল সার্বভৌম জনসাধারণের জন্য কিছু সম্পদের আস্থা রাখে, জমির অংশ হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা নির্বিশেষে।

মামলাটি, যেটি আদালত ১৯৯৬ সালে তার রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দূষণ জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সেটি আবার আদালতের সামনে আনা হয়েছিল।

বিচার্য বিষয়

এই মামলার সাথে জড়িত প্রশ্নটি ছিল দূষণকারীর দায়বদ্ধতার পরিমাণ এবং দূষণ জরিমানা এবং ক্ষতির প্রকৃতি সম্পর্কে তারা প্রত্যাশিত অর্থ প্রদান করবে।

বিচার

আদালত তার রায়ে বলেছে যে পরিবেশের ক্ষতি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত মৌলিক অধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং এইভাবে ক্ষতিগুলি কেবল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি হিসাবে, বায়ু, জল নামক পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলির কোনও ব্যাঘাত ঘটায়। এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অর্থে জীবনের জন্য বিপজ্জনক হবে। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই আদালত উপরে উল্লিখিত আইনগুলির বিধান কার্যকর করার পাশাপাশি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ২১ এর অধীনে মৌলিক অধিকারগুলিকেও কার্যকর করেছে এবং বলেছে যে যদি সেই অধিকারগুলি লঙ্ঘিত হয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটিয়ে এটি কেবল পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য নয়, সেই বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।

আদালত এই ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ এবং পল্যুটার পেস নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি বলেছে দূষণ একটি নাগরিক ভুল। স্বভাবতই এটি সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি নির্যাতন। সুতরাং যে ব্যক্তি দূষণ ঘটাতে দোষী তাকে পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অপরাধীর কাজের কারণে যারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তাদেরও তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি একটি পিআইএল বা রিট পিটিশনে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে যেমনটি ধারাবাহিক সিদ্ধান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বোক্ত ক্ষতির পাশাপাশি দূষণ ঘটাতে দোষী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যও দায়ী করা যেতে পারে যাতে এটি অন্যদের জন্য কোনোভাবে দূষণ না ঘটাতে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে। দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতির আকারে স্প্যান হোটেলগুলিকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভারতের ইউনিয়ন বনাম অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম

মনু/এস.সি/০৩৯৪/২০০২

পটভূমি

প্রার্থীদের শিক্ষাগত এবং অপরাধমূলক পটভূমির পাশাপাশি সম্পদ ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত ভোটারদের তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতের ইউনিয়ন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল।

বিচার্য বিষয়

- ভোটারদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানার অধিকার আছে কি না?
- হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা জারি করার ক্ষমতা আছে কি না?

বিচার

আদালত বলেছিল যে নাগরিকদের সরকারী কর্মকর্তা এবং অফিসের প্রার্থীদের তাদের সম্পদ এবং অপরাধমূলক এবং শিক্ষাগত পটভূমি সহ তাদের সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারটি বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ভোটারদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে প্রার্থীদের পূর্বসূরি সম্পর্কে জানার অধিকার , এই বিষয়ে আদালত জানিয়েছেন যে,

"আমাদের মতে, এমনকি নিরক্ষর ভোটারের সিদ্ধান্ত, যদি সঠিকভাবে শিক্ষিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে অবহিত হয় তবে প্রার্থী নির্বাচনের তার প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে। গণতন্ত্রে পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন দেশের জন্য দক্ষ শাসন এবং নাগরিক-ভোটারদের সুবিধার জন্য পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক সরকারে ভোটাররা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১এ) এর মধ্যে ভোটারদের তথ্যের অধিকার নিয়ে আসা, আদালত বলেছে।

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১a) বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিধান দেয়, নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারের বক্তৃতা বা প্রকাশের মধ্যে ভোট দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা বলতে হবে ভোটার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় কথা বলে বা প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য নির্বাচন করা আবশ্যক।

ভারতের সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে যা নির্বাচন কমিশনকে নাগরিকদের প্রার্থীদের তথ্যের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেয় আদালত বলেছে

যে ক্ষেত্রে আইন নীরব, অনুচ্ছেদ ৩২৪ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উদ্দেশ্যে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধান তার নিজস্ব অধিকারে কমিশনের অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রেখে দেওয়ার যত্ন নিয়েছে কারণ সংবিধানের সৃষ্টিকর্তা অসীম বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যা একটি বৃহৎ গণতন্ত্রে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হতে পারে, কারণ প্রতিটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি পূর্বাভাস বা প্রত্যাশিত হতে পারে না। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করে, কমিশন এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত শূন্যতা পূরণ করতে পারে।

manupatra®
JUSTICE adda

অপ-ক্যাপ্টেন হরিশ উপাল
বনাম
ভারত সংঘ

মনু/এস.সি/১১৪১/২০০২

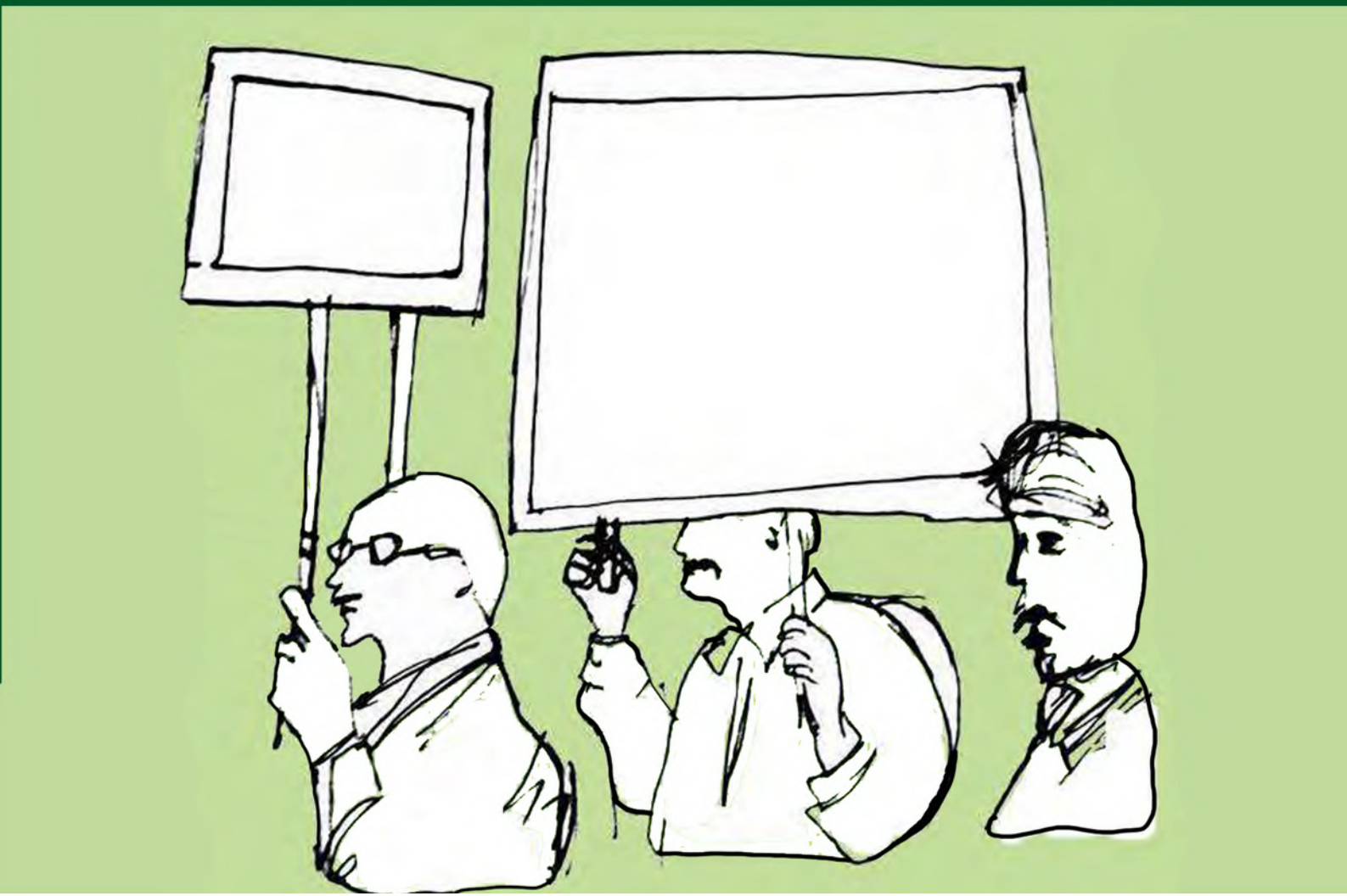

বিষয়বস্তু

এমন এক পেটিশন করা হয় , যাতে অনুরোধ করা হয়েছিলো যে , আইনজীবীদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ করা হোক।

আইনের প্রশ্ন

আইনজীবীদের কি ধর্মঘট করার অধিকার আছে ?

বিচার

আদালত বিচার করে রে আইনজীবীদের ধর্মঘট করা অপরাধ । কোনো মামলা কে খারিজ করা যায় না , শুধু মাত্র আইনজীবীরা ধর্মঘটকরছেন বলে।

বার কাউন্সিলকে আদালত অনুরোধ করে কোনো অপেশাদারক জিনিষ না হতে দিতে।

আইনজীবীদের ধর্মঘট অবৈধ এবং অনৈতিক বলে রায় দিয়েছে। আদালতকে মামলা শুনানি এবং নিষ্পত্তি করার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে বেঞ্চ বলেছে যে, আইনজীবীদের ধর্মঘটের কারণে আদালত কোনও মামলা মুলতবি করতে পারে না। যদি কোনও আইনজীবী বা কোনও পক্ষ আদালতে উপস্থিত না হন, তবে আইনে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় পরিণতি অনুসরণ করা হবে।

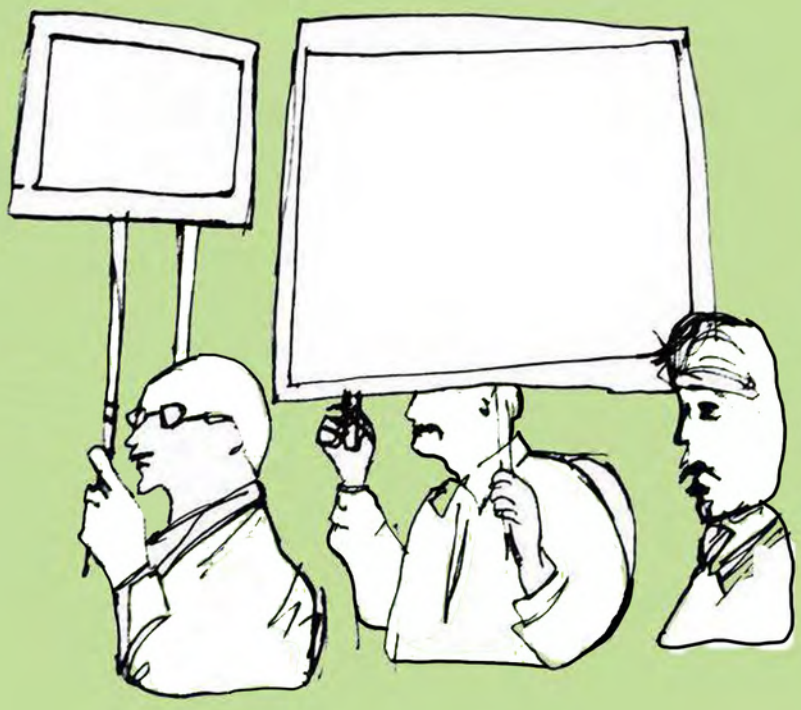

বিচার বিভাগের সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলের ভূমিকা সম্পর্কে আদালত বলেছে যে, বার কাউন্সিলকে আদালতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও অপেশাদারআচরণ এবং আচরণ নেই।

পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

মনু/এস.সি/০২৩৪/২০০৩

বিষয়বস্তু

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বি. এসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম মামলা এ সুপ্রিম কোর্ট এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, একটি নাগরিক / ভোটারের প্রার্থীর অবস্থান সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে ।

তবে, ২০০২ সালের প্রতিনিধির অভিবাদন আইন এর মাধ্যমে, সংসদ এসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস মামলায় দেওয়া নির্দেশাবলীকে অশক্ত করেছিল।
এটি সেকশনটি পুরস্কারে এবং ভারতের সংবিধানের ধারা ১৯ (১) (ক) এর অধীন নাগরিকের স্বাধীনতা প্রকাশের অধিকার উল্লংঘন করছে বলে মনে হয়।

আইনের প্রশ্ন

- প্রতিনিধির একশো তেইশটা ধারার সেকশন ৩৩৮ আইনের অধীন প্রদর্শনের অঞ্চলকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ধারা ১৯(১)(ক) কি ক্রিমিনাল বিচারের প্রকাশের জন্য অবহিত হয়েছে?
- সংসদ একাধিকরণ সীমাবদ্ধ প্রদত্ত নির্দেশিকা থেকে সরকারের ক্ষমতা চেয়ে বেশি কাজ করেছিল কি।

বিচার

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, গণতন্ত্রে ভোটারের গুরুত্ব স্বীকার করে, প্রবন্ধ ১৯(১)(ত্র)-তে ভোটারদের তাদের প্রার্থীদের সম্পর্কে মৌলিক তথ্য পাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। আদালত বলেছে যে, যদিও ভোট দেওয়ার অধিকার নিজেই মৌলিক অধিকার নাও হতে পারে, তবে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করা প্রবন্ধ ১৯(১)(ত্র)-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য এবং প্রার্থীদের গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য, আদালত বলেছে যে মানদণ্ডগুলিকে জনসাধারণের বিষয়, প্রশাসন এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, আদালত বলেছে যে প্রার্থীর গোপনীয়তার অধিকারটি একটি সার্বজনীন জনস্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যদিও আদালত স্বীকার করেছে যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস মামলায় দেওয়া নির্দেশগুলি অ্যাড হোক ছিল, তবুও আদালত বলেছে যে আইন প্রণেতাকে এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার সময় তাদের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
আদালত অসাংবিধানিক আইনের ৩৩বি ধারাটিকে অসাংবিধানিক বলে মনে করেছে এটি তার সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দিয়েছে:

"তথ্যের অধিকারকে হিমায়িত এবং স্থবির হওয়ার পরিবর্তে বাড়তে দেওয়া উচিত, তবে ধারা ৩৩৮-এর বাধ্যবাধকতা অবাধ ধারা দ্বারা প্রবর্তিত এই ধরনের তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সহায়ক।" "দ্বিতীয় কারণ যে ধারা ৩৩B এর নিন্দা করা উচিত তা হল যে সংশোধনী দ্বারা বিশেষভাবে যা প্রদান করা হয়েছে তা প্রকাশের পরিধিকে অবরুদ্ধ করে, সংসদ
তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন, সম্পদ এবং দায় প্রকাশ এবং এইভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অংশ হিসাবে তথ্যের অধিকারকে কার্যকর করতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে। তথ্যের অধিকার যা এখন আইনসভা দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটি অপরিহার্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু পরবর্তীতে আলোচনা করা সম্পদ এবং দায় সম্পর্কিত অন্যান্য অপরিহার্য দিকটিকে উপেক্ষা করে, সংসদ অস্বাভাবিকভাবে তথ্যের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করেছে যা নাগরিকদের উচিত। আছে এবং এর ফলে ধারা ১৯(১)(এ) এ বর্ণিত গ্যারান্টির উপর প্রভাব ফেলে।"

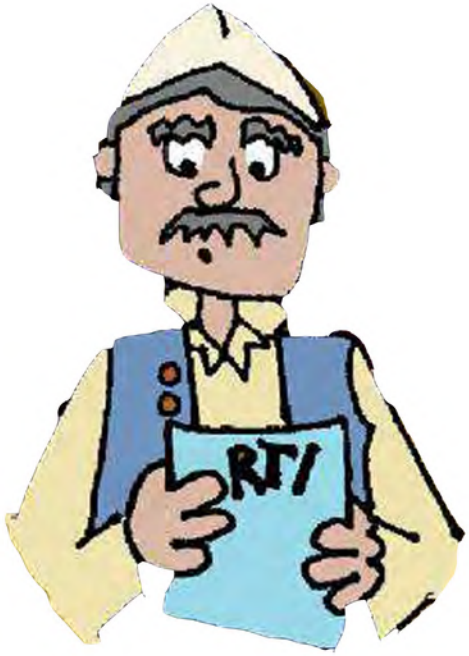

আদালত নির্দিষ্ট দিকগুলির বিষয়ে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে।
ফৌজদারি পটভূমি এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মুলতুবি ফৌজদারি মামলা- আদালত পেল যে সংসদ লে প্রদান করেছিল। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩৩A ধারা, অপরাধমূলক ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

সম্পদ এবং দায় প্রকাশ- আদালত তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকদের কার্যকর করার জন্য সম্পদ এবং দায় প্রকাশ অপরিহার্য বলে মনে করেছে। এটি অনুষ্ঠিত:

"প্রার্থীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতা একটি মতামত তৈরি করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে যে প্রার্থী, অফিসে নির্বাচন করার পরে তার নিজের নামে বা পরিবারের সদস্যদের নামে যেমন, স্ত্রী এবং নির্ভরশীল সন্তানদের নামে সম্পদ অর্জন করেছেন কিনা। প্রার্থী যখন পুনঃনির্বাচন চাইবেন, তখন নাগরিক/ভোটাররা নির্বাচনের আগে এবং পরে সম্পদের তুলনামূলক ধারণা পেতে পারেন যাতে মূল্যায়ন করা যায় যে উচ্চ পাবলিক অফিস সম্ভবত আত্ম-উৎসাহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। ঘটনাক্রমে, প্রকাশ দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি চেক হিসাবে কাজ করবে-একটি রোগ, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, আমাদের গণতান্ত্রিক জাতির রাজনৈতিক বর্ণালীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থীর পাবলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছে প্রদেয় বকেয়া চিজ রয়েছে। এই ধরনের তথ্যে প্রার্থীর জনসাধারণের অর্থের সাথে তার লেনদেনের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং প্রবণতা সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক শুনানি রয়েছে।"

শিক্ষাগত যোগ্যতা - আদালত সংবিধানের ১৯(১)(a) অনুচ্ছেদ থেকে প্রবাহিত তথ্যের অধিকারের একটি অপরিহার্য উপাদান প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশ খুঁজে পায়নি।

রামেশ্বর প্রসাদ ও ওআরএস
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আনর

মনু/এস.সি/০৩৯৯/২০০৬

বিষয়বস্তু

২০০৫সালে বিহার বিধায়িকা সভা নির্বাচনের পর, কোনও দল একাকীভাবে সরকার গঠন করতে সক্ষম ছিল না। এই সময়ে অনুচ্ছেদ ৩৩৬ এর আওতায় রাষ্ট্রপতির শাসন বর্জনের অধিসূচনা জারি করা হয় এবং সভা অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে বড় পর্যায় দলবদ্ধ পদত্যাগ করে শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, ২৭ এপ্রিল এবং ২১ মে তারিখে গভর্নর রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট সম্প্রদায় করলেন একই বিষয়ে।

গভর্নরের প্রতিবেদনের পশ্চাত, রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশের মাধ্যমে সভা বিস্ময় করে দিলেন যা সভার উপযুক্ত সময়ের আগে হয়ে যাওয়ার পূর্বে সম্পাদন করে দেয়া হয়েছিল। প্রযোজ্যতা, বৈধতা এবং রাষ্ট্রপতির সভা বিলোপের প্রেসিডেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে কনস্টিটিউশনের অনুচ্ছেদ ৩২ এর আওতায় একাধিক আবেগ দায়িত্ব করে প্রতিবাদ করে।

আইনের প্রশ্ন

- প্রবন্ধ ১৭২ এর অধীনে প্রথম সভা বসার পূর্বাভিমুখী লেজিসলেটিভ আসেমবলি উঠিয়ে দেয়া কি সম্ভব?
- কীভাবে বিহার সভার ২৩ মে ২০০৬ তারিখে প্রদত্ত বিধান অনুমতি অবৈধ হয়েছিল?
- উক্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে, বর্তমান অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন কি আছে?
- প্রবন্ধ ৩৬৭ এর ক্ষেত্রে গভর্নরকে কী সুরক্ষা প্রদান করা হয়?

বিচার

আদালত বলেছিল যে বিধানসভার সময়কাল এবং "অধিদপ্তরের সংবিধানের" মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদিও ধারা ১৭২ পূর্বের সাথে সম্পর্কিত, এটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৭৩ ধারা যা পরবর্তীটির সাথে সম্পর্কিত কোন সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ বিধান নেই, যা তার প্রথম সভার আগে বিধানসভা ভেঙে দেওয়াকে নিষিদ্ধ করে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ৭৩-এর অধীনে বিহার বিধানসভা যথাযথভাবে গঠিত হয়েছিল। এইভাবে পিটিশনকারীর এই যুক্তি যে ১৭৪(২) ধারার অধীনে প্রথম সভা না হলে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যাবে না। বেআইনি উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে একত্রিত করার চেষ্টার ভিত্তিতে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার আদেশ দেওয়ার রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে, আদালত বলেছিল

"অনুচ্ছেদ ৩৫৬ এর অধীনে ব্যতিক্রমী ক্ষমতা আহ্বান করার প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হিসাবে এই জাতীয় প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা বিলুপ্তির একটি প্লাবন খুলে দিতে পারে এবং এর সুদূরপ্রসারী উদ্বেগজনক এবং বিপজ্জনক পরিণতি হতে পারে। এটি

নির্বাচন-পরবর্তী প্রান্তিককরণ এবং পুনর্বিন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করার একটি হাতলও হতে পারে। একইভাবে অনৈতিক, দেশ বা রাজ্যকে অন্য নির্বাচনে নিমজ্জিত করা।"

বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার আদেশ অসাংবিধানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংবিধানের ৩৫৪ অনুচ্ছেদে "প্রাসঙ্গিক উপাদান" এর ভিত্তিতে ঘোষণা জারি করা প্রয়োজন যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে রাজ্য সরকার সংবিধানের বিধান অনুসারে চলতে পারে না তবে বর্তমান ক্ষেত্রে রাজ্যপালের রিপোর্ট যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি ২৩মে তারিখের আদেশ জারি করেছেন তা অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

"আর্ট দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতির উপর ৩৫৬একটি শর্তাধীন ক্ষমতা। এটি একটি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নয়। উপাদানের অস্তিত্ব-- যা গভর্নরের রিপোর্ট(গুলি) অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে -- একটি পূর্বশর্ত।"

"নিঃসন্দেহে, একজন গভর্নরকে সংবিধান এবং আইন রক্ষা, সুরক্ষা এবং রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, গণতন্ত্র রক্ষা করার এবং রাজনৈতিক দলত্যাগের 'ক্যাঙ্কার'কে ভারতীয়দের অত্যাবশ্যক অংশে ছিঁড়ে ফেলার অনুমতি না দেওয়ার একটি সহজাত দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গণতন্ত্র। কিন্তু বর্তমান মামলার বাস্তবতায়, আমরা মেনে

নিতে পারছি না যে গভর্নর ২৭এপ্রিল এবং ২১মে, ২০০৬ তারিখের রিপোর্টের মাধ্যমে উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। গভর্নরকে অনুমান করার জন্য প্রাসঙ্গিক কোনো উপাদান ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো বৈধ পুনর্গঠন ছিল না এবং অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক উপায়ে প্ররোচিত দলত্যাগের মাধ্যমে গণতন্ত্রের স্পষ্ট বিকৃতি ঘটেছে।"

ঘোষণার অসাংবিধানিকতা সত্ত্বেও, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হওয়ায় আদালত বিধানসভা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। আদালত একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন এই আশায় যে নির্বাচকরা একটি নিষ্পত্তিমূলক রায় দেবে। গভর্নরের অনাক্রম্যতার প্রশ্নে, ৩৬১ ধারা দ্বারা গভর্নরকে প্রদত্ত অনাক্রম্যতার পরিধি সংজ্ঞায়িত করে, আদালত বলেছিল যে রাজ্যপাল সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতা ভোগ করেন, তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো আদালতের কাছে জবাবদিহি না করা। যাইহোক, আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে অনুচ্ছেদ ৩৬১(১) ম্যালাফাইডের গ্রাউন্ড সহ কর্মের বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য আদালতের ক্ষমতা কেড়ে নেয় না।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
বনাম
রাজ্য মহারাষ্ট্র
মনু/এস.সি/৩০৯৬/২০০৮

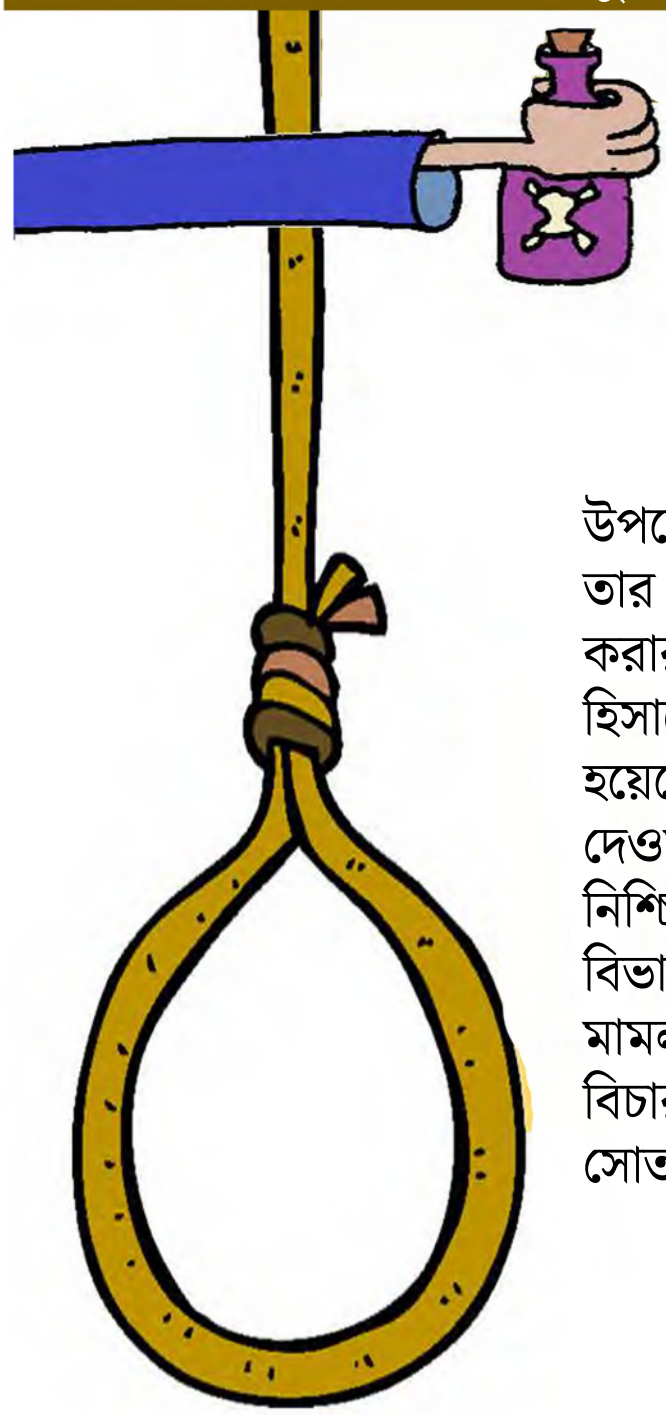

বিষয়বস্তু

উপরোক্ত মামলায়, অ্যাপেলান্ট বরণ করা হয়েছে তার স্ত্রীকে কার্মিক এবং জীবিত করার জন্য নগ্ন করার জন্য দলিল করা হয়েছিল এবং পরিণতি হিসাবে তাকে হত্যা করার জন্য দণ্ডিত করা হয়েছে। তাকে সেশন কোর্টের দ্বারা মারাত্মক দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ আদালত তার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারক বিভাজিত বিচার প্রদান করেছিল এবং এই মামলাটি মৃত্যুদণ্ডের সমীকরণের জন্য একটি তিন বিচারক বিচারে পুনঃপর্যালোচনা করার জন্য সোতা হয়েছিল।

আইনের প্রশ্ন

মৃত্যুদণ্ড কিসের কাছে অধঃস্থান করা যায়?

অনুষ্ঠিত

বচচন সিং মামলার সিদ্ধান্ত পুনরায় দৃঢ়করে, আদেশ সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড সে জন্য সমাধান করল যার মৃত্যুদণ্ড জীবিত কারাগারের। বাছান সিং স্ট্যান্ডার্ডের মুখলস হওয়ায়, আদালতটি বলল, "এর সত্যতা হ'ল মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্নটি ব্যক্তিগত দক্ষতার অপার্থিব বাছানা থেকে মুক্ত নয়, এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ক আদেশ বা এটি আদেশ পুনরায় করার পরিমাণ এই আদালতের গঠিত বেঞ্চের ব্যক্তিগত প্রধানতার উপর অনেক ভিত্তি।"

কিন্তু আদালতটি বলল, দেওয়া জেলে ১৪ বছরের জন্য যে জীবিত কারাগারের প্রকাশ হয়েছে, তা দেয়া শাস্তি এই প্রদত্ত মামলায় অপর্যাপ্ত হয়। এটি বলল, "বিশেষ কয়েকটি মামলা রয়েছে যার জন্য মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড শাস্তির কথা বইয়ে থাকলেও, বাস্তবিকতায় এটি প্রয়োগ সম্ভাবনা খুব কম। এটি কেবল বচচন সিং (সুপ্র) এর সংবিধান বেঞ্চ সিদ্ধান্তের পুনঃসম্মিতি সহ পেনোলজির আধুনিক প্রবল্প সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।"

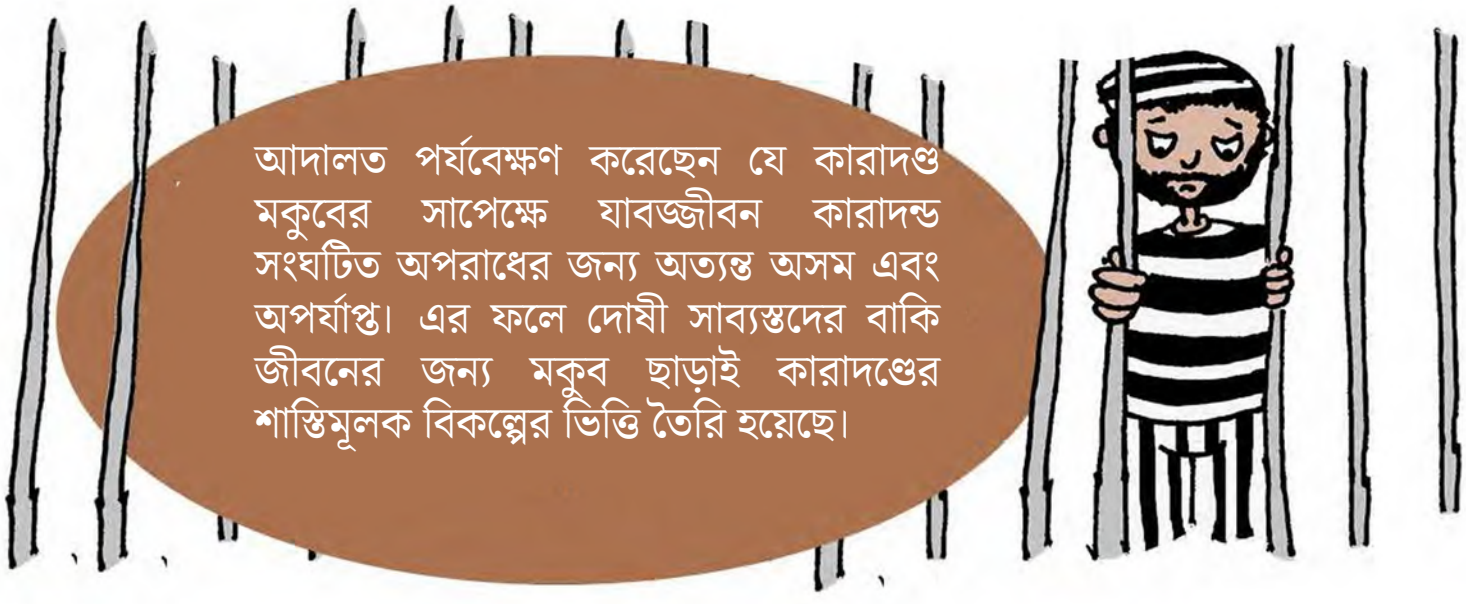

সেলভি বনাম কর্নাটক রাজ্য

মনু/এস.সি/০৩২৫ / ২০১০

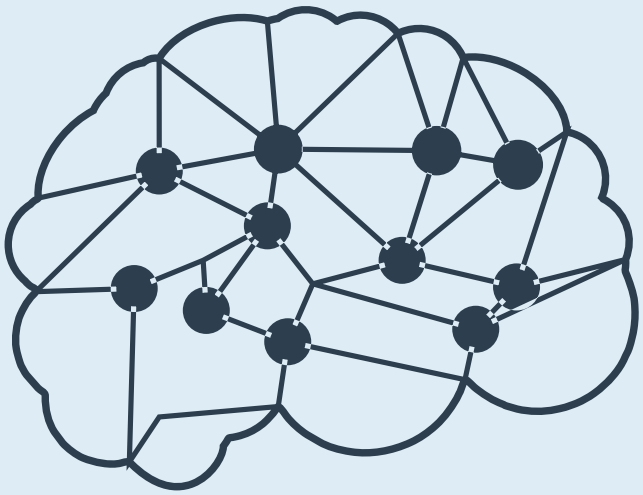

প্রস্তাবনা

বর্তমান মামলায়, অ্যাপেলান্ট সেলভির মেয়ে পরিবারের ইচ্ছা বিরোধে একজন অন্য জাতিতে প্রতিমা স্বীকার করে। ২০০৪ সালে, সেই মানুষটি হিংস্রভাবে খুন করা হয়েছে এবং তিনজন মানুষ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই মামলার বিরোধী মামলা পরিস্থিতিতে প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সংখ্যালঘু জন সন্দেহযুক্ত বা সাক্ষ্যদাতারা পলিগ্রাফ এবং মাইন্ড ম্যাপিং পরীক্ষাগুলি করার অনুমতি চেয়েছিল।

এই অনুমতিটি মাগিস্ট্রেটের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই তিনজন পরবর্তীতে কর্ণাটক উচ্চতর বিচারপতির কাছে এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করলেও তাদের সাহায্য পেতে সফল হয়নি। তারা তারপর সুপ্রীম কোর্টে অভিযান করে।

বর্তমান মামলা অন্তর্গত এই পর্যাপ্ত অনুমতি ছাড়াই ব্যক্তিরা নার্কোনালিসিস, মাইন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভেশন প্রোফাইল (বিএএপি), ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) এবং পলিগ্রাফ প্রস্তুত করার সময়ে আপত্তি করে।

বিধির প্রশ্ন

- ক্রিমিনাল মামলায় তথ্যাগত প্রযুক্তি গুলির অস্বেচ্ছিক প্রবেশ, যার মধ্যে নার্কোন্যালিসিস, পলিগ্রাফ পরীক্ষা এবং ব্রেইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভেশন প্রোফাইল (বিএএপি) পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এগুলি সকল নাগরিকের সমর্থনে এসেছে কি?
- এসম্মুখে বিচারপতিগণের কাছে এই প্রযুক্তি গুলির অস্বেচ্ছিক প্রবেশ কি "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" এর মধ্যে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রথম ২১ ধারার সংদর্ভে?
- আত্মমুখের প্রশ্ন এবং এই পরীক্ষাগুলি কি সাক্ষ্য দেওয়ার সংদর্ভে প্রযোজ্য আইন ২০ (৩) এর সীমাবদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? যা বলে থাকে যে, কোনও ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া অনুমতি দেওয়া নেই।

অনুষ্ঠিত

আদালত তার রায়ে বলেন, বাধ্যতামূলক ব্রেন ম্যাপিং; পলিগ্রাফ এবং এই জাতীয় অন্যান্য পরীক্ষাগুলি ভারতের সংবিধানের ২১ এবং ২০/(৩) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এই বলে যে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত এই ধরনের পরীক্ষাগুলি ২০/(৩) ধারার অর্থের মধ্যে আত্ম-অপরাধের সমান হবে, এবং এইভাবে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা যাবে না। আদালত বলেছে যে অনুচ্ছেদ ২০/(৩) কথা বলা এবং নীরব থাকার মধ্যে একজন ব্যক্তির পছন্দকে রক্ষা করে, তা নির্বিশেষে পরবর্তী সাক্ষ্য দোষ প্রমাণ করে বা না করে।

"অনুচ্ছেদ ২০/(৩) ব্যক্তিগত জ্ঞানের জোরপূর্বক পরিবহণ রোধ করার লক্ষ্য রাখে যেটি তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি অপ্রীতিকর পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তাকে একটি প্রশংসামূলক চরিত্র বলে এবং সেগুলিকে বস্তুগত প্রমাণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না"

২১ অনুচ্ছেদের অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিষয়ে, আদালত বলেছে,

"আমরা মনে করি যে ফৌজদারি মামলার তদন্তের প্রেক্ষাপটে বা অন্যথায় এমনটি করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অযৌক্তিক অনুপ্রবেশের পরিমানে হোক না কেন, প্রশ্নে থাকা কোনও কৌশলগুলির মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে জোরপূর্বক শিকার করা উচিত নয় তবে, আমরা স্বেচ্ছাসেবী প্রশাসনের জন্য জায়গা রেখেছি। ফৌজদারি বিচারের প্রেক্ষাপটে অপ্রীতিকর কৌশলগুলির, যদি সার্টাম সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে"

এই ধরনের সিদ্ধান্ত অপরাধীদের লাভবান হওয়ার বহুল আলোচিত প্রশ্নের উত্তরে আদালত বলেছে।

"কেউ যুক্তি দিতে পারে যে এই সিদ্ধান্ত থেকে উপকৃত হবে এমন কিছু পক্ষ কঠোর অপরাধী যারা জেন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। যাইহোক, এটি মনে রাখা উচিত যে সাংবিধানিক বিচারে আমাদের উদ্বেগগুলি বাস্তবে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রসারিত হয়। সমগ্র জনসংখ্যার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব।"

অরুণা রামচন্দ্র শানবগ
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/০১৭৬/২০১১

তথ্য

মুম্বাইয়ের কিং এডওয়ার্ডস মেমোরিয়াল হাসপাতালে কর্মরত একজন নার্স অরুনা শানবাগ হাসপাতালে কর্মরত একজন সুইপার দ্বারা শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন। হামলার ফলে অরুণা শানবাগের মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তিনি জীবনের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন।

মিসেস পিঙ্কি ভিরমানি অরুণা শানবাগের পক্ষে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, যিনি ৩৬ বছর ধরে স্থায়ীভাবে প্রগতিহীন অবস্থায় (PVS) শুয়ে ছিলেন, এবং আদালতের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যাতে উত্তরদাতাদের অরুনাকে খাওয়ানো থেকে বিরত রাখা হয়, এইভাবে তাকে শান্তিপূর্ণভাবে মারা যায়।

আইনের প্রশ্ন

- যদি একজন ব্যক্তি PVS-এ থাকে, তাহলে জীবন টিকিয়ে রাখার থেরাপি বন্ধ করা বা প্রত্যাহার করা কি জায়েজ হবে?

- যদি একজন রোগী পূর্বে নিরর্থক যত্ন বা পি ভি এস -এর ক্ষেত্রে জীবন টেকসই চিকিত্সা না করার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার ইচ্ছাকে সম্মান করা উচিত?

- যদি একজন ব্যক্তি পূর্বে এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ না করে থাকে, যদি তার পরিবার বা নিকটাত্মীয়রা নিরর্থক জীবন-টেকসই চিকিৎসা বন্ধ বা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করে, তাহলে কি তাদের ইচ্ছাকে সম্মান করা উচিত?

সক্রিয় ইউথানেশিয়া
এটি রোগীর মৃত্যু সৃষ্টি করতে নিশ্চিত পদক্ষেপ নেয়, যেমন মৃত্যুকারক পদার্থের ব্যবহার করা, উদাহরণস্বরূপ একজন চরম মায়ায় আছে যিনি বিপদজনক রোগে ভুগছেন এবং প্রচুর ব্যথায় অবস্থায় আছেন, একজন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুকারক আঘাত করা।

নিষ্ক্রিয় ইউথানেশিয়া
এটি জীবনের চালিত রাখতে চিকিৎসা করার উপলব্ধি ছেড়ে দেওয়া, উদাহরণস্বরূপ রোগীর কিডনির সার্ভাইভালের জন্য প্রয়োজনীয় হওয়া ডায়ালাইসিস মেশিনের ব্যবহার বন্ধ করা

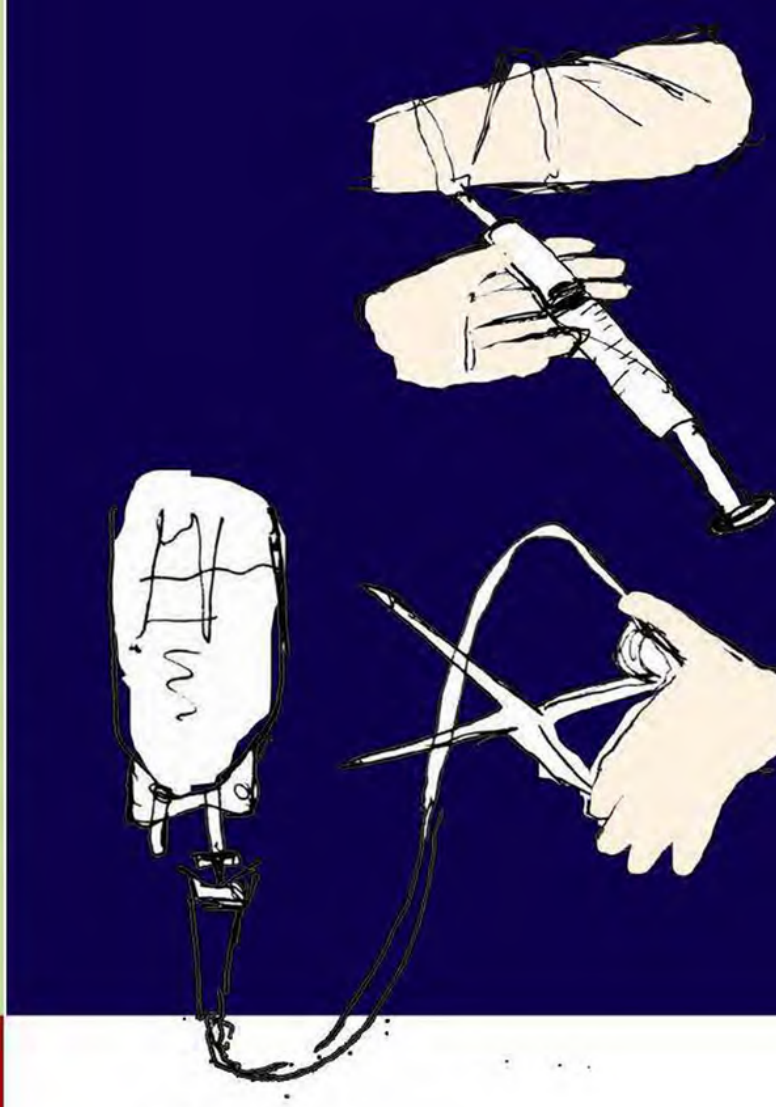

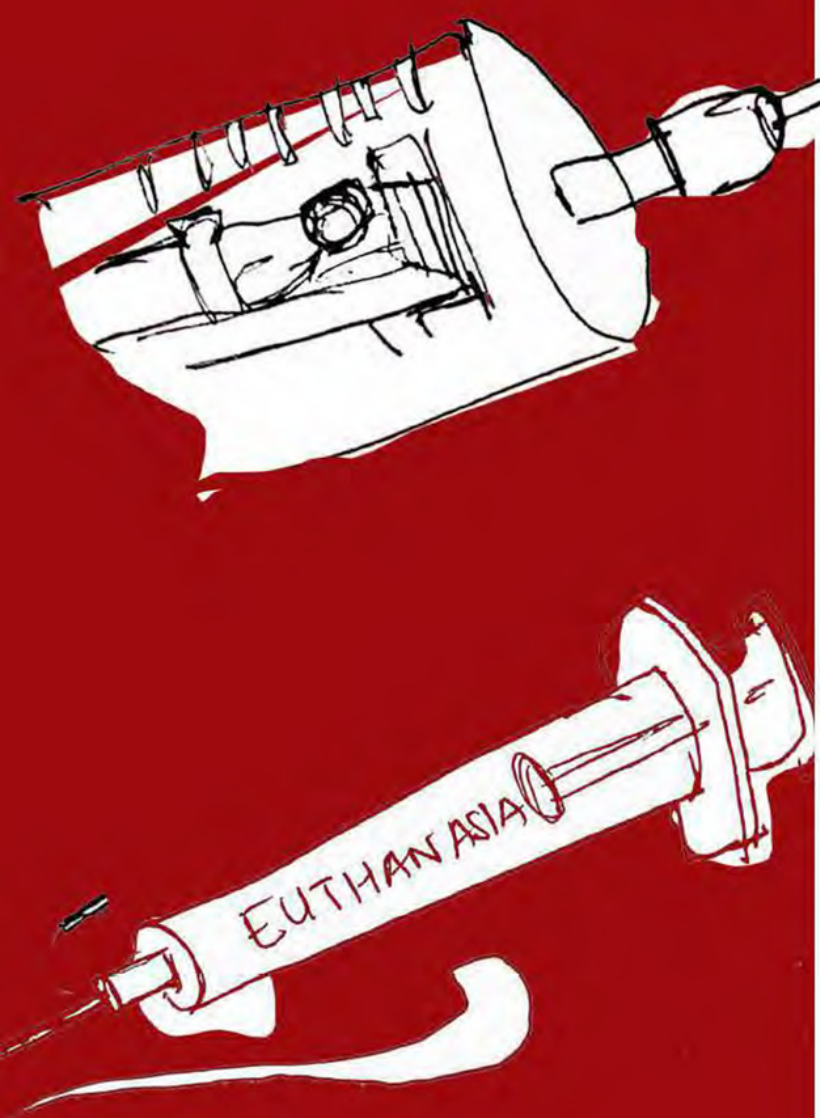

অনুষ্ঠিত

স্বেচ্ছায় ইথানেসিয়া হল যেখানে রোগীর কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া হয়, যেখানে অ-স্বেচ্ছাসেবী ইথানেশিয়া হল যেখানে সম্মতি পাওয়া যায় না যেমন যখন রোগী কোমায় থাকে, বা অন্যথায় সম্মতি দিতে অক্ষম হয়।

"আদালত সক্রিয় ইউথানেশিয়াকে অবৈধ এবং প্যাসিভ ইউথানেশিয়াকে বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।"

জীবন-সাপোর্ট বিলোপের জন্য আবেগ জানানোর আবেদন উচ্চ আদালত দ্বারা অনুসরণ করা প্রক্রিয়া

একটি আবেদন প্রাপ্তির পরে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অনুমতি দেওয়ার জন্য অন্তত দুইজন বিচারপতি গঠন করবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, বেঞ্চটির কাছে মতামত চানোর জন্য একটি কমিটির মতামত চানোর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার মধ্যে একজন সেইমতে একজন নিউরোলজিস্ট ও একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ থাকতে হবে, আর তৃতীয় ব্যক্তি একজন ফিজিশিয়ান।

কমিটি রোগীকে পরীক্ষা করার পর রিপোর্ট বেঞ্চে জমা দিতে হবে, স্বাস্থ্য রেকর্ড বিশ্লেষণ করার পর এবং হাসপাতালের কর্মীদের মতামত নেয়ার পর।

একইসাথে উচ্চ আদালত অভিযোগীর আত্মীয়দেরকে নোটিশ জারি করবে এবং তাদের মতামত বিবেচনা করবে।

উচ্চ আদালত তার রায় দেওয়ার পর মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার এবং আত্মীয়-সম্প্রদায়দের মতামত বিবেচনা করার পর শুধুমাত্র রোগীর সুখবর মনে রেখেই তা জানাবে।

সোসাইটি ফর আনেইডেড প্রাইভেট স্কুলস অফ রাজস্থান বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/০৩১১/২০১২

তথ্যাঙ্ক

২০০৯ সালে বাচ্চাদের মৌলিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন (আরটিই আইন) ভারতের সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল। এটি ধারা ২১এ যোগ করে যা রাজ্যকে সর্বসাধারণে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব শিশুকে মুফত এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করতে বাধ্য করে। আরটিই আইনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেয়ারগো এবং সহযোগের বিভাগে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫% কোটা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ন্যায্যতর শ্রেণীর শিশুদের জন্য ব্যক্তিগত স্কুলের বিদ্যালয় সীমাবদ্ধ করতে।

বেয়ারগো এবং সহযোগের প্রাইভেট স্কুলস সংস্থা নেতৃবোধ করে আরটিই আইনের ধারা ১২ এর সংবিধানতার বৈধতা প্রশ্ন উঠিয়েছে। তাদের মতামতে, প্রাইভেট স্কুলগুলির বিশেষ বিধিমত অনুসরণ করা মজবুর করাটি সংবিধানের ধারা ১৯ উল্লেখ করা অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাছাড়াও, তারা বিচার করেন যে এটি সংবিধানের ধারা ৩০ অনুসারে মাইনরিটি গোষ্ঠীদের অধিকার হতে পারে না, যার অধীনে তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করতে পারে।

আইনের প্রশ্ন

- ২০০৯ অধিনিয়ম কি সংবিধানের ধারা ১৯(১)(গি) লঙ্ঘন করে, যা প্রত্যেক নাগরিককে কোন পেশা বা পেশাগত কাজ অনুষ্ঠান করার অধিকার দেয়।
- কি সংবিধানের ধারা ৩০ লঙ্ঘন করা হয়েছে, যা অল্পসংখ্যক গোষ্ঠীদের অধিকার সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত স্কুল স্থাপন এবং পরিচালনা রক্ষা করে।

বিচার

আদালতটি আদির অংশে এখানে একটি ২০০৯ অধিনিয়মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, যা সে বললো এটি মুক্ত এবং বাধ্যতামুক্ত শিক্ষার অধিকারকে ন্যায্যযোগ্য করার লক্ষ্য ছিল, প্রত্যেক শিশুকে আশপাশের স্কুলে প্রবেশের অধিকার ধারণ করা, এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা কেমন গড়ে তোলতে সক্রিয় প্রয়োগ করা যেতে পারে ডেমোক্রেসির সামাজিক গঠনে।

"শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষককে জড়িত করে: শিক্ষা প্রদানকারী (শিক্ষক, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মালিক, মাতা-পিতা), শিক্ষা গ্রহণকারী (শিশু, ছাত্র) এবং সংবিধানে বিধিবদ্ধ অধীনে যার জন্য শিক্ষা প্রদানকারীর জবাবদিহি (মাতা-পিতা, আইনি অভিভাবক, সমাজ এবং রাষ্ট্র)। এই পৃষ্ঠপোষকরা শিক্ষার অধিকারে প্রভাব ফেলে।"

আদালতটি ব্যক্তিগত এবং সরকারী চালিত স্কুলগুলির জন্য বাধ্যতামূলক কোটার সংবিধানতার সাথে সাক্ষ্য প্রদান করে। সরকার সংবিধানতান্ত্রিকভাবে প্রায়োজনীয় ব্যক্তিগত স্কুলগুলি এই নিয়ম অনুমোদন করতে পারে যেখানে ২৫% আবদ্ধস্থান বিনা সুবিধা সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

আদালতটি আদির অনুমতি সাথে আরটিই অধিনিয়মটি শিশু কেন্দ্রিক এবং প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক এটি বক্তব্য করে। এর অর্থ হল যে প্রাথমিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা শিশুদের ভালবাসা এবং উন্নতি উপলক্ষে নয়, বরং শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলির জন্য নয়। এটি বললো,

"শিশুদের অধিকারের প্রাথমিক দায়িত্ব অতএব রাষ্ট্রের উপর অবস্থিত এবং রাষ্ট্রকে শিশুদের অধিকার সম্মান করতে, সুরক্ষিত করতে এবং পূরণ করতে হবে এবং সাথে সাথে সার্বজনীন শিশুদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অবস্থিত এবং শিশুদের হিংসা বা অপমান থেকে রক্ষা করতে, শিশুদের অর্থনৈতিক শ্রম থেকে রক্ষা করতে এবং মানবমানব [ছুটি] শিশুদের নিশ্চিত করতে। অসরকারি কার্যকরী স্থান সরকারের কার্য নিষ্পাদন করা রাজ্যের কার্য সম্পর্কিত ব্যক্তিদলীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং চালাচালি করা অধিকারীদেরও প্রত্যাশা করা হয় যে শিশুর অধিকারগুলি সম্মান করবে এবং সুরক্ষা করবে, কিন্তু তারা সংবিধানে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা হয়নি।"

আদালতটি নিজী স্কুল এবং সংবিধানের ধারা ৩০ অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পার্থক্য করে। আদালতটি যাত্রা করে যে ব্যক্তিগত সংখ্যাশীল স্কুলগুলির মধ্যে ২৫% কোটা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে সেই মধ্যে এটি মন্দির করে যে মাইনরিটির অধিকার তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশাসন করতে অবৈধ হবে অধীনতা সংবিধানের ধারা ৩০ এবং সেই কারণে এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করবে।

নভার্টিজ এ.জি
বনাম
ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য

মনু/এস.সি/০২৮১/২০১৩

পটভূমি

১৯৯৮ সালে, একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী পেটেন্টের জন্য একটি আবেদন দাখিল করে, তার বিটা স্ফটিক আকারে ইমেটিনিব মেইলেট লবণের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য। ইমাটিনিব মেটলেট দীর্ঘস্থায়ী মাইলয়েড লিউকেমিয়ার চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নভার্টিজ দ্বারা "গ্লেভেক" হিসাবে বাজারজাত করা হয়।

২০০৫ সালে ইন্ডিয়া পেটেন্ট অ্যাক্টের একটি ধারাবাহিক সংশোধনীর অংশ হিসাবে জানুয়ারি ৭,২০০৫ কার্যকর হয়েছিল এবং ভারতীয় সংসদ ৩(ডি) ধারা গৃহীত হয়েছিল যা একটি পরিচিত পদার্থের নতুন রূপ জড়িত উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর করার অনুমতি দেয় না যদি না এটি এর কার্যকারিতা যে অভিপ্রেত ফলাফল উৎপাদন করার ক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক।

নোভার্টিস ধারা ৩(ডি) এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে যে এটি ২০০৭ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টে ডব্লিউ টি ও, ট্রিপস চুক্তির অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিশ্বব্যাপী মেধা সম্পত্তির মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

২০১৩ সালে, নভার্টিজ একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন আবেদনের মাধ্যমে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ভারতীয় পেটেন্ট অফিসের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল

বিচার্য বিষয়

প্রদত্ত মামলায় প্রশ্নটি ছিল ভারতীয় পেটেন্ট (সংশোধন) আইন ২০০৫ এর ধারা ৩(ডি) এর সুযোগ সম্পর্কে, আবিষ্কারটি এর বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিনা এবং এটি তার পরিধির মধ্যে পড়ে কিনা, এবং আইনে প্রদত্ত অভিনবত্বের পরীক্ষায় যোগ্য কিনা?

বিচার

আদালত বলেছিল যে ইমেটিনিব মেসিলেটের বিটা ক্রিস্টেলিন ফর্ম ভারতীয় পেটেন্ট আইনের ধারা ৩(ডি) এর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। পণ্যটি ধারা ৩(ডি) এর মধ্যে এসেছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে আদালত বলেছে যে যেহেতু পণ্যটি কেবল একটি পদার্থের একটি নতুন রূপ, তাই ধারা ৩(ডি) আকৃষ্ট হয় এবং এর বিধানগুলি সন্তুষ্ট করা উচিত।

পেটেন্টিং মানদণ্ড যা কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ৩(ডি) এ স্থির করা হয়েছিল তা থেরাপিউটিক কার্যকারিতার লাইন বরাবর ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র শারীরিক কার্যকারিতা নয়। থেরাপিউটিক কার্যকারিতার পরামিতি এবং থেরাপিউটিক কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য যে সুবিধাগুলি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে সেগুলির বিষয়ে গণনা বলে যে একটি ওষুধের থেরাপিউটিক কার্যকারিতা অবশ্যই কঠোরভাবে এবং সংকীর্ণভাবে বিচার করা উচিত।

আদালত নিশ্চিত করেছে যে ভারত ফার্মাসিউটিক্যাল পেটেন্টিংয়ের একটি স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। এর ফলে রোগীর চিকিৎসায় উন্নতি হবে (থেরাপিউটিক কার্যকারিতা) আদালতের বিচারে নভার্টিস যেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

manupatra®

JUSTICE adda

লিলি থমাস বনাম ভারতের ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০৬৮৭/২০১৩

পটভূমি

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ এর অধীনস্থ ধারা ৮ উপধারা ৪ এর বিরুদ্ধে দুটো জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিলো,যেটা এম.পি, এম.এল. এ এবং এম.এল.সি.তাদের পোস্ট চালিয়ে যাওয়ার জন্য দের দোষী সাব্যস্ত করেছিলো। তারা ট্রায়াল কোর্টের রায়ের তিন মাসের মধ্যে উচ্চতর আদালতে তাদের দোষী সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছিল কারণ সেটি ছিলো সংবিধানের নিয়মবিরুদ্ধ।

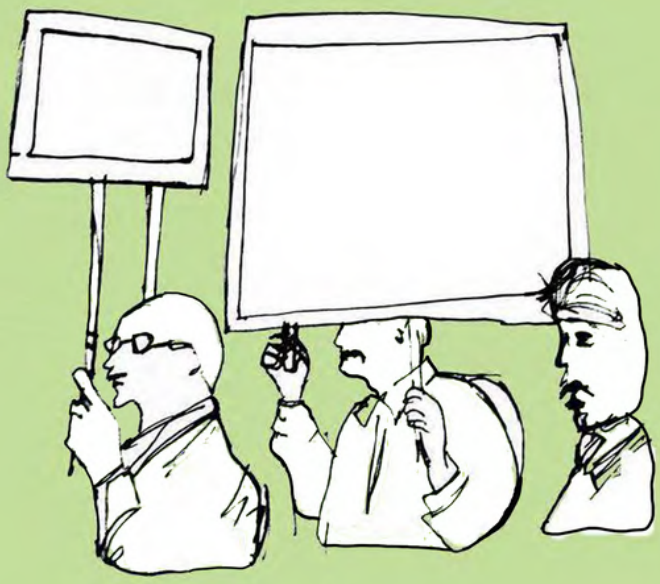

বিচার্য বিষয়

- জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৮ এর উপধারা ৪প্রণয়ন করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কিনা।
- জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ এর ধারা ৮ এর উপধারা ৪ ভারতের সংবিধানের নিয়মবিরুদ্ধ কিনা।

বিচার

আদালত বলেছিল যে সংসদের যে কোনও সদস্য, বিধানসভার সদস্য, বা আইন পরিষদের সদস্য যিনি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং ন্যূনতম দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন অবিলম্বে সংসদের সদস্যপদ।

জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ৮ (৪) সম্ভাব্যভাবে (সিদ্ধান্তের তারিখ থেকে) সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বাইরে অসাংবিধানিক বলে বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

ভারতের সংবিধান সেই বিষয়ের ডোমেইন প্রদান করে যেখানে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা আইন পাস করতে পারে। সংসদ ও রাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত এবং বসা সদস্যদের জন্য অযোগ্যতা।

আদালত বলেছে যে সংসদ এমন পরিস্থিতিতে আইন দ্বারা সরবরাহ করতে সক্ষম যেখানে সংসদ সদস্য এবং বিধায়ক সংবিধান অনুসারে সংসদের সদস্যপদ থেকে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

- সংবিধান সংসদকে আইন পাস করার ক্ষমতা দেয় না যা কার্যকরভাবে অযোগ্যতা স্থগিত রাখে এবং এই জাতীয় অযোগ্য সদস্যদের এমপি বা এমএলএ হিসাবে তাদের আসন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

- ভারতের সংবিধানে বিধান করা হয়েছে যে একবার একজন সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করা হলে এই জাতীয় সদস্যদের আসনটি খালি হয়ে যাবে। একবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অযোগ্য হয়ে গেলে সংবিধান বলে যে সেই সদস্য বা বিধায়ক সংসদের সদস্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যান।

- ধারা ৮(৪) তবে এম.পি অথবা ত্রম.ত্রল.ত্র. কে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও তার আসন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। মামলায় এই যুক্তি প্রয়োগ করে আদালত বলেছে যে ধারা ৮(৪) সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে।

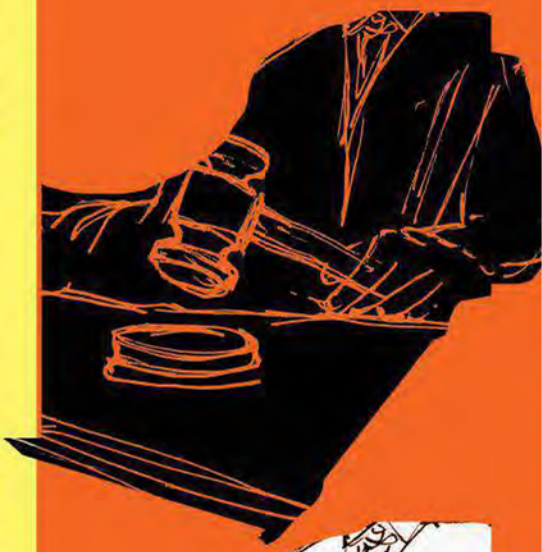

মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য

মনু/এস.সি/০৭০২/২০১৩

পটভূমি

এই মামলায় পানশালায় নৃত্য করা নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের দ্বারা জারি করা নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়েছিলো। নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতিগতভাবে নির্বাচিত ছিল। বম্বে পুলিশ অ্যাক্ট ১৯৫১ এর ধারা ৩৩A এর অধীনে, খাওয়ার ঘর, পারমিট রুম বা বিয়ার বারে যে কোনও ধরণের নাচ,এবং ধারা ৩৩ বি অধীনস্থ তিন তারকা এবং তার থেকে উচ্চ স্তরের হোটেল বা অভিজাত প্রতিষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন এর জন্য অনুমোদিত। রাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায্যতা দিয়ে বলে যে, বার ডান্সিং নৈতিকতা নষ্ট করে এবং নারী বার নর্তকী দের শোষণের কারণ হয়। এই নিষেধাজ্ঞার কারনে ৭৫০০০ নর্তকী তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছেন।

বিচার্য বিষয়

মহারাষ্ট্র জুড়ে বারগুলিতে নৃত্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ১৪ এবং ১৯ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে অসাংবিধানিক কিনা?

বিচার

আদালত তার রায়ে বলে যে নিষেধাজ্ঞাটি অসাংবিধানিক ছিল এবং বোম্বে হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখে জানায় যে নাচের উপর নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ১৯(৭)(g) অনুচ্ছেদের অধীনে একজনের পেশা / পেশা বহন করার অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে নাচের অনুমতি না দেওয়া এবং অন্যদের মধ্যে তাদের অনুমতি দেওয়া স্বেচ্ছাচারী এবং অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে সমতার অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এতে বলা হয়েছে: আমাদের বিচারিক বিবেক, আমাদের অনুমান করার অনুমতি দেবে না যে একজন ব্যক্তি বা দর্শক যে শ্রেণির অন্তর্গত সেই অনুযায়ী তার কোনরকম নৈতিকতা বা শালীনতা থাকবে। ধারা ৩৩A এবং ৩৩B এর অধীনে আমরা অনুমান করতে পারিনা যে,উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা একই ধরণের ক্রিয়াকলাপ শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবে গণ্য হয় এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি অনৈতিকতা, অবক্ষয় এবং অধঃপতন হিসেবে গণ্য করা হয়।

আদালত বিশেষ ভাবে জানিয়েছেন যে নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতিতে বিধিনিষেধকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না কারণ, মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু বিকল্প উপলব্ধ হতে পারে যা যথেষ্ট এবং পর্যাপ্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। আদালত এই নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে বলেছে যে এর ফলে অনেক নারীকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়েছে৷ এই ক্ষেত্রে আদালত যুক্তি দিয়েছিল যে এই প্রতিকারটি রোগের চেয়েও খারাপ এবং উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হলে এটি আরও বেশি যুক্তিযুক্ত হবে৷

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বার ড্যান্সারদের কাজের অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাই সমাধান হওয়া উচিত নারীর স্বাধীনতা খর্ব করা নয়, বরং ক্ষমতায়নের দিকে মনোনিবেশ করা।” এই রায় ৭৫০০০ নারী শ্রমিকের বেকারত্বের কারণ হয়েছে। মনে রাখা উচিৎ যে তাদের মধ্যে অনেককে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের মতে অভিযুক্ত আইনটি সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংবিধানের ১৯(৭)(g) অনুচ্ছেদ এর নিরমবিরুদ্ধ ।

manupatra®

JUSTICE adda

পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিস এবং অন্য
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য

মনু/এস.সি/০৭০২//০৯৮৭/২০১৩

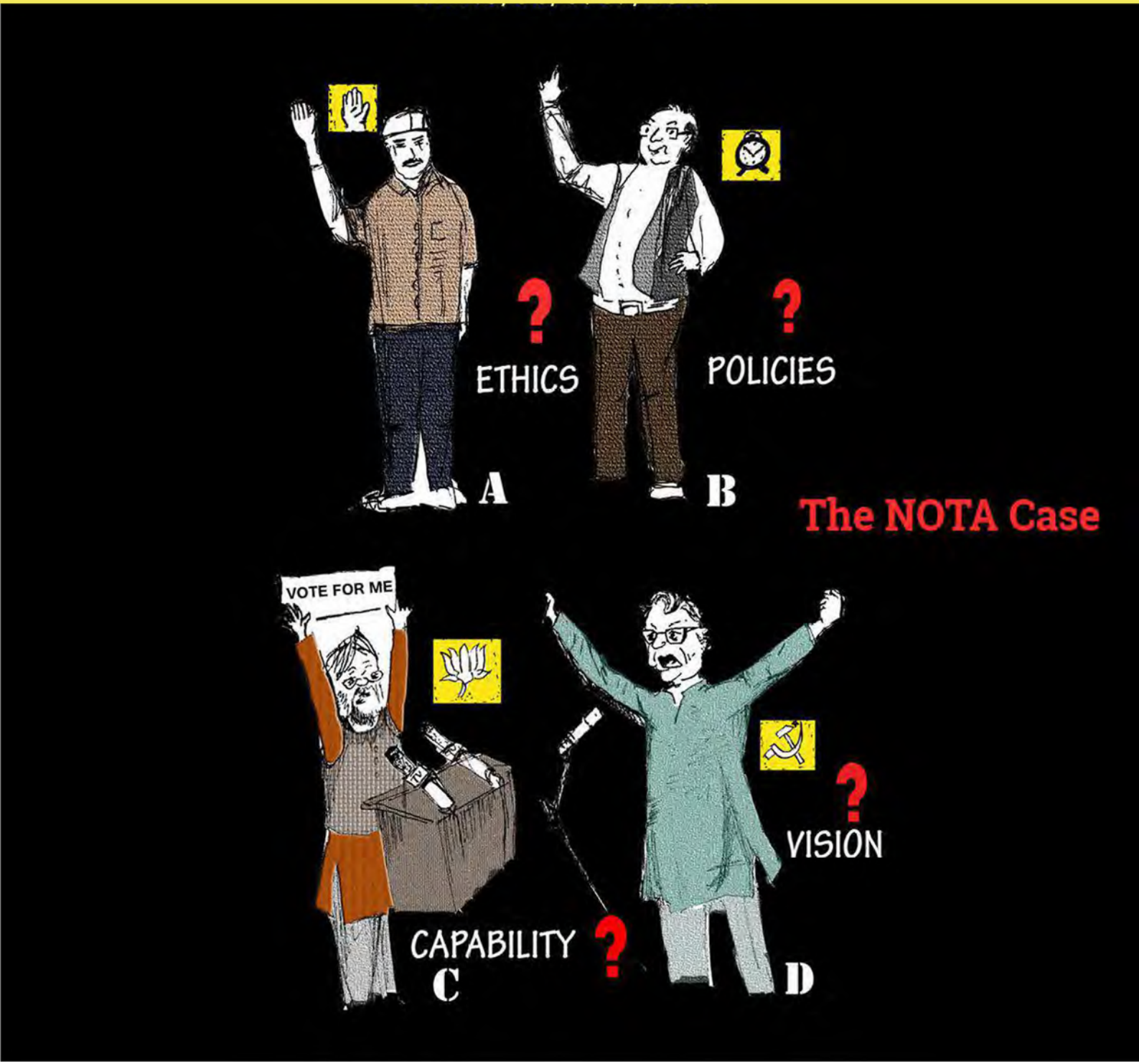

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচকদের অধিকার দিয়েছে সমস্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক ভোট দেওয়ার। এটি মানে যে, নির্বাচক কর্তা পক্ষের কোনও সদস্যের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে "নাকি কেউ নয়" (এনওটিএ) বোতাম নির্বাচন করতে পারেন।

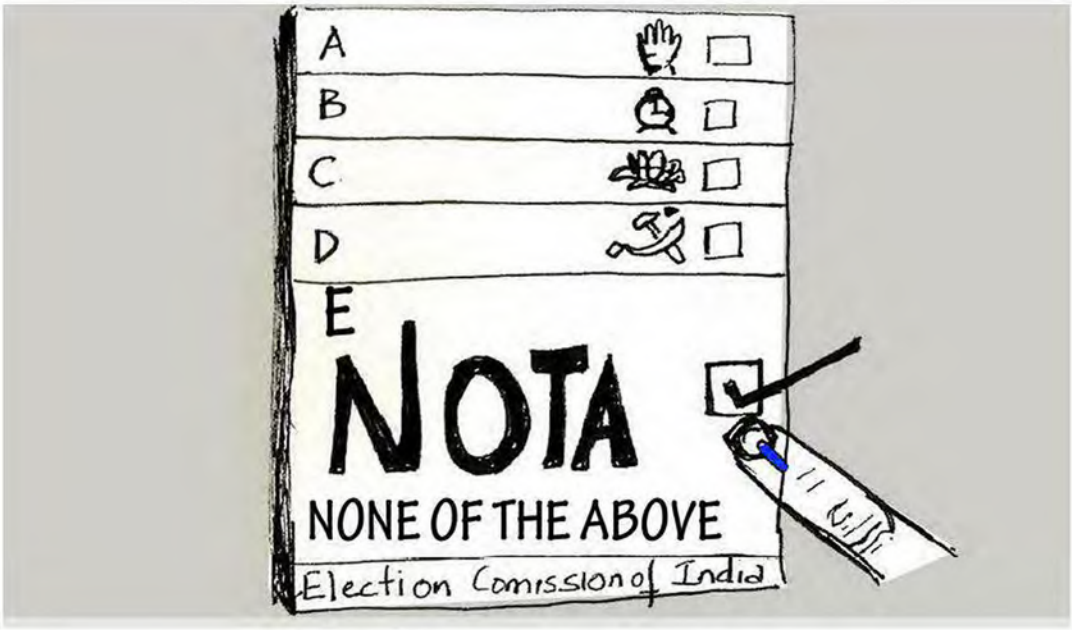

বিচার

"গণতন্ত্রের উপস্থিতি সংরক্ষণ করার জন্য, দেশের যথেষ্ট ভাল মানুষ গণপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"গণতন্ত্র সম্পুর্ন ভাবে নির্বাচন ভিত্তিক।নির্বাচকগণকে তাদের ভাষা প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া উচিত।"

"এমনকি নির্বাচকের সর্বোচ্চ অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে একটি ভোটারের কাছে কোনও প্রার্থীর জন্য ভোট না দেওয়ার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এই বিকল্পটি নির্বাচককে অধিকার দেয়, যাতে তিনি রাজনীতিক দলগুলি দ্বারা প্রদত্ত প্রার্থীদের সাথে তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারেন।"

"রাজনীতিক দলগুলি আবারও অনুভব করতে পারে যে অনেক মানুষ তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করছেন।"

অভয় সিং
বনাম
উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য

মনু/এস.সি/১২৫৬/২০১৩

সরকারী কর্মচারী বা সরকারি পদে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা অধিকারের চিহ্ন এবং প্রত্যায়ন- লাল বিকেন বা জলধারি সহযোগী/ রক্ষাসহযোগী ব্যবহার - আমাদের সংবিধানের সংকেতগুলির বিরুদ্ধে কী ?

লাল আলো সংকেত শক্তির প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী এবং ব্যক্তিদের এটি ব্যবহার করার অনুমতি থাকে,তবে অনেক এমন ব্যক্তি দেশের আইনের সম্মান করে না এবং তারা সাধারণ নাগরিকদের কে মর্যাদা দেয় না।

“সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সরকারী কর্মচারীদের প্রভুত্বকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাদের সত্যিই সত্বর হিসেবে দেশের সেবক হতে হবে।”

- ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

বিচার

আদালত বিচার করে যে অন্য নাগরিকের মর্যাদা সংক্ষিপ্ত না করে লাল বাতির ব্যবহআর করতে হবে।লাল বিকেন কোনও অন্য ব্যক্তির উপর শক্তি বা অধিকার দৃঢ়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। লাল বাতির ব্যবহার যে পদস্থানের সাথে একসাথে সমাপ্ত হবে এটির উল্লেখ ও করেছে।

শত্রুঘ্ন চৌহান
বনাম
ভারতীয় ইউনিয়ন

মনু/এস.সি/০০৪৩/২০১৪
2014/INSC/46

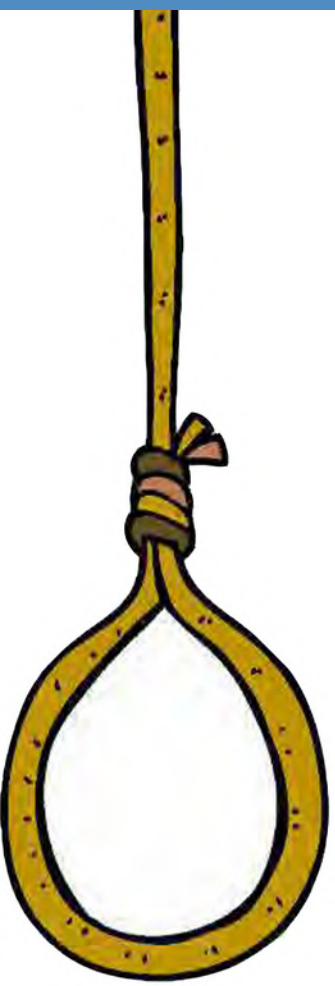

তথ্য

এই রিট পিটিশন গুলি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের পখ্য থেকে গভর্নর এবং রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রত্যাখ্যিত হওয়ার পর।

আইনের প্রশ্ন

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা দয়ার্দ্রতা প্রত্যাখ্যানের পর মৃত্যুর দণ্ড বাস্তবায়িত হতে পারে কি না এবং এমনভাবে মৃত্যুর দণ্ড কমিউট করা সংবিধানবিরোধিতা করা কি না।

সিদ্ধান্ত

আদালত প্রথমে মৃত্যুর দণ্ড প্রস্তাবনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। তার পর , আদালত মৃত্যুর দণ্ড নিশ্চিত করে। এইটি বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে , কর্মকর্তাদের দ্বারা বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া শুরু হয়। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি সংবিধানের ধারা ৭৬১ অনুসারে মৃত্যুর দণ্ড প্রত্যাবর্তনের আবেদন পাঠাতে পারে ।

গভর্নর বা রাষ্ট্রপতি, প্রত্যাখ্যান করে তবে আরও একটি পেটিশন সংবিধানের ধারা ৭২ অনুসারে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হয়।

আদালত বিস্তারিতভাবে তথ্য পরীক্ষা করে কিভাবে মৃত্যুর দণ্ড কমিউট করা যায়

- বিলম্ব
- প্রবৃত্তি
- একাকী কারাগারদেশ
- অযুক্ত সুত্রে বিচার
- কার্যপ্রণালীতে ভুল

বিলম্ব :

আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে সরকারের পক্ষ থেকে বিলম্ব ঘটলে মৃত্যুদণ্ড কে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টে কমিউট করা যায়।

আদালত বলে :

"বেশী বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কাছে তার মার্জি প্রতিপূর্তির বিচার চলতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাম্প্রতিক অবস্থায় রাখা স্যার্থনক্ষম। এটি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দশায় প্রতিকূল শারীরিক শর্তাবলী এবং মানসিক চাপ তৈরি করে। অবিবাদ্যভাবে, সংবিধানের ধারা ৩২ এবং ধারা ২১ অনুসারে রাষ্ট্রপতির দয়াপত্র প্রত্যাখ্যানের সময় এই আদালত কেবল অপরাধের গুরুত্বের আধারে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর তৈরি করা বিবাদ অনুমোদন করতে পারে না।"

একাকী কারাগারদেশ :

কিছু প্রতিপক্ষের দ্বারা জমাদি করা হয়েছিল যে, তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রযোজন হওয়ার তারিখ থেকে একাকী কারাগার বন্দি করা হয়েছে। আদালত মন্তব্য করে যে, এটি সংবিধানবিরোধী এবং কারাগারে অনুমোদিত নয়।

একাংত কারাবাস (Solitary Confinement)

কার্যপ্রণালীতে ভুল।

আদালত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করে এবং কোনও ভুল বা ভুলভাবে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত খুঁজে পায়নি ।

অযুক্ত সুত্রে বিচার

প্রার্থনাকারীদের দাবি ছিল যে এই মামলায় দয়া প্রার্থনার নিষ্ক্রিয়করণের নির্ধারিত পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং নির্ধারিত অনুসরণে লাপস উচিত তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউওআই) এবং অন্যাদি

মনু/এস.সি/০৩০৯/২০১৪
2014/INSC/275

তৃতীয় লিঙ্গ কে?

ট্রান্সজেন্ডার হল একটি ছাত্রপত্নী শব্দ, যা তাদের জেন্ডার অভিবাচক, জেন্ডার প্রকাশ বা আচরণ যে তাদের জৈবিক লিঙ্গের সাথে সামর্থ্য করে না, বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়। ভারতে প্রচারিত অধিকারীরা তাদেরকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' বলে উল্লেখ করে।

এই লিঙ্গের আইনি স্বীকৃতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

লিঙ্গ আইনিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কারণ এটি বিবাহ, গৃহপালন, উত্তরাধিকার, পুরস্কার, কর এবং কল্যাণ সম্পর্কিত অধিকার নির্ধারণ করে। ভারতে পূর্বপূর্বের আইন কেবল পুরুষ এবং মহিলা এই দ্বিতীয় লিঙ্গকে চেনা গিয়েছিল। ট্রান্সজেন্ডার মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য কল্পনা সুরক্ষা করার অভাবে, এই সম্প্রদায় জীবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভেদ সম্মুখীন হয়েছে। এই মামলাটি প্রমাণ করার জন্য প্রয়াস করা হয় যে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য আইনি উপায় অনুমতি দেওয়ার অভাব সংবিধানের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে যাওয়ার বিপরীতে।

ধারা ১৪

"যেকোন ব্যক্তিকে" অধিকার হিসেবে ব্যক্তিগত সম্মান করা হয় ধারা ১৪ মহিলা এবং ট্রান্সজেন্ডার লোকের সমানভাবে প্রসারিত হয়। অতএব, ট্রান্সজেন্ডার লোকের অধিকার রক্ষা করা উচিত। রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকরী এই সমস্ত বিষয়ে, যখন ভারতের এখানে সমান আইনিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে, তখন রাজ্য কোনও ব্যক্তি থেকে অবগত হতে পারবে না। অধিকারিত সমস্ত আইনিক রক্ষা গণতন্ত্রের সাথে সমমানভাবে প্রদান করতে হবে, যা কর্ম, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অন্যান্য অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যৌন পক্ষপাত এবং জেন্ডার প্রস্তাবনা সম্বন্ধে যেসব কারণে বিভেদ সম্ভব, সেগুলি সমানভাবে সাংবিধানিক রক্ষা সংলগ্ন ভারতের স্থানীয় আইন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভেদের প্রতিহত করে অধিকারি।

ধারা ১৫

রাজনৈতিক বিভেদ, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বিভেদ নিষেধ।

ধারা ১০

পাবলিক কর্মস্থলে সমান সুযোগ
"লিঙ্গ" উল্লেখ বুঝায় সমস্ত ধরণের লিঙ্গ বিশেষজ্ঞান এবং লিঙ্গ ভিত্তিত বিভেদ, যেমন ট্রান্সজেন্ডার লোকের বিপর্যয় নিষিদ্ধ করা হয়।

ধারা ১৯(১)(৪)

কর্ম, উড়ন এবং বক্তিত্বে স্বাধীনতা অধিকারে অন্তর্ভুক্ত
জেন্ডার প্রস্তাবনা মানবের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মৌলিক অংশ হলেও, সমস্ত নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা হবে তাদের কথা, পরিধান, আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নিজের জেন্ডার প্রস্তাবনা প্রকাশ করার অধিকার থাকবে স্বাধীনতা বিধিতে সম্মিলিত।

ধারা ২১

জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষা
আইনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী ছাড় প্রদান না করে কোনও ব্যক্তি তাঁর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

নিজের জেন্ডার প্রস্তাবনা চয়নের অধিকার সম্মানিত হয় এবং তাদের জীবন প্রত্যাশার মধ্যে অবিভক্ত থাকে স্বাধীনতা অধিকারের অধীনে।

ফলাফল

সুতরাং, আমরা সমান্তরাল আইন বা আমাদের সংবিধানে নিশ্চিত সমান আইনিক সুরক্ষা প্রতিযোগিতা বাতিল বা বদলায় কোনও বিভেদ, বিলোপন, সীমাবদ্ধতা বা পক্ষপাতি অন্তর্ভুক্ত করে তার মধ্যে বিশেষজ্ঞান বা জেন্ডার প্রস্তাবনা কে।

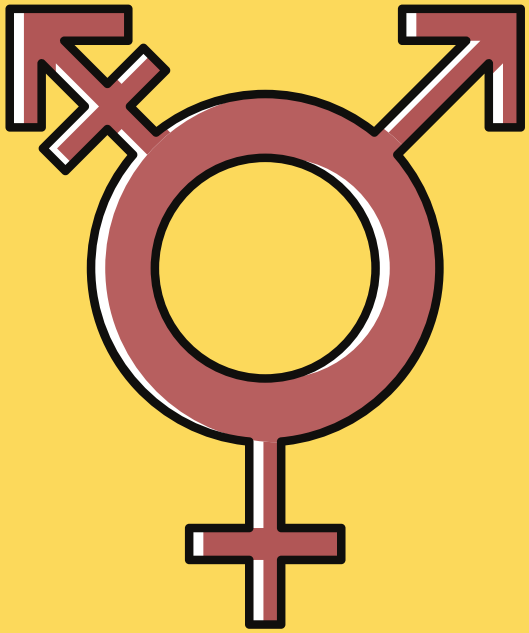

manupatra®

JUSTICE adda

কমন কজ
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/০৬০৪/২০১৫
2015/INSC/404

"রাজকীয়ভাবে অধিপত্য প্রায়শই অনুমোদিত জনগণের বিপণন প্রচারের বিরুদ্ধে"

ভারতের সংবিধানের ধারা ৩২ অনুসারে সরকার এবং রাজ্য সরকারের পাবলিক অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছে, পৌরসভা সংস্থানের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞান প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত করা বৈধ নয় এমন মনোনিবেশ পেশাদার প্রায়শই অনুমোদিত জনগণের বিপণন প্রচারের বিরুদ্ধে লোকস্বার্থের প্রতি লিঙ্গের ধারা ১৪ এবং সংবিধানের ধারা ২১ ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা পেশাদারের অনুমতির বিপরীত।

প্রতিষ্ঠান পেশাদার দ্বারা অনুমোদিত পাবলিক অর্থ স্পষ্ট নির্দেশিকা সহ প্রচারের আরও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য প্রতিবাদকের ব্যাপত্তি চায়।

আবেগনায়কটি একটি ম্যাণ্ডামাস রচনা করে এবং পরবর্তী সরকারগুলি দ্বারা জনগণের অর্থের আরও পরিবর্তন হতে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চায়।

বিচার

সরকারের বিজ্ঞাপনের বিষয়ে সময় নির্ধারণ করার জন্য কোনও নীতি নেই এবং বিজ্ঞাপন এবং ভিজ্যুয়াল পাবলিসিটি (ড্যাভি) দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশিকা এটি সম্পর্কিত বিষয়টি পর্যালোচনা করতে অক্ষম, তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আদালত বললো যে যখনই সরকার অযৌক্তিকভাবে এবং জনগণের হিতে বিরুদ্ধভাবে কাজ করছে, তখন তার হক আছে অবশ্যই হয়।

এটি প্রধানত সরকারগুলির কাছে একটি খুব কার্যকর সরঞ্জাম। তবে এটি পুনর্নিয়োগ করা হতে পারে না। এটি সেইসময় ব্যবহৃত হয় যখন এটি রাজনৈতিক মাইলেজ পেতে বর্তমান থাকে, বরং জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করতে নয়, তখন এর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

কমিটি

যাচাইয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি কমিটি প্রকাশ্য উদ্দীপিত বিজ্ঞাপন প্রচারের নির্দেশিকা তৈরি করার জন্য, যাতে সরকারের জনগণের লক্ষ্যে মুখোমুখি করা যায়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের জন্য ৫ প্রিন্সিপাল

- বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্যাম্পেইন সরকারের দায়িত্বের সম্পর্কে হওয়া উচিত।
- উদ্দীপনামূলক, সুনিষ্ক্রিয় এবং প্রয়োজনীয় ধরণে উপস্থাপিত হওয়া উচিত এবং প্রচারের লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য নকল হওয়া উচিত।
- কোনও রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য উন্মুক্ত করতে নয়।
- ক্যাম্পেইনগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রতিযোগিতা করা এবং খরচের দৃষ্টিকোণে কার্যকর এবং সহজোগার ভাবে করা উচিত।
- বিজ্ঞাপনগুলি আইনি প্রয়োজনীয়তা এবং আর্থিক বিনিময় এবং প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে।

শ্রেয়া সিংঘল
বনাম
ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/০৩২৯/২০১৫
2015/INSC/257

তথ্য

দুই মহিলা মুম্বই শহরের বন্ধ করার সংশোধনগুলির সাথে সম্বন্ধিত মন্দ মন্তব্য পোস্ট করার জন্য পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় মূলত তথ্যযন্ত্র ও যোগাযোগ যন্ত্র এক্ট ২০০০ (আইটি এ) ধারা ৬৬এ এর অধীনে, যা মূলত সংস্থান বা যোগাযোগ যন্ত্র দ্বারা যে কোনও তথ্য প্রেরণ করে যা মূলত মন্দ, অস্থির অথবা সেই তথ্যের মিথ্যা সংবেদনশীল বিশেষজ্ঞান সাথে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত তথ্য যাত্রীদের উপকরণ বা ত্রাণ এবং অবমাননা, অসুবিধা, বিপত্তি, অপমান, আঘাত, ঘৃণা অথবা শত্রুতা প্রকারে উদ্দীপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে হয়।

এরপর মহিলাদের একটি যাচাইয়ে আপনার স্বাধীনতা ভঙ্গ করতে সংবিধানিক কার্যক্রম সেকশন ৬৬এ এর সংবিধান বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার পক্ষে একটি প্রমাণপত্র জমা দেওয়া হয়।

আইন প্রশ্ন

আইটি এক্ট, ২০০০ এর ধারা ৬৬এ কি সংবিধানের ধারা ১৯(১)(এ) এর অধীন স্বাধীনতা অধিকার ভঙ্গ করে এবং তাই অবৈধ?

সোপান

আদালত বলল যে আইটি এক্টের ধারা ৬৬এ এক নাগরিকের মতবিচার ও মতভিন্নতা অধিকার সীমিত করে এবং এ অধিকারটি বিষয়ে বোঝার জন্য তিনটি সূচনা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আলোচনা করে। এটি হলো: আলোচনা, প্রচার, এবং প্রবৃত্তি। একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি নির্দিষ্ট কারণের আলোচনা বা এমন প্রচার যা কোনওভাবেই অপ্রচলিত হোক, তা সীমাহীন মানবাধিকারের মূলটা। এটি মাত্র তখনই হয় যখন এই আলোচনা বা প্রচার প্রবৃত্তির মাত্রায় পৌঁছলে, তখন ধারা ১৯(২) প্রয়োজন হয়। এই স্তরেই এটি হয় যে কোনও আইন তৈরি করা যায় যার মাধ্যমে উপসর্গের অবস্থান করার জন্য বা সার্বভৌমত্ব এবং ভারতের সৌহার্দবোধের প্রভাবে উপসর্গ করে যায়, এবং প্রভাবিত হয় বা ভারতের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাজ্যের সাথে সৌহার্দসম্পর্ক ইত্যাদি।

আদালত বলল যে সেকশন ৬৬এ এটির সংক্ষেপ্ত বিবরণিক বিভাগগুলির মধ্যে কোনওটি সংরক্ষণ করে না। যত্নশীলতায় ধারা ১৯(২) এর দ্বারা প্রদত্ত অধিকার সীমাহীন করার বিষয়টি বাইরে অবস্থিত হয়। এটি অপর্যাপ্ত, অসুবিধা, বিপদ, বাধা, অপমান, আপত্তি, অপরাধী ভয়ঙ্করতা, শত্রুতা, ঘৃণা বা শত্রুতা সৃষ্টি করে।

আদালত আলোচনা করল যে আক্রমিত আইনটির কোনও প্রোক্রিমেট সম্পর্ক নেই সংবিধানের ধারা ১৯(২) এ তালিকাভুক্ত চারটি বিষয়ের সাথে:

ক) জনসাধারণ শান্তি

আদালত বলল যে ধারা ৬৬এ-এর কোনও প্রভাব জনসাধারণ শান্তির উপর প্রভাব পড়ে না। এটি বলল যে এই অপরাধের কোনও উদ্দীপনার উপাদান নেই এবং এটি জনগণের নিরাপত্তা বা শান্তির ক্ষেত্রে কোনও অমিডিয়েট বিপদ নয় এবং তাই স্বাধীনতা অধিকারের উপর সার্বভৌমত্ব সীমার দ্বারা সাধারণ শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় সীমাবদ্ধতা হয়নি।

খ) নীতিমালা

আদালত আলোচনা করে যে ধারা ৬৬এ তার স্বয়ংস্থান বা স্বয়ংস্থানের ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত নয়, যা নির্দিষ্ট নীতিমালা এর জন্য এক মৌলিক উপাদান। সে সাথে স্পষ্ট করায় ধারা সর্বত্র নিম্নবর্ণিত নয়।

খ) কোনও অপরাধের উত্তেজনা

আদালত বলল যে ধারা ৬৬এ কোনও অপরাধের উত্তেজনা সংবন্ধী নয়। "ইন্টারনেটে প্রসারিত তথ্য সম্পর্কে সবার উত্তেজনা করা প্রয়োজন নেই। লিখিত শব্দ প্রেরণ করা হতে পারে যা পূর্ণভাবে কেবল একটি "আলোচনা" বা "একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন" এর ক্ষেত্রে হয়। ইতোপর্যন্ত, অসুবিধা, অসুবিধা, বিপদ ইত্যাদি বা খুব অপবাদপূর্ণ বা ভয়ঙ্কর স্বরূপ হওয়া কেবল প্রত্যাহারদেশ আইনের তড়িয়ে গড়িত অংশ হতে পারে, কিন্তু আইনের তথ্য নয়। এটি অনেক বড় কারণে, ধারা ৬৬এ-এর কোনও ক্ষেত্রে "অপরাধের উত্তেজনা" সংক্ষেপ্ত বিবরণের সাথে কিছুই নেই।

গ) শালীনতা বা নৈতিকতা

আদালত আবারও বলল যে ধারা ৬৬এ কোনও অপরাধ সৃষ্টি করে না, যা "শালীনতা" বা "নৈতিকতা" প্রকারে পরিবর্তন হতে পারে।

রা ৬৬এ সমস্তকভেশিত হয়েছে আসংখ্য অবিশিষ্ট এবং সংজ্ঞাহীন মত অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। আদালত এই ধারার বিধান করে যে “ উক্ত অভিব্যক্তি ব্যবহার করা উদ্দীপক এবং সংজ্ঞাহীন। এটি বলে যে,প্রথমে যা একজনের জন্য দুঃখজনক হতে পারে, তা অন্যের জন্য দুঃখজনক নয়। প্রথমে যা কাউকে বিরক্তি বা অসুবিধা করতে পারে, তা অন্য ব্যক্তি কে বিরক্তি বা অসুবিধা করতে পারে না। এমনকি উপস্থিত "পরিস্থিতিকে" সম্পূর্ণ অপরিষ্কার - মনে করুন কোনও বার বার একটি বার্তা প্রেরিত করা হয়েছে, তাহলে তা কি বলা যায় যে এটি "পরিস্থিতিকে" প্রেরিত করা হয়েছে? একটি বার্তা প্রেরিত করতে (বলি, অষ্টবার) কমপক্ষে আটবার প্রেরিত করতে হবে কি, আগে তা কি স্পষ্ট করা যায়? এই সমস্ত ব্যাখ্যা করার কোনও সীমাকে সূচনা করায় নেই - এবং এটি ধারা অবৈধভাবে অস্পষ্ট করে।”

আদালত স্পষ্টভাবে স্বীকার করল যে ধারা ৬৬এ বাহ্যিক বাণী এবং অভ্যন্তরীণ বাণীর স্বাধীনতা উপর আতঙ্কের প্রভাব থাকে। ধারায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি তাদের বিশেষ ব্যক্তিগত ও নিরপরাধ ভাষা অনুমোদন করে না।

"অপর্যাপ্তভাবে আতঙ্ককর বা অসুবিধা সৃষ্টিকারী তথ্য যা সংজ্ঞাহীন পদার্থ সংলগ্ন করে এবং সুরক্ষিত এবং নিরপরাধ ভাষা বিষয় অনেক বড় পরিমাণ প্রভৃতি ও নিরপরাধ ভাষা। একজন ব্যক্তি ইন্টারনেটে প্রসারিত লেখার মাধ্যমে চর্চা করতে পারে বা এটির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের সরকারী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা অন্যান্য বিষয়ের কোনও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে, যা নির্দিষ্ট সমাজের কিছু অংশের ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। এটি স্পষ্ট যে কোনও বিষয়ের একটি মতামত কখনওই কিছুতেই কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি হয়, এবং এটি ধারা ৬৬এ কাস্টের পাশাপাশি স্পষ্ট ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। প্রস্তুত একটি দলিল প্রায় যেখানে প্রায় যেকোনও বিষয়ের কোনও মতামত এর অধীন আছে, তার সমস্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যার আওতায় প্রয়োজন হবে, কেবল সার্থক মতামত একটি দলিল এর জালে পড়বে। এই কারণে, ধারা ৬৬এ ধারাটি সংবিধানের ধারা ১৪ ভেঙ্গে অগ্রাহ্য।”

সুপ্রিম কোর্ট এডভোকেটদের রেকর্ড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

মনু/এস.সি/১১৮৩/২০১৫
2015/INSC/787

তথ্যসমূহ

২০১৪ সালে লোক সভায় প্রস্তুত করা হয়েছিল জাতীয় বিচারক নিয়োগ কমিশন (এন জে এ সি) বিল এবং সংবিধানিক (১২১তম সংশোধন) বিল, ২০১৪, যা এন জে এ সি স্থাপন করে। প্রস্তাবিত সংসদের উভয় ঘর বিল প্রস্তুত হয় এবং এটি প্রস্তুত হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে সংসদের উভয় ঘরে মনোনীত করা হয়েছিল এবং এটি সংবিধানের (১২১তম সংশোধন) বিলের অনুমোদন পেয়ে যেতে জানুয়ারি ২০১৫ সালে এটি একটি আইন হয়ে গিয়েছিল। এন জে এ সি একটি দ্বিতীয় দশকের প্রাচীন কলেজিয়াম সিস্টেম ** এর প্রতিস্থাপন করত। তবে এন জে এ সি আইন সুপ্রিম কোর্টে বিরোধ করা হয়েছিল।

এন জে এ সি একটি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান ছিল যা ভারতের উচ্চ বিচারপতিকে নিয়োগ এবং স্থানান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হত। এর গঠনে ভারতের প্রধান বিচারপতি (চিফ জাস্টিস), দুই সবচেয়ে বৃদ্ধ বিচারক, বিধি এবং বিচার মন্ত্রী এবং দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিব্যক্তির সদস্যপদ ছিল। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিব্যক্তিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং লোক সভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হত।

কলেজিয়াম সিস্টেম এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ এবং স্থানান্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি কলেজিয়াম গঠিত হয়, যা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের চারজন সবচেয়ে বৃদ্ধ বিচারক এবং সংক্ষেপ্ত হাই কোর্টের তিনজন সদস্য থাকে।

আইনের প্রশ্ন

কি এনজ্যাক আইনটি অসংবিধানমূলক ছিল?

বিচার

সংহত আদেশে, ২০১৫ সালে, সুপ্রিম কোর্টের সংবিধানসভা বেঞ্চ একটি আধুনিক ভোটে, ৪:১ অধিকাংশে, এনজ্যাক আইনটি অসংবিধানমূলক হিসেবে উপেক্ষা করা হয়েছে। আদালত নিম্নলিখিত বিসন্ততাগুলি উঠিয়েছে:

- আদালত বলেছে, রাষ্ট্রপতির ভূমিকা সম্পর্কে অস্পষ্টতা ছিল। এবং এখানে নতুন প্রস্তাবিত সিস্টেমে, রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিব্যক্তির মতামতের উপর নির্ভর করে, যারা সংবিধানগতভাবে দায়িত্বশীল নন, এটি তার স্বেচ্ছাসুযোগকে সীমাবদ্ধ করত। আদালত বলেছে, এন জে এ সি আইনটি গভীর এবং অসংবিধানমূলকভাবে সংবিধানের ধারা ১২৪(২) এ বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গভীর অভ্যন্তরীণভাবে অক্রিয় হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের সাথে পরামর্শ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ক্ষমতা দেয়।

- ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আদালত বলেছে যে, ৯৯ তম সংশোধনী আইন এ প্রস্তাবিত সিস্টেমে ভারতের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি সম্প্রদায়ের প্রধান, কেবলমাত্র এনজ্যাক-এর ছয় সদস্যের মধ্যে একজন হিসেবে কমিয়ে আনতে হতো। এ প্রবিধান আদালত বলেছে যে, এমন একটি ব্যবস্থা তাকে "ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক এবং বৈধানিক সম্মান এবং ক্ষমতার থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে, এবং সংবিধান সভা এবং সংবিধান দ্বারা প্রকাশিত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে যায় যা ভারতের প্রধান বিচারপতির নিয়োগ প্রক্রিয়াকে উপস্থাপিত করে।"

আদালত বলেছিল যে, এই সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক গঠন পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছে, কারণ এটি সংবিধানসভার প্রকল্পনা করা প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রণালীকে বিদ্রূপ করতে প্রয়াস করছে।

- দুইটি গৌরবময় ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং ভেটো ক্ষমতার সাথে সংবিদা রাখতে আদালত বলেছিল,

"বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা যায় যে সমস্ত জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গৌরবময় ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা হবে, কিন্তু এই গৌরবময় ব্যক্তি যে সময় প্রধান বিচারপতির (অন্য বিচারপতির সাথে পরামর্শ করার সম্ভাবনা রয়েছে) নিয়োগের সময় প্রত্যাশিত বিচার গ্রহণ করতে পারে, তা অকাল্পনীয় - এটি এনজিএসিতে গুণাগুণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এমন সময়ে গৌরবময় ব্যক্তির উপর প্রায় একজনবার্তা শাসন সুদী করে, এটি অক্ষম। এটি এনজিএসিতে গৌরবময় ব্যক্তির কাছে ব্যারাক্রমে একটি রাজত্বের ক্ষমতা প্রদান করে, যা কোনো দায়িত্বশীলতা ছাড়া কোনো অনুমতি ছাড়া হয়।"

আদালত বলেছিল যে, আইন মন্ত্রীর ভূমিকা সংযোজন কার্যকরী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকারী - ন্যায়পরায়ণতার লড়াইয়ে কর্মক্ষমতা সাম্প্রদায়িকভাবে একে বাদ দিয়ে।
প্রকাশ্যতা সম্পর্কে আদালত বলেছিল,

"প্রকাশ্যতা এবং গোপনীয়তা মধ্যবর্তী বৈষম্য অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং একজন ব্যক্তির সংবেদনশীল তথ্য যদি প্রকাশিত করা হয়, তবে এটি তার কর্মক্ষমতা এবং গরিমা উদ্ভব করতে পারে। ৯৯ তম সংবিধানসংশোধনী আইন এবং এন জে এ সি আইনটি কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তা সম্বন্ধে অবগত হয় নি।"
উপলব্ধিতে, আদালত বলেছিল যে, সংশোধনী অসংবিধানমূলক হিসেবে গ্রহণ করে, যা ন্যায়পরায়ণতার স্বাধীনতা এবং বিচারক নিয়োগের সম্প্রদায়ের ভূমিকা, যা ন্যায়পরায়ণতার স্থাপনাত্মক এবং সার্বভৌম অংশ ছিল, উপস্থাপন করে।

এই রায়ের ফলে, কলেজিয়াম সিস্টেম পুনর্জীবিত হয়েছিল।